Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

সম্পাদকীয়

মাসিক
চলতি ঘটনা
বাংলাদেশ ও বিশ্ব

অক্টোবর ২০২০, আশ্বিন ১৪২৭
বর্ষ ১ সংখ্যা ৬, দাম ২০ টাকা

চাকরির সম্ভাবনা গতি ফিরে পাচ্ছে

করোনাভাইরাসের প্রভাবে অনেক দিন চাকরির বাজার থমকে ছিল। কিন্তু আশার কথা হচ্ছে, নতুন করে যেমন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে, তেমনি স্থগিত হওয়া নিয়োগ পরীক্ষাও শুরু হচ্ছে। এই সময়ে পড়াশোনায় কিছুটা বিরতি পড়েছে অনেকের। সেটি আবার পুরোদমে শুরু করা দরকার। ব্যাংক, বিসিএসের পরীক্ষা সামনে শুরু হবে। তাই চলতি ঘটনা ব্যাংক ও বিসিএসের মডেল টেস্ট দিয়েছে। মার্কিন নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এটি নিয়ে বিশেষ লেখা ও ৯/১১-এর টুইন টাওয়ার হামলা নিয়ে এবার থাকছে বিশেষ আলোচনা। পিএসসির সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান চলতি ঘটনায় সাক্ষাৎকারে তরুণদের জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। এসিআইয়ের এমডি সৈয়দ আলমগীর কনজ্যুমার মার্কেটে চাকরির অপার সম্ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। নিয়োগ প্রস্তুতি: প্রাইমারি, নার্স নিয়োগ, শিক্ষক নিবন্ধন নিয়ে বিশেষ আলোচনা থাকছে এবারের চলতি ঘটনায়। আগের সংখ্যার ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে আবেদনের সুযোগ থাকছে এবারের চলতি ঘটনায়। রোহিঙ্গা ইস্যু, ইসরায়েল-সংযুক্ত আরব আমিরাত চুক্তি নিয়ে থাকছে লেখা। করোনাভাইরাসের টিকার সর্বশেষ নিয়ে বিশেষ আয়োজন রয়েছে। ডেলটা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা নিয়ে আছে আরেকটি বিশেষ লেখা। সব মিলে চাকরির বাজার খুলে যাওয়ার এই সময়ে চলতি ঘটনা হতে পারে আপনার দারুণ সহায়ক। চাকরির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার এই সুযোগ কাজে লাগবে নিশ্চয়ই। বইঘর.কম

প্রকাশক আব্দুল কাইয়ুম কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : চলতি ঘটনা, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন (৭ম তলা)
২০-২১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১।
ফ্যাক্স : ৯১২১০৫২। ই-মেইল : choltighotona@gmail.com
ফেসবুক : www.facebook.com/choltighotona/
ঘোষণা নং : ০৫.৪১.২৬০০.০২৫.৫৩.০০২.১১.১৩৪ (তারিখ : ২১.১০.২০১৯)

প্রথমা

পরিবেশক : ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫

সম্পাদক
আব্দুল কাইয়ুম

উপদেষ্টামণ্ডলী
আলী ইমাম মজুমদার
সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব
ইকরাম আহমেদ
সাবেক চেয়ারম্যান, বিপিএসসি
সমর চন্দ্র পাল
সাবেক সদস্য, পিএসসি
আকতারী মমতাজ
সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার
ফারুক মঈনউদ্দীন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ষ্টার ব্যাংক লিমিটেড
রিদওয়ানুল হক
অধ্যাপক, আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পরামর্শক
মুনির হাসান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি
নাজনীন আহমেদ
জ্যেষ্ঠ গবেষক, বিআইডিএস
তারিক মনজুর
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফিরোজ চৌধুরী
সাংবাদিক
আয়মান সাদিক
প্রতিষ্ঠাতা, টেন মিনিটস স্কুল

সহকারী সম্পাদক
মোছাব্বের হোসেন

সহসম্পাদক
গোলাম রব্বানী
লোটাস ইবনে হাবীব

বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনা
রশিদুর রহমান সবুর

বিপণন ব্যবস্থাপনা
এ বি এম জাকারিয়া

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
শামসুল হক

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন
মনিরুল ইসলাম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

সূচিপত্র

২ চলতি বাংলাদেশ
৫ চলতি বিশ্ব
৯ ঘটনা প্রবাহ : সেপ্টেম্বর
১১ বিসিএসের একটি মডেল আইডিয়া
১২ জন্ম-মৃত্যু
১৭ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন
১৮ স্মরণ
২১ পিএসসির সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিকের সাক্ষাৎকার
২৩ অনলাইনভিত্তিক ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি
২৪ আজ-কাল বাংলাদেশ
২৯ আজ-কাল বিশ্ব
৩৪ আজ-কাল বাংলাদেশ মডেল টেস্ট
৩৫ আজ-কাল বিশ্ব : মডেল টেস্ট
৩৭ এসিআই লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আলমগীরের সাক্ষাৎকার
৩৯ বাণিজ্য
৪৩ ডেল্টা প্ল্যান কী ও কেন?
৪৪ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং রোগব্যাধি সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান
৪৫ সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে নতুন চিন্তার সূত্রপাত
৪৬ ১২ অভিধনীর হাতে ১৩ অঙ্কের অর্থ
৪৭ নিয়োগ টিপস মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও সিনিয়র স্টাফ নার্স
৪৯ সারা বিশ্ব টিকার অপেক্ষায়
৫০ দ্বিতীয়বার করোনায় আক্রান্ত হওয়া কি সম্ভব?
৫১ করোনা রোগীদের রক্ত জমাট বেঁধে যায় কেন?
৫২ Green economic recovery from corona pandemic
৫৪ করোনা সম্পর্কিত তথ্য
৫৫ নিয়োগ টিপস
৫৮ রোহিঙ্গা সমস্যায় কী করবে বাংলাদেশ
৬০ বিসিএস প্রস্তুতি : বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ
৬২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন
৬৩ এগারো হামলা ১৯ বছর পরও সারেনি যে ক্ষত
৬৫ অনুশীলন : বিসিএস প্রস্তুতি
৭৮ গ্রাফিক পিপল ও সফটওয়্যার পিপলে চাকরির সুযোগ
৮০ ৪১তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট-৬
৮৮ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা
৯২ খেলা
৯৬ চিত্র-বিচিত্র

Downloaded from www.bdniyog.com

চলতি বাংলাদেশ

- বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান—১১৬তম।
- বাংলাদেশ সরকার 'উদ্ভাবন দশক' ঘোষণা করেছে যে সময়কালকে—২০১৮-২০২৮ সাল।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বর্তমানে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ—বাংলাদেশ।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের বর্তমান সংখ্যা —৬ হাজার ৭৩১।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশ নেয়—১৯৮৮ সালে।
- করোনাভাইরাসের কারণে ফিরে আসা প্রবাসীদের পুনর্বাসনে ঋণ দিতে তহবিল করা হয়েছে—২০০ কোটি টাকার (তহবিলে আরও ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী)।
- বর্তমানে দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ—৩৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (৩ হাজার ৯৪০ কোটি ডলার)।
- বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে সরকার গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রণোদনা ঘোষণা করে—২ শতাংশ হারে।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসীরা দেশে পাঠান—১ হাজার ৮২০ কোটি ডলার (গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১১ শতাংশ বেশি)।
- প্রতি মাসে ৪ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হিসেবে রিজার্ভ দিয়ে আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব—প্রায় ১০ মাসের।
- বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে—৫ দশমিক ২৪ শতাংশ।
- গত জুনে শেষ হওয়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট পোশাক রপ্তানি দাঁড়ায়—২ হাজার ৭৯৫ কোটি ডলার (২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩ হাজার ৪১৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়েছিল)।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের সেবা রপ্তানির পরিমাণ—৬১৩ কোটি ১৮ লাখ ডলার (৫২ হাজার ৭৩৩ কোটি টাকা)।
  ২০১৯-২০ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ—৩ হাজার ৩৬৭ কোটি ডলার।
  ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়—৩ হাজার ৯৮০ কোটি ডলার।
- আগস্ট ২০২০-এ পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে—৪.৩২ শতাংশ।
- পণ্য আমদানিতে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—৪৮তম।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সয়াবিন আমদানি করে—আর্জেন্টিনা থেকে (আমদানির ৬২%)।
- সহজে ব্যবসা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান—১৬৮তম (১৮৯টি দেশের মধ্যে)।
- এপ্রিল ২০২০ থেকে ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সব ঋণের সুদহার যত শতাংশ নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক—৯ শতাংশ।
- চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপির আকার—২

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

বিডিনিয়োগ.কম

For Original High Quality PDF
Purchase it form
Boighar.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

লাখ ১৪ হাজার ৬১১ কোটি টাকা।

- চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে—১৪ দশমিক ৮ শতাংশ।
- অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সরকার প্রণোদনা কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে যত টাকার— ১ লাখ ১১ হাজার ১৩৭ কোটি টাকার।
- সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করবে— ১০০টি।
- সম্প্রতি নৌপথে বাণিজ্য শুরু হয়েছে—ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে। (৫ সেপ্টেম্বর ২০২০
- বাংলাদেশ অটো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড চীনা গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডংফেং মোটর গ্রুপ লিমিটেডের সঙ্গে যৌথভাবে তৈরি করবে—বৈদ্যুতিক গাড়ি (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরে)।
- নেদারল্যান্ডসের বিনিয়োগ ব্যাংক এফএমও সম্প্রতি বাংলাদেশের কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান এসিআই মোটরসে বিনিয়োগ করেছে—১২৬ কোটি টাকা।
- সম্প্রতি বাংলাদেশ যে দেশে ৫০ হাজার টন সার সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে—নেপালে।
- সম্প্রতি বাংলাদেশে 'ডিজিটাল ব্যাংক' চালুর উদ্যোগ নিয়েছে—ব্যাংক এশিয়া।
- ব্রেক্সিট-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাণিজ্য-সুবিধা পাবে—২০২৭ সাল পর্যন্ত।
- দেশে প্রথমবারের মতো কর মেলা অনুষ্ঠিত হয়—২০১০ সালে (২০২০ সালে করোনার কারণে মেলার আয়োজন বন্ধ থাকবে)
- দেশে বছরে সাধারণত গড়ে কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়—৭৫ লাখ বেল।

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন

- বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়—২৬ মার্চ ১৯৭২।
- বিশ্বের মোট ইলিশের মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়—৮৬ শতাংশ।
- বিশ্বব্যাংকের মানবসম্পদ সূচক ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান—১৩৬তম। শীর্ষে—নরওয়ে; সর্বনিম্ন—নাইজার।
- দক্ষিণ এশিয়ায় স্বাস্থ্যসেবায় মাথাপিছু সরকারি ব্যয়ে বাংলাদেশের অবস্থান—সর্বনিম্ন (৮৮ ডলার), (সর্বোচ্চ—মালদ্বীপ ২ হাজার ডলার)।
- আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান—ষষ্ঠ।

'সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ' প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত হয়—১ সেপ্টেম্বর ২০২০।

মেরিন ড্রাইভ

বইঘর.কম

বর্তমান বিশ্বের দীর্ঘতম মেরিন ড্রাইভ 'কক্সবাজার-টেকনাফ' মেরিন ড্রাইভের দৈর্ঘ্য— ৮০ কিলোমিটার(উদ্বোধন করা হয় ৬ মে ২০১৭)।

- সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত নতুন রেল যোগাযোগ চালু হতে যাচ্ছে—বাংলাদেশের চিলাহাটি-ভারতের হলদিবাড়ি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার—৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ।
- ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে—'কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা'।
- দেশে বর্তমানে পুরোপুরি নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা—সোয়া ২ কোটি।
- দেশে সর্বশেষ শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল—২০১০ সালে।
- ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) বর্তমান চেয়ারম্যান—শেখ হাসিনা।
- ২০২১ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সংগঠন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) সম্মেলন হবে—মুজিব বর্ষ স্মরণে।
- ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) সদস্যদেশ—৪৮টি।
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী দেশের ৫টি কয়লাখনিতে বর্তমানে মোট কয়লার মজুত প্রায়—৩০০ কোটি টন।
- বর্তমানে দেশে কয়লাখনি রয়েছে—৫টি (ফুলবাড়ী, বড়পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া, জামালগঞ্জ ও খালাসপীর)।
- বর্তমানে দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা—১৬টি।
- বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনায় ২০২১, ২০৩০ ও ২০৪০ সালে বাংলাদেশ সরকারের ,বিদ্যুৎ

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

উৎপাদনের পরিকল্পনা যথাক্রমে—২৪, ৪০ ও ৬০ হাজার মেগাওয়াট।

- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক বাংলাদেশে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে—সাবহানাজ রশীদকে।
- বর্তমানে দেশে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা—৩টি (গাজীপুর, টঙ্গী ও যশোরে)।
- দেশে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা—২টি (গাজীপুরের টঙ্গীতে ও যশোরের পুলহাটে)।
- দেশে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা—১টি (গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে)।
- বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'আম্পান' বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হানে—২১ মে ২০২০।
- বর্তমানে নিবন্ধিত রোহিঙ্গার সংখ্যা—সাড়ে ১১ লাখ।
- বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও ভাষাসংগ্রামী মুর্তজা বশীর মারা যান—১৫ আগস্ট ২০২০ (জন্ম ১৭ আগস্ট ১৯৩২)।
- মুর্তজা বশীরের পিতা ছিলেন—প্রখ্যাত ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
  'আলট্রামেরিন' উপন্যাসের লেখক—মুর্তজা বশীর।
  'দেয়াল', 'শহীদ শিরোনাম', 'পাখা', 'রক্তাক্ত ২১' শিরোনামের সিরিজ চিত্রকর্মগুলো—চিত্রশিল্পী মুর্তজা বশীরের।
- বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাস্যমকে বিশ্বের ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকায় তৃতীয় স্থান দিয়েছে—যুক্তরাজ্যভিত্তিক সাময়িকী প্রসপেক্টর
- Institute of Epidemiology Disease Control and Research (IEDCR)-এর নতুন পরিচালক—অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরীন।
- সম্প্রতি ভারতের পররাষ্ট্রসচিব হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশ সফর করেন—১৮ আগস্ট ২০২০।
- বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার—বিক্রম কুমার ডোরাইস্বামী।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার বর্তমান রাষ্ট্রদূত—বেনোয়া প্রিফেন্টেইন।
- ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত—সামিনা নাজ।
- জলবায়ুর কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সংগঠন—Climate Vulnerable Forum (CVF)।
- Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর সভাপতি—বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গত ১০০ বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়—আম্পান। (আঘাত হানে ২১ মে ২০২০)
- দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়—১৮ এপ্রিল ২০২০ (সপ্তম অধিবেশন)।
- সম্প্রতি মন্ত্রিসভা বৈঠকে যে তারিখে 'শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্ম বার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—৫ আগস্ট।
- গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল ২০২০' সংসদে পাস হয়—৮ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- দেশে নিবন্ধিত চা-বাগান আছে—১৬৭টি।
- পরিকল্পিত ঢাকা গড়ে তুলতে সরকার 'The Detailed Area Plan' (DAP) পাস করে—২০১০ সালে।
- ঢাকা শহরে বর্তমান জলাভূমির পরিমাণ—৬ হাজার ৭৩ একর। (২০১০ সালে যা ছিল ৯ হাজার ৫৫৬ একর)
- খাদ্য অধিদপ্তরের বর্তমান মহাপরিচালক—সারোয়ার মাহমুদ।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) বর্তমান মহাপরিচালক— শাহজাহান কবির।

খৈয়ার ছড়া ঝরনা

- 'খৈয়ার ছড়া ঝরনা' অবস্থিত—মিরসরাই, চট্টগ্রাম।
- নিঝুম দ্বীপকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়—২০০১ সালে।
- 'ফুলবাড়ী দিবস' পালিত হয়—২৬ আগস্ট।
- 'ভবদহ বিল' অবস্থিত—যশোরে।
- দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা—সৈয়দপুর, নীলফামারী।
- পুরান ঢাকার বকশীবাজারে অবস্থিত 'হোসেনি দালান ইমামবাড়া' নির্মাণ করেন—মোগল সেনাপতি সৈয়দ মীর মুরাদ।
- বাংলাদেশ সরকারের সম্প্রতি চালু করতে যাওয়া শরিয়াহভিত্তিক ইসলামি বন্ডের' নাম—সুকুক। ('সুকুক' আরবি শব্দ, এর অর্থ সিলমোহর লাগিয়ে কাউকে অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়ার আইনি দলিল)
- বর্তমান বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান—৫৮তম। (শীর্ষ—সাংহাই বন্দর, চীন)
- বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) প্রতিষ্ঠিত হয়—১ সেপ্টেম্বর ২০১৬।
- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান—ভাইস অ্যাডমিরাল এম শাহীন ইকবাল।
- ২০২২ সালে জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থার (FAO) ৩৬তম এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করবে—বাংলাদেশ। (বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে FAO-তে যোগদান করে)

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

- রোহিঙ্গা শিবির ব্যবস্থাপনায় প্রশাসনকে যেসব রোহিঙ্গা নেতা সহযোগিতা করছেন তাদের বলা হয়—'মাঝি' (সম্প্রতি ভাসানচরে আবাসন প্রকল্প দেখতে ৩৪ রোহিঙ্গা শিবির থেকে ৪০ জন মাঝিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে)

ভাসানচর

- ভাসানচর অবস্থিত—হাতিয়া, নোয়াখালী।
- সম্প্রতি বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠান খরা, জলাবদ্ধতা ও ঝোড়ো হাওয়ায় হেলে পড়া প্রতিরোধী উচ্চফলনশীল সয়াবিনের জাত (বিইউ সয়াবিন ২) উদ্ভাবন করেছে—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। (২০১৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান 'বিইউ সয়াবিন ১' নামে সয়াবিনের আরেকটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করে)।
- বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) বর্তমান মহাসচিব— সৈয়দ শাহেদ রেজা।
- টোকিও অলিম্পিকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন যে বাংলাদেশি—তিরন্দাজ রোমান সানা।
- অনূর্ধ্ব-২১ এশিয়া কাপ হকির ২০২০ সালের আসর অনুষ্ঠিত হবে— ঢাকা, বাংলাদেশে। (২১-৩০ জানুয়ারি ২০২১ সালে)
- বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা কামালের মা মালেকা বেগম মৃত্যুবরণ করেন—৮ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ ইমোর পাবলিক সার্ভিসে বাংলাদেশ থেকে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছে—'প্রথম আলো'।

সোমেশ্বরী নদীর উৎস

- সোমেশ্বরী নদীর উৎস—ভারতের মেঘালয়ের গারো পাহাড়ে। (এ নদী নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে)

Downloaded from www.bdniyog.com

- 'পেরিফাইটন' হচ্ছে—একধরনের শেওলা।
- বাংলাদেশে মহাশোলের প্রজাতি আছে—দুটি। (সোনালি মহাশোল ও লাল পাখনা মহাশোল)
- সম্প্রতি পুরোনো গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে—রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম। (১৫০ বছরের পুরোনো এই গুহার স্থানীয় নাম বাদুড়গুহা)

চলতি বিশ্ব

- চীন-ভারত উভয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা প্রায়—২০ বিলিয়ন ডলার।

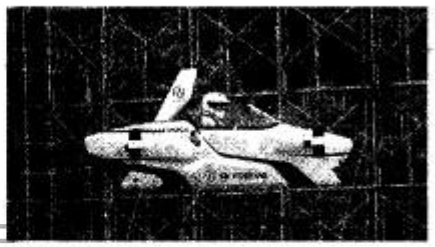

জাপানের উড়ন্ত গাড়ি

- জাপানের উড়ন্ত গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'স্কাই ড্রাইভ'-এর তৈরি করা যে গাড়িটি গত ২৫ আগস্ট আকাশে ওড়ে—এসডি-০৩।
- ভারত 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি ঘোষণা করে—২০১৩ সালে।
- লেবানন গৃহযুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল—১৫ বছর (১৯৭৫-৯০)।
- আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস—১৫ সেপ্টেম্বর।
- যুক্তরাষ্ট্রের পর চীনের সঙ্গে যে দেশের বাণিজ্যযুদ্ধ বাধে—অস্ট্রেলিয়া।
- বিশ্বের শীর্ষ নারী বিলিয়নিয়ার—মাকেঞ্জি স্কট (তাঁর সম্পদের মূল্য ৬৬ বিলিয়ন ডলার)।
- ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এবারের ২৪ সেপ্টেম্বরের জাতিসংঘ সম্মেলনের সভাপতিত্বকারী দেশ—নাইজার।
  'এক্সটিংকশন রিবেলিয়ন' হলো—জলবায়ু পরিবর্তনবিরোধী সংগঠন।
- বর্তমান বিশ্বের শীর্ষ রাজস্ব আয় অর্জনকারী কোম্পানি—ওয়ালমার্ট। (৫২,৩৯৬ কোটি ডলার)
- পূর্ব লাদাখ সীমান্তে ভারত-চীন উত্তেজনার সূত্রপাত ঘটে—১৫ জুন ২০২০।
- ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পক্ষে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর মিয়ানমারের গণহত্যার বিরুদ্ধে যে দেশটি আইসিজেতে মামলা করে—গাম্বিয়া।
- দুটি দেশ জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী স্বীকৃতি দিয়ে সেখানে নিজেদের দূতাবাস খুলেছে। এর একটি যুক্তরাষ্ট্র অন্যটি—গুয়েতেমালা।
- GCA-এর পূর্ণরূপ—Global Center on Adaptation।

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

- দক্ষিণ এশিয়ায় জিসিএর (গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপ্টেশন) প্রথম আঞ্চলিক অফিস যেখানে—ঢাকায় (আগারগাঁওয়ে)।
- গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপ্টেশনের সভাপতি—বান কি মুন (জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব)।
- মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা নির্মূল অভিযান শুরু করে—২৫ আগস্ট ২০১৭।
- অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক নীতিনির্ধারণী আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিসের (আইইপি) প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৫০ সালে বিশ্বে বাস্তুচ্যুত হতে পারে যত মানুষ—প্রায় ১০০ কোটি।
- অস্ট্রেলিয়ার সিডনিভিত্তিক নীতিনির্ধারণী আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিসের (আইইপি) প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০৫০ সালে বিশ্বে জনসংখ্যা হবে—প্রায় ১ হাজার কোটি।
- বর্তমান রুশ প্রধানমন্ত্রী—মিখাইল মিশুস্তিন।
- আফ্রিকার মানবাধিকারের রাজধানী বলা হয়—গাম্বিয়াকে।
- বিশ্বে করোনার টিকার প্রথম পেটেন্ট দিয়েছে—চীন (১১ আগস্ট ২০২০)।
- যুক্তরাষ্ট্রের ৫৯তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে—৩ নভেম্বর ২০২০।
- যুক্তরাষ্ট্রের মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা—৫৩৮টি।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে মোট ইলেকটোরাল ভোট প্রয়োজন—২৭০টি
- সব ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী একমাত্র দল—বায়ার্ন মিউনিখ।
- ২০২০ সালে পুরুষ ও মহিলা এককে ইউএস ওপেন জয়ী খেলোয়াড় যথাক্রমে—ডমিনিক থিয়েম (অস্ট্রিয়া) এবং নাওমি ওসাকা (জাপান)।
- 'থ্রি সি' শব্দটি জড়িত—করোনাভাইরাসের সঙ্গে।

অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাংকার 'নিউ ডায়মন্ড'

- 'নিউ ডায়মন্ড' যে দেশের অপরিশোধিত তেলবাহী ট্যাংকার—পানামা।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ—ইথিওপিয়া।
- সমুদ্রে ছয় মাস ধরে ভেসে থাকা ২৯৭ জন রোহিঙ্গা ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে—৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে ডাকযোগে ভোট শুরু হয়েছে—৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ (প্রথম ডাকযোগে ভোট শুরু হয় নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে)
- বৈশ্বিক পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে শীর্ষ দেশ—চীন।
- ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৩তম আসর শুরু হবে—১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০, সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী যেকোনো নাগরিকের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে অংশ নিতে বয়স হতে হবে—৩৫ বছর।
- বস্ত্র আমদানিতে বর্তমান বিশ্বে শীর্ষে রয়েছে—ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- কাজুবাদাম রপ্তানিতে বর্তমান শীর্ষ দেশ—ভিয়েতনাম।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্ত এলাকা—লাইন অব কন্ট্রোল।
- ভারত-চীন মধ্যবর্তী সীমানা—লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল।
- এ পর্যন্ত আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছে—চারবার (১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে)।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাইসাইকেল রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ—তাইওয়ান।
- বেলারুশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট—আলেক্সান্ডার লুকাশেঙ্কো।
- বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ—যুক্তরাষ্ট্র। (সবচেয়ে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ—ভারত)
- ভারতীয় ক্রিকেটার মহেন্দ্র সিং ধোনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন—১৫ আগস্ট ২০২০।
- জিডিপির হিসাবে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ—চীন। (জিডিপির আকার—২২ দশমিক ৫৩ ট্রিলিয়ন ডলার)
- 'Center for Strategic and International Studies (CSIS)' যে দেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান—যুক্তরাষ্ট্র।
- 'Silent Spring'-এর লেখক—রেচল কারসেন, জীববিজ্ঞানী, যুক্তরাষ্ট্র।
- চীনা অ্যাপ 'TikTok'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী 'Triller' যে দেশের—যুক্তরাষ্ট্র।
- 'ডেমোক্রেসি মনুমেন্ট' অবস্থিত—ব্যাংকক, থাইল্যান্ড।
- 'Indo- Asian News Service (IANS)' যে দেশের বেসরকারি সংবাদ সংস্থা—ভারত।
- নিউজিল্যান্ডের সংসদ নির্বাচন হবে—১৭ অক্টোবর ২০২০। (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আরডার্ন)
- 'মহাকালী নদী' যে দুই দেশের সীমানারেখা নির্দেশ করে—ভারত-নেপাল।
- 'রায়ানির (Ryanair)' যে দেশের বিমান পরিবহন সংস্থা—আয়ারল্যান্ড।
- প্রখ্যাত ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীতশিল্পী পণ্ডিত যশরাজ

www.bdniyog.com

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

মৃত্যুবরণ করেন—১৭ আগস্ট ২০২০।

- গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে ডাকযোগে ভোট দেওয়াকে বলে—পোস্টাল ভোটিং।
- লেবাননের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন—রিয়াদ আল সোলে।
- গত ১০০ বছরের মধ্যে সম্প্রতি যেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে—ডেথ ভ্যালি, যুক্তরাষ্ট্র (৫৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস)।
- ১৮ আগস্ট ২০২০ লেবাননের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরি হত্যা মামলার রায় দেন—আন্তর্জাতিক আদালতের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল Special Tribunal for Lebanon (STL)।
- সম্প্রতি আফ্রিকার যে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে—মালি। (মালির রাজধানী—বামাকো)।

'Department of Homeland Security (DHS)' যে দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী—যুক্তরাষ্ট্র।

বইঘর.কম

'ফাউন্টেনইনসটাউন সমুদ্রসৈকত'—আয়ারল্যান্ডে অবস্থিত।

- কানাডার প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী—ক্রিস্টিয়া ফ্রিল্যান্ড (১৮ আগস্ট ২০২০ নিয়োগ পান)।
- মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোকে একত্রে বলা হয়—মেনা (Middle East North Africa—MENA)।
- 'GRU' যে দেশের সামরিক সংস্থা—রাশিয়া।
- অ্যালেক্সি নাভালনি যে দেশের আলোচিত বিরোধী নেতা—রাশিয়া।

National Security Agency (NSA)

'National Security Agency (NSA)' যে দেশের সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা—যুক্তরাষ্ট্র।

- সম্প্রতি যে দেশ হংকংয়ের সঙ্গে আসামি প্রত্যর্পণ চুক্তি স্থগিত করেছে—যুক্তরাষ্ট্র।
- সম্প্রতি যে মার্কিন কোম্পানির শেয়ারের দাম দুই ট্রিলিয়ন ডলার স্পর্শ করেছে—অ্যাপল।
- যুক্তরাষ্ট্রের বিজয়ী প্রেসিডেন্টকে যেখানে শপথ পড়ানো হয়—ক্যাপিটাল ভবন, ওয়াশিংটন ডিসি।

'গুপকর ঘোষণা' ভারতের যে অঞ্চলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত—জম্মু-কাশ্মীর।

- ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে গঠিত নতুন রাজনৈতিক দলের নাম—জম্মু-কাশ্মীর আপনি পার্টি।

লেডি গাগা

- ২০২০ সালের এমটিভি মিউজিক অ্যাওয়ার্ডে সেরা গায়িকার পুরস্কার জিতেছেন—লেডি গাগা, যুক্তরাষ্ট্র (মোট ৫টি শাখায়)। বিশ্বের প্রথম নিনজা গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়—জাপানের মাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৭ সালে।
- ইরানের ওপর আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হবে—অক্টোবর ২০২০ সালে।
- অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থা—ফাইভ আইজ। (সম্প্রতি জাপানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা যোগ দেওয়ার কথা চলছে এ সংস্থায়)।

'এসালা পেরাহেরা' যে দেশের ঐতিহ্যবাহী উৎসব—শ্রীলঙ্কা।

'The Truth We Hold' নামের আত্মজীবনী লিখেছেন—কমলা হ্যারিস, যুক্তরাষ্ট্র।

- বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা হয়েছে—১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল।
- ১৯২৯ সালের ২৯ আগস্টকে বলা হয়—কালো মঙ্গলবার (Black Tuesday)।
- মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) আবিষ্কার করেন—সাইমন কুজনেতস, যুক্তরাষ্ট্র। (এ কারণে ১৯৭১ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন)
- করোনার সংকট কাটিয়ে উঠতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষিত তহবিলের নাম—টিম ইউরোপ। (তহবিলের পরিমাণ ২ হাজার কোটি ইউরো)

'টাইপ ০৫৪ এ/ পি যে দেশের রণতরি—চীন (এটি চীনের তৈরি সবচেয়ে বড় রণতরি)।

- মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের দেশছাড়া করতে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট পরিচালনা করে—অপারেশন ক্লিয়ারেন্স।
- মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের নির্যাতন ও গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলায় আইসিজে অন্তর্বর্তী রায় প্রদান করে—২৩ জানুয়ারি ২০২০।
- কিশোরী পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ যে দেশের নাগরিক—সুইডেন।
- সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের যে শহরে বর্ণবাদবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়েছে—কেনোসা কাউন্টি, উইসকনসিন

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

অঙ্গরাজ্য। (২৩ আগস্ট ২০২০ কেনোসা কাউন্টিতে পুলিশের গুলিতে জ্যাকব ব্লেক নামের এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক আহত হওয়ায় এ বিক্ষোভ শুরু হয়)

- ২৭ আগস্ট ২০২০ নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে এই প্রথম যে ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়—ব্রেন্টন টারান্ট, অস্ট্রেলীয় নাগরিক। (ব্রেন্টন টারান্ট ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ নিউজিল্যান্ডের আল নূর এবং লিনউড মসজিদে হামলা করে ৫০ জনকে হত্যা ও ৪০ জনকে আহত করে)।
- নিউজিল্যান্ডের জাতীয় সংগীত—God Defend New zealand.

'INDIA WAY: Strategies for an Uncertain World' বইটি লিখেছেন—এস জয়শঙ্কর (ভারতের বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী)।

- ২৬ আগস্ট ২০২০ যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যে আঘাত হানে—হ্যারিকেন 'লরা'।
- যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত অপরাধী চক্র—'MS- 13'।
- ক্লু ক্লাক্স-ক্ল্যান (কে কে কে)—যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত উগ্র বর্ণবাদী সংগঠন।

'ইউনিয়ন-পে' যে দেশের আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান—চীন।

গ্র্যান্ড প্যালেস

- থাইল্যান্ডের রাজ প্রসাদ—গ্র্যান্ড প্যালেস।

'ট্যুর ডি ফ্রান্স'—সাইক্লিংয়ের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর।

- আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস—৩০ আগস্ট (২০১০ সালের ২১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০ আগস্টে এ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়)।
- কুখ্যাত 'হোয়া লো কারাগার' অবস্থিত—হ্যানয়, ভিয়েতনাম।

'আলকাতরাহ দ্বীপ' অবস্থিত—সান ফ্রানন্সিসকো, যুক্তরাষ্ট্র।

'ব্ল্যাক প্যান্থার'খ্যাত মার্কিন অভিনেতা শ্যাডউইক বেজম্যান মৃত্যুবরণ করেন—২৮ আগস্ট ২০২০।

- উপসাগরীয় যে দেশে সম্প্রতি প্রথমবারের মতো নারী বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে—কুয়েত।

'প্যাট্রিয়ট প্রেয়ার'—যুক্তরাষ্ট্রের উগ্র শ্বেতাঙ্গবাদী সংগঠন।

- ভারতীয় সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান—মনোজ মুকুন্দ নারভানে।

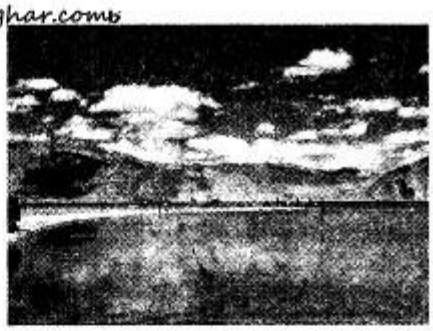

প্যাংগং লেক

- প্যাংগং লেক অবস্থিত—লাদাখ, ভারত।
- বিশ্বের বিভিন্ন ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান থেকে টিকা কিনে উন্নয়নশীল দেশের মানুষের জন্য দেওয়ার প্রকল্পের নাম—কোভ্যাক্স।
- ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে প্রথম বাণিজ্যিক ফ্লাইট শুরু হয়—৩১ আগস্ট ২০২০ (আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদন হয় ১৩ আগস্ট ২০২০)।
- তোশিমেন পার্ক অবস্থিত—জাপানে। (প্রতিষ্ঠার ৯৪ বছর পর বন্ধ করে দিয়ে সেখানে নতুন হ্যারি পটার থিম পার্ক গড়ে তোলা হবে)
- সম্প্রতি তুরস্ক কৃষ্ণ সাগরে যে মজুত গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করে—টুনা-১। (৩২০ বিলিয়ন ঘনমিটার)

'ব্লু-স্ট্রিম পাইপ লাইন' যে দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি সরবরাহের পথ—তুরস্ক-রাশিয়া।

লেবাননের নতুন প্রধানমন্ত্রী—মোস্তফা আদিব।

- 'এক্সটিঙ্কশন রিবেলিয়ন' আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন। (এ সংগঠনের ডাকা বিক্ষোভের নাম গণবিদ্রোহ)
- বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় নৌবাহিনী—চীন।
- সম্প্রতি থাই রাজা মহা ভাজিরালং কর্ন তাঁর রাজকীয় সঙ্গী হিসেবে পুনর্বহাল করেছেন—সিনিনাত ওংভাজিরাপাকদিকে।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সভাপতি দেশ—নাইজার। (জাতিসংঘে নিযুক্ত নাইজারের বর্তমান রাষ্ট্রদূত আবদু আবারি)

'Do Morals Matter' বইটি লিখেছেন—জোসেফ এস নাই, যুক্তরাষ্ট্র।

- CEDAW-এর পূর্ণরূপ—Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (আন্তর্জাতিক CEDAW দিবস ৩ সেপ্টেম্বর)
- সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'কালাটপ' যে দুই দেশের বিরোধপূর্ণ অঞ্চল—চীন-ভারত।
- Shanghai Cooperation Organization-এর (SCO) পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ২০২০ সালের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় (১০ সেপ্টেম্বর ২০২০, মস্কো, রাশিয়া)
- সম্প্রতি 'দ্য ডিসকমফোর্ট অব ইভিনিং' উপন্যাসের জন্য বুকার পুরস্কার জিতেছেন—ডাচ ঔপন্যাসিক

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

২৯ বছর বয়সী মার্কি লুকাস রিজনেভেল্ড (বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন—মাইকেল হাচিসন) 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ মানুষ'—এমন শিরোনামে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় লিখেছে—কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী রোবট-জিপিটি-৩।

- জাপান সম্প্রতি বিনিয়োগ করবে—বাংলাদেশে। (নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড)।
- চীনের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী—জেনারেল 'ওয়েই ফেং হে।
- ভারতের বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী—রাজনাথ সিং।
- 'ভিক্টরি ক্ষয়ার' অবস্থিত—মিনস্ক, বেলারুশ।
- 'বিগল বয়েজ' যে দেশভিত্তিক হ্যাকার গোষ্ঠী—উত্তর কোরিয়া।
- বিশ্বের প্রথম যে নারী সাহিত্যিক পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন—এডিথ ওয়াটন যুক্তরাষ্ট্র (১৯২১ সালে তাঁর 'দ্য এজ অব ইনোসেন্স' উপন্যাসের জন্য)
- জাতিসংঘের আণবিক শক্তি সংস্থা—International Atomic Energy Agency (IAEA)
  'বিশ্বের নিঃসঙ্গতম হাতি' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে—'কাবন' (হাতিটি ১৯৮৫ সালে শ্রীলঙ্কা সরকার পাকিস্তানকে উপহার দেয়)।
- হাইপারসনিক মিসাইল পরীক্ষায় বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে নাম লিখিয়েছে—ভারত (অন্য তিন দেশ—রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।
- সাংবাদিক জামাল খাসোগি হত্যায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ৫ জনের সাজা কমে হয়েছে—২০ বছর কারাবাস। (সম্প্রতি খাসোগি পরিবার আসামিদের ক্ষমা করে দেওয়ায় এ সাজা কমল)
- রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর মেয়র হলেন—সের্গেই সোবইয়ানিন।
- রোহিঙ্গাদের দেখামাত্র গুলি করতে সৈনিকদের প্রতি নির্দেশনা ছিল বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে স্বীকার করেছেন—মিও উইন তুন ও জো নাইং তুন নামের মিয়ানমারের দুই সেনাসদস্য।
- মানবাধিকার সংগঠন 'ফরটিফাই রাইটস'-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা—ম্যাথু স্মিথ।
- হুইলার দ্বীপ অবস্থিত—ওডিশা, ভারত।
- ভেক্টর ইনস্টিটিউট যে দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—রাশিয়া।
- বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস পালিত হয়—৮ সেপ্টেম্বর।
- আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনা দিবস' পালিত হয়—৫ সেপ্টেম্বর।
- ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে শান্তি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করায় ২০২১ সালের নোবেলে শান্তি পুরস্কারের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম প্রস্তাব করেন—নরওয়ের রাজনীতিবিদ টিব্রিং-জেড্ডে।

গ্রন্থনা : **সাব্বির হোসেন**

ঘটনাপ্রবাহ সেপ্টেম্বর

১ সেপ্টেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার

বাংলাদেশ

- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৯.১৫ বিলিয়ন ডলার বা ৩ হাজার ৯১৫ কোটি ডলারে।

আন্তর্জাতিক

- ছয় মাস বন্ধ থাকার পর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্কুলগুলো খুলে দেওয়া হয়।

২ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার

বাংলাদেশ

- করোনা সংকটকালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সরকারি মোবাইল অপারেটর টেলিটকের মাসিক ১০০ টাকা খরচে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

আন্তর্জাতিক

- আন্তর্জাতিক আদালতে (আইসিজে) মিয়ানমারের গণহত্যার বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার করা মামলায় যে দুটি দেশ পক্ষভুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—কানাডা ও নেদারল্যান্ডস।

Downloaded from www.bdniyog.com

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ

- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক হিসেবে তারিক উল হাকিম ও ওবায়দুল হাসানের শপথগ্রহণ। তাঁরা দুজনসহ বর্তমানে আপিল বিভাগের মোট বিচারপতি হলেন ৮ জন।
- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে এম শহীদুল ইসলামকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।

আন্তর্জাতিক

- বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সিভও দিবস উদ্‌যাপিত।
- আরব দেশ কুয়েতে প্রথমবারের মতো ৮ নারী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার

বাংলাদেশ

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক

- যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে হাইপারসনিক প্রযুক্তির যুগে ভারতের অন্তর্ভুক্তি।

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার

আন্তর্জাতিক

- আন্তর্জাতিক ফুটবলে জাতীয় দলের হয়ে শত গোলের মাইলফলকে (১০১) পৌঁছালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। শত গোলের মাইলফলক অর্জনকারী দ্বিতীয় খেলোয়াড় তিনি।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ বুধবার

বইঘর.কম

আন্তর্জাতিক

- ভারত ও জাপানের মধ্যে ১০ বছরের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার

বাংলাদেশ

- শিক্ষার্থীদের কাপড়চোপড়, টিফিন বক্স ও প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে এক হাজার করে টাকা দেওয়া হবে বলে একাদশ জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনার ঘোষণা।

আন্তর্জাতিক

- বিশ্বে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ৯ লাখের মাইলফলক অতিক্রম করে ৯,০২,৭৭২-এ পৌঁছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ শুক্রবার

বাংলাদেশ

- পদ্মা সেতুর সার্বিক অগ্রগতি ৮১ শতাংশের বেশি ও মূল সেতুর প্রায় ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে জানান সড়ক পরিবহন এ সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

আন্তর্জাতিক

- চীনের মূল ভূখণ্ড ও হংকংয়ে কর্মরত মার্কিন কূটনীতিকদের কার্যক্রমের ওপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ চীনের।

১২ সেপ্টেম্বর ২০২০ শনিবার

আন্তর্জাতিক

- ইউএস ওপেনের ফাইনালে ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কাকে হারিয়ে নাওমি ওসাকার জয়লাভ।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ সোমবার

বাংলাদেশ

- সর্বোচ্চ (৫৪ ভোটের মধ্যে ৫৩ ভোট) ভোট পেয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটি অঙ্গ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ ও ইউএনওপিএসের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য (২০২১-২৩ মেয়াদ) নির্বাচিত হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দায়িত্বের মেয়াদ শুরু হবে।

আন্তর্জাতিক

- চীনের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) প্রধান বায়োনিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ গুইজেন ইয়ু বলেন, নভেম্বর বা ডিসেম্বরের মধ্যেই চীনের তৈরি করোনার টিকা সাধারণ জনগণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ মঙ্গলবার

বাংলাদেশ

- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সরকারি চাকরিপ্রত্যাশীদের চাকরিতে আবেদনের সুযোগ দিতে যাচ্ছে সরকার। করোনা মহামারির মধ্যে গত ২৫ মার্চ যাঁদের বয়স ৩০ বছর পূর্ণ হয়েছে, তাঁরাই এ সুযোগ পাবেন।

গ্রন্থনা : **লোটাস ইবনে হাবীব**

www.bdniyog.com

কারও সঙ্গে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবেন যেভাবে (Greetings)

Congratulations বলবেন যেভাবে—

Felicitations
Well done
You are incredible
- Nice going
Fantastic
You have got it
That's the way
You really deserved it
You did it very well
Good for you
Good job
You are the best

You are welcome যেভাবে বলবেন—

কেউ thank you বললে উত্তরে You are welcome বলতে হয়। এটি বলতে পারেন নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে—

- You are welcome
Don't mention it
My pleasure
It's ok
No worries
Glad to help
That's all right
No problem
Not at all

গ্রন্থনা **নাহিদ হাসান**

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বিসিএসের একটি মডেল ভাইভা

শাহ মো. সজীব, প্রশাসন ক্যাডার (২য় স্থান), ৩৪তম বিসিএস

৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল বের হলেই শুরু হবে মৌখিক পরীক্ষা। বিসিএসের ভাইভা পরীক্ষা কেমন হতে পারে, এর একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি এবারের লেখায়। আশা করি এ থেকে ভাইভা সম্পর্কে একটি ধারণা পাবেন।

প্রার্থী : May I come in, sir?

বোর্ড : Yes, come in please.

প্রার্থী : (টেবিলের কাছে এসে) Assalamualikum, sir.

বোর্ড : Walikumaslam. Please have your seat.

প্রার্থী : Thank you, sir. (বসার পরে)

বোর্ড : So you are Mr. Rakib Hossain. Right?

প্রার্থী : Yes sir.

বোর্ড : Your first choice is BCS (Administration) cadre. Tell us five reasons why you have opted to join this cadre!

প্রার্থী : Sir, all the cadres of Bangladesh Civil Service are equally important. But from my personal point of view, I have selected this cadre for the following five reasons. 1) the diversity of work. 2) Work in field level with local people. 3) Crucial role in executive part of government. 4) Relatively dynamism 5) Being chance to be DC in future.

বোর্ড : আচ্ছা। ডিসির কাজের তিনটা বিভাগ আছে। বলো তো কী কী?

প্রার্থী : স্যার, রাজস্বসংক্রান্ত কাজের জন্য কালেক্টর, আইনশৃঙ্খলা ও ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং সমন্বয়ের দায়িত্বের জন্য জেলা প্রশাসক। তবে স্যার, জেলা প্রশাসক পদবিটিই সর্বজন সুপরিচিত।

বোর্ড : মোবাইল কোর্ট কীভাবে পরিচালিত হয়?

প্রার্থী : স্যার, নির্বাহী হাকিম দ্বারা মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।

বোর্ড : নির্বাহী হাকিমগণ কত বছর পর্যন্ত জেল দিতে পারেন?

প্রার্থী : ২ বছর পর্যন্ত।

বোর্ড : আর অর্থদণ্ড?

প্রার্থী : স্যার, এটা সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী। সীমা দেওয়া নাই।

বোর্ড : বাংলাদেশের প্রথম জেলা কোনটি?

প্রার্থী : যশোর জেলা, স্যার।

বোর্ড : জেলা প্রতিষ্ঠার আইনি ভিত্তি কী?

প্রার্থী : স্যার দ্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাক্ট, ১৮৩৬।

বোর্ড : জেলা পর্যায়ে কাকে চিফ প্রটোকল অফিসার বলে?

প্রার্থী : সরি স্যার, বলতে পারছি না।

বোর্ড : Ok. No problem. Answer is DC. Who was the first foreign minister in independent Bangladesh?

প্রার্থী : Mr. Abdus Samad Azad, sir.

বোর্ড : Who is the current cabinet secretary of Bangladesh?

প্রার্থী : Mr. Mohammad Shafiul Alam, sir.

বোর্ড : বাংলাদেশের প্রথম নারী জেলা প্রশাসকের নাম জানো?

প্রার্থী : সরি স্যার। আমার জানা নেই।

বোর্ড : তিনি রাজবাড়ী জেলায় কর্মরত ছিলেন। নাম বেগম রাজিয়া খান। সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন।

প্রার্থী : জি, স্যার।

বোর্ড : বাংলাদেশ সংবিধানের তফসিল কটি?

প্রার্থী : মোট সাতটি তফসিল স্যার।

বোর্ড : ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকগণ তাঁদের কাজে স্বাধীন থাকবেন কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

প্রার্থী : স্যার, ১১৬ নম্বর অনুচ্ছেদে।

বোর্ড : তোমার দ্বিতীয় পছন্দ বিসিএস (পুলিশ),

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

বলো পুলিশ কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত?

প্রার্থী : স্যার, পুলিশ আইন, ১৮৬১ দ্বারা।

বোর্ড : বাংলাদেশে কয়জন আইজি আছে?

প্রার্থী : তিনজন স্যার। ১. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, ২. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন, ৩. ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন।

বোর্ড : Very Good. Who is the current head of police force?

প্রার্থী : Sir, Dr. Md. Zabed Patwary.

বোর্ড : অষ্টম পে স্কেল চালুর পর সরকারি চাকরিতে বর্তমানে কয়টা গ্রেড আছে?

প্রার্থী : মোট ২০টি গ্রেড, স্যার।

বোর্ড : ক্যাডার হলে তুমি কোন গ্রেডে যোগদান করবে?

প্রার্থী : নবম গ্রেডে, স্যার।

বোর্ড : বেতন স্কেল কত বলতে পারবে?

প্রার্থী : পারব স্যার। ২২০০০/= - ৫৩০৬০/=

বোর্ড : তোমার নিজ জেলা তো রাজবাড়ী। তোমার জেলার পাঁচটি নদীর নাম বলো।

প্রার্থী : স্যার, পদ্মা, হড়াই, গড়াই, কুমার ও চিত্রা নদী।

বোর্ড : রাজবাড়ীতে একজন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার আছে! তার নাম কী?

প্রার্থী : তামুজিদ্দিন খান, স্যার।

বোর্ড : না পারলে না। মোহাম্মদ আবু হেনা।

প্রার্থী : সরি স্যার।

বোর্ড : ২১ শে ফেব্রুয়ারি এর আগে ভাষা দিবস ছিল কবে?

প্রার্থী : স্যার, ১১ মার্চ।

বোর্ড : সার্জেন্ট জহুরুল হক আগরতলা মামলার কত নম্বর আসামি ছিলেন?

প্রার্থী : ১৭ নম্বর স্যার।

বইঘর.কম

বোর্ড : ২ নম্বর আসামি কে ছিল?

প্রার্থী : কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন।

বোর্ড : তুমি তো ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করেছ। বলো গ্রিফিন ম্যানেজমেন্টের কয়টা প্রিন্সিপলের কথা বলেছেন?

প্রার্থী : ১৪টি স্যার।

বোর্ড : বিশ্বকাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ২০১৯ কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়?

প্রার্থী : স্যার ইংল্যান্ডে।

বোর্ড : বাংলাদেশের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট কত টাকা?

প্রার্থী : স্যার, ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা।

বোর্ড : এবারের বাজেটের স্লোগান কী?

প্রার্থী : 'সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ; সময় এখন আমাদের, সময় এখন বাংলাদেশের' স্যার।

বোর্ড : Ok. You may go now. Best of luck for you.

প্রার্থী : Thank you, sir. Assalamualikum.

বোর্ড : Walikumassalam.

Boighar.com

জন্ম অক্টোবর

৬ অক্টোবর

মেঘনাদ সাহা (৬ অক্টোবর ১৮৯৩—১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬) বিখ্যাত বাঙালি জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ১৮৯৩ সালের এই দিনে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার শেওড়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মেঘনাদ সাহার আবিষ্কৃত 'সাহা আয়নীভবন সমীকরণ' নক্ষত্রের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্মাবলি ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় বঙ্গভঙ্গবিরোধী মিছিলে যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি কিশোরীলাল জুবিলি হাইস্কুলে অধ্যয়ন করার সুযোগ লাভ করেন। ১৯০৯ সালে এ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অংশ নেন এবং পুরো পূর্ব বাংলায় প্রথম হন। মেঘনাদ সাহা ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। একই বছর মেঘনাদ সাহা 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করার মাধ্যমে ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে গবেষণার সুযোগ পান। মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন বোস যুগ্মভাবে প্রথম আলবার্ট আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বসহ তাঁর বিভিন্ন নিবন্ধ জার্মান থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন এবং ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'প্রিন্সিপালস অব রিলেটিভিটি' নামে প্রকাশিত হয়। মেঘনাদ সাহার 'সাহা আয়নীভবন সমীকরণ' আবিষ্কারের পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইউরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীমহলে। বিশ্বখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা একাধিকবার পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। কিন্তু তাঁর নাম প্রস্তাবিত হলেও তিনি নোবেল পুরস্কার পাননি। যদিও এখন বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন, তাঁর কাজ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মতোই। ১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি মাত্র ৫৯ বছর বয়সে এই বরেণ্য বিজ্ঞানীর মৃত্যু হয়।

১১ অক্টোবর

নীলিমা ইব্রাহিম (১১ অক্টোবর ১৯২১—১৮ জুন ২০০২) শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী নীলিমা ইব্রাহিম ১৯২১ সালের ১১ অক্টোবর বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার মূলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নীলিমা ইব্রাহিমের শিক্ষাজীবন দারুণ গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৪৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম 'বিহারীলাল মিত্র গবেষণা' বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই প্রথম বাঙালি নারী, যিনি বাংলায় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম। বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সভানেত্রী এবং বিশ্ব নারী ফেডারেশনের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভাইস চেয়ারপারসন হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। মানুষের শুভ ও কল্যাণী চেতনায় আস্থাশীল নীলিমা ইব্রাহিম রচনা করেছেন অনেক গ্রন্থ। নীলিমা ইব্রাহিমের গ্রন্থবদ্ধ রচনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'শরৎ প্রতিভা', 'বাংলার কবি মধুসূদন', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ ও বাংলা নাটক', 'উৎস ও ধারা', 'বেগম রোকেয়া', 'বাঙ্গালীমানস ও বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ', 'বিশ শতকের মেয়ে', 'এক পথ দুই বাঁক', 'কেয়াবন সঞ্চারিণী', 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি' ইত্যাদি। সমাজকর্ম ও সাহিত্যে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য বহু পুরস্কার ও পদকে ভূষিত হয়েছেন। সেগুলো হলো বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৭), বেগম রোকেয়া পদক (১৯৯৬), বঙ্গবন্ধু পুরস্কার (১৯৯৭), শেরেবাংলা পুরস্কার (১৯৯৭), থিয়েটার সম্মাননা পদক (১৯৯৮) ও একুশে পদক (২০০০)। ২০০২ সালের ১৮ জুন তিনি না-ফেরার দেশে চলে যান।

বইঘর.কম

২৩ অক্টোবর

শামসুর রাহমান (২৩ অক্টোবর ১৯২৯—১৭ আগস্ট ২০০৬)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর ঢাকার মাহুতটুলীতে জন্ম নেন। শামসুর রাহমান ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৭ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। তিনি ১৯৫৩ সালে বিএ (পাস কোর্স) পাস করেন। ১৮ বছর বয়সে শামসুর রাহমান প্রথম কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। ১৯৪৩ সালে তাঁর প্রথম কবিতা 'উনিশ শ উনপঞ্চাশ' প্রকাশিত হয় নলিনীকিশোর গুহ সম্পাদিত সোনার বাংলা পত্রিকায়। ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে প্রকাশিত হয়। কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় তাঁর 'রূপালি স্নান' প্রকাশ করে কবিতার বৃহত্তর বাংলায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'রূপালি স্নান'-কে বলা যায় শামসুর রাহমানের আগমনী কবিতা। এর সর্বাংশেই জড়িয়ে আছে তাঁর স্বকীয়তা ও সৃষ্টিশীলতার চিহ্ন। তাঁর সাংবাদিকতার জীবন শুরু হয় ১৯৫৭ সালে ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর সহসম্পাদক হিসেবে। ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত কাজ করেন রেডিও পাকিস্তানে। পরবর্তী সময়ে শামসুর রাহমান দৈনিক বাংলায় সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন অনেক দিন। ১৯৬৪ সালে মর্নিং নিউজ-এ উচ্চতর পদে যোগ দেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান এই কবির কবিতায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে নাগরিক কষ্ট, দুঃখ-সুখ। রৌদ্র করোটিতে, বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির থেকে, উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশসহ তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ষাটের বেশি। একাত্তরের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষ বিবরণ তিনি লিখেছেন তাঁর আত্মজীবনী কালের ধুলোয় লেখাতে।

সাহিত্যে অবদানের জন্য শামসুর রাহমান আদমজী পুরস্কার (১৯৬৩), বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৯), জীবনানন্দ পুরস্কার (১৯৭৩), একুশে পদক (১৯৭৭), আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮১), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮১), পদাবলী পুরস্কার (১৯৮৪), স্বাধীনতা পুরস্কারে (১৯৯২) ভূষিত হন। ১৯৯৪ সালে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁকে আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত করে। ওই বছর তাঁকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৬ সালে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি দান করে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী। তাঁর মৃত্যু ঢাকায়, ১৮ আগস্ট ২০০৬।

২৬ অক্টোবর

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (২৬ অক্টোবর ১৮৭৩—২৭ এপ্রিল ১৯৬২)

অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের এই দিনে বরিশালের বাকেরগঞ্জের সাটুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আপসহীন নেতৃত্ব ও অসামান্য বাকপটুতার কারণে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন শেরেবাংলা (বাংলার বাঘ) নামে। ১৮৯৪ সালে বিএ পরীক্ষায় (রসায়ন, গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনার্সসহ) উত্তীর্ণ হন, যা ছিল একটি বিরল দৃষ্টান্ত। ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিতশাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি আইনেও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং কলকাতার খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার আশুতোষ মুখার্জির অধীন আইনের শিক্ষানবিশ হয়েছিলেন।

দুই বছর শিক্ষানবিশির পর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদের দীর্ঘ মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে তিনি বহু জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। এ সময় তিনি 'ঋণ সালিসি বোর্ড' গঠন করেন, যার ফলে দরিদ্র চাষিরা সুদখোর মহাজনের কবল থেকে রক্ষা পান। তিনি ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার সাধারণ নির্বাচনে তিনি 'যুক্তফ্রন্ট' দলের নেতৃত্ব দেন এবং জয়লাভ করে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৫৫ সালে হন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৯৫৬ সালে দায়িত্ব নেন পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে। এই বরেণ্য রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

২৯ অক্টোবর

বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান (২৯ অক্টোবর ১৯৪১—২০ আগস্ট ১৯৭১) বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত সাতজন মুক্তিযোদ্ধার অন্যতম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ১৯৪১ সালের ২৯ অক্টোবর ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে সারগোদার পাকিস্তান বিমানবাহিনী পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে পাকিস্তান বিমানবাহিনী একাডেমিতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছুটিতে এসে মতিউর রহমান স্থানীয়ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। মে মাসে তিনি পাকিস্তান চলে যান। সেখানে তিনি বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিমান ছিনতাই করে সেটি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবেন। ২০ আগস্ট সকালে করাচির মশরুর বিমানঘাঁটি থেকে পাইলট অফিসার মিনহাজ রশীদের টি-৩৩ বিমান নিয়ে ওড়ার শিডিউল ছিল। মতিউর ছিলেন তার প্রশিক্ষক। টি-৩৩ বিমানের সাংকেতিক নাম ছিল ব্লু বার্ড। প্রশিক্ষণকালে মতিউর বিমানটির নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। বিমানটি বিধ্বস্ত হয় ভারতীয় সীমান্তের কাছে থাট্টায়। মতিউরের মৃতদেহ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি পাওয়া গেলেও মিনহাজের লাশের কোনো হদিস মেলেনি। মতিউর রহমানকে দাফন করা হয় মশরুর বিমানঘাঁটির চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কবরস্থানে। মতিউর রহমানের দেশপ্রেম ও আত্মদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবে ভূষিত করা হয়। শাহাদতের ৩৫ বছর পর ২৪ জুন ২০০৬ সালে মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে দেশে এনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনঃসমাহিত করা হয়।

বইঘর.কম

মৃত্যু : অক্টোবর

৮ অক্টোবর

আবদুল মতিন (৩ ডিসেম্বর ১৯২৬—৮ অক্টোবর ২০১৪) বাংলা ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে যে নামগুলো জড়িয়ে আছে, তার অন্যতম ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন। তিনি ১৯২৬ সালের ৩ ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জের চৌহালি উপজেলার ধুবালিয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে বাবার কর্মজীবনের সুবাদে এই কিংবদন্তির ছেলেবেলা কেটেছে দার্জিলিংয়ে। সেখানে স্কুলজীবন শেষ করে ১৯৪৩ সালে রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৫ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেন এবং পরে মাস্টার্স করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে। ১৯৫২ সালে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আবদুল মতিন। ভাষা আন্দোলনের পর তিনি ছাত্র ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখেন এবং পরে সংগঠনটির সভাপতিও হন। এরপর কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় হন তিনি। ভাষা আন্দোলন বিষয়ে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বাঙালী জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন', 'ভাষা আন্দোলন কী এবং কেন' এবং 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস'। এ ছাড়া প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'জীবন পথের বাঁকে বাঁকে'।

৯ অক্টোবর

কাজী মোতাহার হোসেন (৩০ জুলাই ১৮৯৭—৯ অক্টোবর ১৯৮১) শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন ১৮৯৭ সালের ৩০ জুলাই কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্ম নেন। পদার্থবিজ্ঞানে ঢাকা কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে অনার্সসহ বিএ এবং একই শাস্ত্রে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। কাজী মোতাহার হোসেনের পরীক্ষণ প্রকল্প শীর্ষক অভিসন্দর্ভ পরিসংখ্যান গবেষণায় এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যা 'হোসেনের শৃঙ্খল নিয়ম' (Husain's Chain Rule) নামে পরিচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাতত্ত্ব ও তথ্যগণিত বিষয়ে এমএ কোর্স চালু করেন তিনি। মোতাহার হোসেন ১৯৬১ সালে অবসর গ্রহণ করলেও ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান বিভাগের 'সুপারনিউমেরারি প্রফেসর' হিসেবে বিভাগের সঙ্গে তাঁর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৯ সালে তাঁকে 'ইমেরিটাস প্রফেসর' পদে নিযুক্ত করে। ১৯৭৫ সালে কাজী মোতাহার হোসেনকে 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে সম্মানিত করা হয়। তিনি ১৯৬০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাবে ভূষিত হন। কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ আবুল হুসেন, আবুল ফজল প্রমুখের সহযোগিতায় ১৯২৬ সালে তিনি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। কাজী মোতাহার হোসেন বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলো হচ্ছে সঞ্চয়ন, নজরুল কাব্য পরিচিতি, সে পথ লক্ষ্য করে, সিম্পোজিয়াম, গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস এবং আলোকবিজ্ঞান। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৬৬ সালে 'বাংলা একাডেমি পুরস্কার' এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

১৯৭৯ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রে কাজী মোতাহার হোসেনের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে। কাজী মোতাহার হোসেন একজন খ্যাতিমান দাবাড়ু এবং দাবা সংগঠকও ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালের ৯ অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

বইঘর.কম

১০ অক্টোবর

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৫ আগস্ট ১৯২২—১০ অক্টোবর ১৯৭১)

কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯২২ সালের ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে সৈয়দ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ফেনী হাইস্কুলে ছাত্র থাকাকালীন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যচর্চার শুরু। তাঁর প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৪৫-৪৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকার সাব-এডিটরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৬০-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত তিনি প্যারিসে পাকিস্তান দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি এবং ১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত ইউনেসকোর প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালান এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে ফরাসি একাডেমির সদস্য পিয়ের এমানুয়েল, আন্দ্রে মারলো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীর সহযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'তে তিনি বাংলার গ্রাম ও সমাজজীবনের এক ধ্রুপদি জীবনধারাকে তুলে ধরেন। তাঁর অন্য দুটি উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'। 'চেতনাপ্রবাহ রীতি' ও 'অস্তিত্ববাদ'-এর ধারণা ফুটে উঠেছে এ দুই উপন্যাসে। তাঁর লেখা গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা', 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প'; নাটক 'বহিপীর', 'তরঙ্গভঙ্গ', 'সুড়ঙ্গ'। ছোটগল্প ও নাটকেও তিনি সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় ভণ্ডামি, মানসিক ও চারিত্রিক স্খলন ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন। ১৯৮৩ সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়। ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর প্যারিসে তাঁর মৃত্যু হয় এবং প্যারিসের মর্দো-স্যুর বেলভুতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

১৩ অক্টোবর

ইলা মিত্র (১৮ অক্টোবর ১৯২৫—১৩ অক্টোবর ২০০২)

প্রখ্যাত রাজনীতিক ও কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। ১৯৪২ সালে বেথুন কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৪৪ সালে একই কলেজ থেকে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। ইলা মিত্রের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ছাত্রাবস্থায়ই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় তিনি একদিকে খাদ্য আন্দোলন ও ভুখা মিছিলে যোগ দিয়েছেন, লঙ্গরখানা পরিচালনায় সহায়তা করেছেন; অন্যদিকে খাদ্যাভাব, কাপড়ের সংকট, মহামারি এবং বিশেষত নারী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে অসহায় মেয়েদের বাঁচাতে তাঁর সংগঠন সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ১৯৪৫ সালে তিনি বিয়ে করেন কমিউনিস্ট নেতা রমেন্দ্রনাথ মিত্রকে এবং এরপর তাঁকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে চলে আসতে হয়। পরবর্তী সময়ে পরিবারের শ্রেণি অবস্থানকে অতিক্রম করে, কমিউনিস্ট নেতা ও স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্রর সঙ্গে তিনি যুক্ত হন জমিদারি উচ্ছেদ ও জোতদারি শোষণের বিরুদ্ধে স্থানীয় পর্যায়ের আন্দোলনে। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নোয়াখালীর হাসনাবাদে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজেও তিনি অংশ নেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশের ওপর কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলার ১৯টি জেলায় গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন। তেভাগার দাবিতে রাজশাহী জেলার, বিশেষভাবে নাচোলের কৃষকদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ইলা মিত্র অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। ইলা মিত্র সাঁওতাল মেয়েদের ভেতরে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার এবং তাঁদের সংগঠনে টেনে আনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি হয়ে ওঠেন সাঁওতাল ও অন্য কৃষকদের 'রানি মা'। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত রাজশাহীর নবাবগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ইলা মিত্র। তবে নাচোলের তেভাগা আন্দোলন শেষাবধি সফল হয়নি। এ আন্দোলনের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করা হয় এবং বিচারে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তবে তাঁর মুক্তির দাবিতে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ বিভিন্ন মহল সোচ্চার হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হলে চিকিৎসার প্রয়োজনে প্যারোলে মুক্তি পেয়ে কলকাতা যাওয়ার পর ইলা মিত্র আর পূর্ব বাংলায় ফিরে আসেননি। ভারতে শিক্ষা আন্দোলন ও নারী আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালনকারী ইলা মিত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক পর্যায়ে বিধান সভায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে তিনি জনমত সংগঠিত করতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন। এই মহান নারী ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

২২ অক্টোবর

জীবনানন্দ দাশ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯—২২ অক্টোবর ১৯৫৪)

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ ১৮৯৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন একজন স্কুলশিক্ষক ও সমাজসেবক। তিনি ব্রহ্মবাদী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তাঁর

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

মাতা কুসুমকুমারী দাশ ছিলেন একজন কবি। জীবনানন্দ দাশ বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, বিএম কলেজ থেকে আইএ এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ ও এমএ পাস করেন। জীবনানন্দ কলকাতা সিটি কলেজে ১৯২২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৯ সালে তিনি দিল্লির রামযশ কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৩০ সালে আবার দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৫ সালে তিনি বরিশালের বিএম কলেজে যোগ দেন। জীবনানন্দের কাব্যচর্চার শুরু অল্প বয়স থেকেই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির', 'রূপসী বাংলা', 'বেলা অবেলা কালবেলা'। মূলত কবি হলেও তিনি অসংখ্য ছোটগল্প, কয়েকটি উপন্যাস ও প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'মাল্যবান', 'সতীর্থ', 'জলপাইহাটি', 'জীবনপ্রণালী', 'বাসমতীর উপাখ্যান' ইত্যাদি। কবিতার কথা নামে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ আছে। জীবনানন্দ দাশ ছিলেন বাংলা সাহিত্যের কাব্যধারার বিখ্যাত পঞ্চপাণ্ডবের একজন। গ্রামবাংলার ঐতিহ্যময় নিসর্গ ও রূপকথা-পুরাণের জগৎ তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়। প্রকৃতির পাশাপাশি জীবনানন্দের শিল্পজগতে মূর্ত হয়েছে বিপন্ন মানবতার ছবি এবং আধুনিক নগরজীবনের অবক্ষয়, হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও সংশয়বোধ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দের কবিতার ভূমিকা ঐতিহাসিক। ষাটের দশকে বাঙালির জাতিসত্তা বিকাশের আন্দোলনে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে সংগ্রামী বাঙালি জনতাকে তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থ অনুপ্রাণিত করে। তাঁর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৫৩ সালে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে পুরস্কৃত হয়। এ ছাড়া জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটিও ভারত সরকারের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৫৪) লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর কলকাতায় এক ট্রাম দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

দিবস/ঘটনা অক্টোবর

www.boighar.com

৫ অক্টোবর

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। শিক্ষকেরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। বিশ্বের সব শিক্ষকের অবদানকে স্মরণ করার জন্য জাতিসংঘের অঙ্গ সংস্থা ইউনেসকোর ডাকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতিবছর ৫ অক্টোবর বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বিশ্বের ১০০টি দেশে দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল ও এর সহযোগী ৪০১টি সদস্য সংগঠন এ দিবস পালনে মূল ভূমিকা রাখে।

৯ অক্টোবর

বিশ্ব ডাক দিবস

১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসের ৯ তারিখে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব ডাক সংস্থা (ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন)। এর লক্ষ্য ছিল বিশ্বের প্রতিটি দেশের মধ্যে ডাক আদান-প্রদানকে অধিকতর সহজ ও সমৃদ্ধিশালী করার মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীন পারস্পরিক যোগাযোগকে সুসংহত করা। জাপানের টোকিওতে ১৯৬৯ সালে বিশ্ব ডাক সংস্থার এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে এখন থেকে প্রতিবছর ৯ অক্টোবরকে বিশ্ব ডাক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়নের সদস্য হয়। এরপর থেকে দেশেও প্রতিবছর দিবসটি পালন করা হয়।

২৪ অক্টোবর

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা

বিংশ শতাব্দীতে দুটি মহাযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে কেঁপেছে পুরো বিশ্ব। তাই দেশে দেশে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানো, নিরাপত্তা জোরদার, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার তাগিদ অনুভব করছিলেন বিশ্বনেতারা। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর একটি সংগঠন হিসেবে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর গঠিত হয়েছিল জাতিসংঘ। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ নিরলস কাজ করে গেছে। ৫১টি সদস্যদেশ নিয়ে শুরু করা এ সংগঠনের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৯৩। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাদিন ২৪ অক্টোবরকে বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

গ্রন্থনা : গোলাম রব্বানী ও সায়েম বিন রফিক

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন

(Bangladesh Public Service Commission, BPSC)

সমর পাল, *সাবেক সদস্য, পিএসসি*

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন আমাদের রাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। তার আগেই, অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি জারি করেন সরকারি কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ)।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭-১৪১, ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদসহ The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) এবং The Bangladesh Publice Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানসহ সর্বনিম্ন ৬ জন ও সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কর্ম কমিশন গঠিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর বা তাঁর ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া—এর মধ্যে যেটি আগে হবে, সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন, ওই রকম পদ্ধতি বা কারণ ছাড়া কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য অপসারিত হবেন না।

সরকারি কর্ম কমিশনের কাজ

সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে—এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব অর্পিত হলে, কমিশন তা পালন করতে পারে। ১৪১ অনুচ্ছেদমতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্পাদিত কার্যাবলির বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী মার্চ মাসের প্রথম দিবসের মধ্যে পেশ করে থাকে।

নিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিয়োগবিধিসহ প্রথম (৮ম ও ৯ম গ্রেড) ও দ্বিতীয় (১০ম ১১শ ও ১২শ গ্রেড) শ্রেণির পদে চাহিদা প্রেরণ করে থাকে। কর্ম কমিশন এসব চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের জন্য যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষান্তে সুপারিশ করে থাকে। প্রতিবছর বিসিএস ও শত শত নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই ও সুপারিশের কাজে সরকারি কর্ম কমিশন কাজ করে থাকে।

বিসিএস পরীক্ষা

বিজ্ঞপ্তি প্রচারের পর অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের ২৭টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী সুপারিশ করার লক্ষ্যে দেশের আটটি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও সিলেট) একযোগে বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ২০০ নম্বরের এ বাছাই পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র ঢাকার কর্ম কমিশনে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়। এরপর বাছাই পরীক্ষার ফল যথানিয়মে প্রকাশ করা হয়।

অতঃপর বাছাইকৃত প্রার্থীরা নির্ধারিত দিনে পরবর্তী লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষক (সহযোগী অধ্যাপকের নিম্নে নন), সরকারি চাকরিজীবী (যুগ্ম সচিবের নিম্নে নন) দ্বারা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয় সতর্কতার সঙ্গে। উল্লেখ্য, পরীক্ষক নির্বাচনে অবসরপ্রাপ্তদেরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সিনিয়র সহকারী সচিব, সহকারী অধ্যাপকদের দ্বারা উত্তরপত্র স্ক্রুটিনি করানো হয় এবং যথাযথভাবে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় গড়ে ৫০ শতাংশ বা তদূর্ধ্ব নম্বর পেলে প্রার্থী পরবর্তী ধাপ, অর্থাৎ মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা একেকজন সদস্য চেয়ারম্যান থাকেন একেকটি বোর্ডে। উপরন্তু বোর্ডে একজন বিশেষজ্ঞ ও সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন বিভাগীয় বিশেষজ্ঞ থাকেন। প্রার্থীরা যাতে নির্ভয়ে প্রশ্নোত্তরে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেদিকে বোর্ডের

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

নজর থাকে।

ফলাফল প্রকাশ

মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ফলাফলের কাজ শুরু হয় চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। প্রার্থীদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি যাতে না হয়, সে বিষয়ে বারবার পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রিলিমিনারি, লিখিত এবং সর্বশেষ মৌখিক পরীক্ষা শেষে কমিশন সভা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সর্বসম্মতিক্রমে। প্রকৃত যোগ্য ও মেধাবীরা যাতে সামান্য ত্রুটির কারণে বঞ্চিত না হন, সেদিকে কমিশনের সতর্ক দৃষ্টি থাকে। ফলাফল প্রকাশের আগমুহূর্ত পর্যন্ত প্রার্থীর নাম, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদি থাকে না। কমিশন কর্তৃক সভায় সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল কমিশনের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়।

চূড়ান্ত সুপারিশ

কর্ম কমিশন বিসিএস পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরপরই সফলদের আবেদনপত্রসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয় সরকারের কাছে। এরপর বাকি কাজ সরকার করে থাকে।

বিভিন্ন ক্যাডারে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী সুপারিশ করার পর নন-ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে সুপারিশ করা হয় ভাইভায় উত্তীর্ণ, অথচ পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডারে সুপারিশ পাননি এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে। তবে এ বিষয়ে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মতামত নেওয়া হয় আগেই।

স্মরণ

সেক্টর কমান্ডার চিত্তরঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত)

(১ জানুয়ারি ১৯২৭-২৫ আগস্ট ২০২০)

মুক্তিযুদ্ধের ৪ নম্বর সেক্টর কমান্ডার চিত্তরঞ্জন দত্ত (সি আর দত্ত) আর নেই। গত ২৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে বীর উত্তম সম্মানে ভূষিত করে। সি আর দত্তের জন্ম ১৯২৭ সালের ১ জানুয়ারি ভারতের শিলংয়ে। তাঁর পৈতৃক বাড়ি হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলার মিরাশি গ্রামে। তিনি ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৪ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বাংলাদেশ রাইফেলসের প্রথম মহাপরিচালক তিনি। বর্তমানে এ বাহিনীর নাম বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

রাহাত খান

(১৯ ডিসেম্বর ১৯৪০-২৮ আগস্ট ২০২০)

না ফেরার দেশে চলে গেলেন কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাহাত খান। গত ২৮ আগস্ট রাজধানীর ইস্কাটনে নিজ বাসায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার পূর্ব জাওয়ার গ্রামে ১৯৪০ সালের ১৯ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন রাহাত খান। তিনি ১৯৯৬ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান ১৯৭৩ সালে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'অনিশ্চিত লোকালয়', 'অমল ধবল চাকরি', 'ছায়া দম্পতি', 'শহর', 'হে শূন্যতা, হে অনন্তের পাখি', 'মধ্য মাঠের খেলোয়াড়', 'এক প্রিয়দর্শিনী', 'মন্ত্রিসভার পতন', 'দুই নারী', কোলাহল প্রভৃতি।

সেক্টর কমান্ডার আবু ওসমান চৌধুরী

(১ জানুয়ারি ১৯৩৬-৫ সেপ্টেম্বর ২০২০)

মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল আবু ওসমান চৌধুরী আর নেই। গত ৫ সেপ্টেম্বর সকালে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। আবু ওসমান চৌধুরী কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করার পর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কমিশন পান। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আবু ওসমান চৌধুরী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন মেজর পদে কুষ্টিয়ায় কর্মরত ছিলেন। অপারেশন সার্চলাইটের সংবাদ পেয়ে ২৬ মার্চ বেলা ১১টায় তিনি চুয়াডাঙ্গার ঘাঁটিতে পৌঁছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার তাঁকে দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের আঞ্চলিক কমান্ডার হিসেবে নিযুক্ত করে। মে মাসের শেষার্ধে প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনকে দুই ভাগ করে ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টর গঠন করেন। ৮ নম্বর সেক্টরের দায়িত্বে আবু ওসমান চৌধুরীকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৩৬ সালের ১ জানুয়ারি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার মদনেরগাঁওয়ে জন্মগ্রহণ করেন আবু ওসমান চৌধুরী। তিনি সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের সহসভাপতি ছিলেন। তিনি ২০১৪ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পান।

সাইদা খানম

(২৯ ডিসেম্বর ১৯৩৭-১৮ আগস্ট ২০২০)

বাংলাদেশের প্রথম নারী আলোকচিত্রী সাংবাদিক একুশে পদকপ্রাপ্ত সাইদা খানম আর নেই। গত ১৮ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সাইদা খানম ঢাকা

Boighar.com

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য ও লাইব্রেরি সায়েন্সে মাস্টার্স করেন। পৈতৃক বাড়ি ফরিদপুরের ভাঙ্গায় হলেও জন্ম পাবনায়, ১৯৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর। স্থিরচিত্রী হিসেবে শুরু করেন কাজ। সেই সময় পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) তিনিই ছিলেন একমাত্র ও প্রথম নারী আলোকচিত্র সাংবাদিক। 'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে সাইদা খানম আলোকচিত্র সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৫৬ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেন সাইদা খানম। ওই বছরই জার্মানিতে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কোলন পুরস্কার পান তিনি। এরপরই বাংলাদেশে আলোচনায় আসেন। এরপর ভারত, জাপান, ফ্রান্স, সুইডেন, পাকিস্তান, সাইপ্রাস ও যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী হয়। ১৯৬২ সালে চিত্রালী পত্রিকার হয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্টে গিয়ে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও অস্কারজয়ী সত্যজিৎ রায়ের ছবি তুলে সমাদৃত হন সাইদা খানম। পরে সত্যজিতের তিনটি ছবিতে আলোকচিত্রী হিসেবেও কাজ করেন তিনি। ক্যামেরা হাতে ছবি তোলার পাশাপাশি লেখালেখি করতেন সব সময়। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'ধুলোমাটি', স্মৃতির পথ বেয়ে, আমার চোখে সত্যজিৎ রায়, আলোকচিত্রী সাইদা খানম-এর উপন্যাসত্রয়ী। তিনি ২০১৯ সালে একুশে পদক পান।

মৃণাল হক

(৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮-২২ আগস্ট ২০২০)

ভাস্কর মৃণাল হক গত ২২ আগস্ট গুলশানের বাসায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সুপরিচিতি এ ভাস্কর নির্মাণ করেন মতিঝিলের 'বলাকা' ভাস্কর্যটি। ২০০৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নির্মিত গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার তাঁরই শিল্পকর্ম। এ ছাড়া সারা দেশে তিনি অনেক ভাস্কর্যের কাজ করেছেন। রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে 'রত্নদ্বীপ', হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে 'রাজসিক', পরীবাগ মোড়ে 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা', ইস্কাটনে 'কোতোয়াল', সাতরাস্তায় 'ময়ূর', মতিঝিলের 'বক', এয়ারপোর্ট গোলচত্বরের ভাস্কর্য, নৌ সদর দপ্তরের সামনে 'অতলান্তিকে বসতি', সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ের ভাস্কর্য, বঙ্গবাজারে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যসহ বিভিন্ন ভাস্কর্যের নির্মাতা তিনি।

জিয়াউদ্দিন তারিক আলী

(১৯৪৫-৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)

না ফেরার দেশে চলে গেলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

Downloaded from www.bdniyog.com

প্রণব মুখার্জি

(১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫—৩১ আগস্ট ২০২০)

ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি 'ভারতরত্ন' প্রণব মুখার্জি আর নেই। গত ৩১ আগস্ট ২০২০, ৮৪ বছর বয়সে দিল্লির সেনা হাসপাতালে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের রাজনীতিতে যে কয়েকজন মানুষ রাজনৈতিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, প্রণব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। বহু রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সমকালীন ভারতের রাজনীতিতে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মহিরুহের মতো। ১০ আগস্ট নয়াদিল্লির রাজাজি মার্গের সরকারি বাসভবনে বাথরুমে পড়ে গিয়ে প্রণব মুখার্জি মাথায় আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায়ই তাঁর করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। এর পরপরই তিনি কোমায় চলে যান। ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। প্রণব মুখার্জি ছিলেন বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু, পরামর্শদাতা। ২০১৫ সালে প্রণব মুখার্জির স্ত্রী শুভ্রার মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা জানাতে দিল্লি ছুটে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ছিলেন নড়াইলের মেয়ে। ইন্দিরা গান্ধীর সাহচর্যে দিল্লিতে প্রণব মুখার্জির রাজনৈতিক জীবনের শুরু ১৯৬৯ সালে। পাঁচ দশকের রাজনৈতিক জীবনে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, যোজনা কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীর মন্ত্রিসভায় স্থান না পেয়ে হতাশ প্রণব কংগ্রেস ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছিলেন। পরে 'ভুল' বুঝতে পেরে তিনি আবারও কংগ্রেসে ফেরেন। ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ভারতের ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। একাত্তরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভার সদস্য থাকার সময় প্রণব বাংলাদেশের মুক্তির পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বিদেশি বন্ধু হিসেবে ২০১৩ সালের ৪ মার্চ প্রণবকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার মিরাটি গ্রামে ১৯৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর প্রণব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনেও ডিগ্রি নেন। কিছুদিন কলেজে শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা করেছেন। এরপর রাজনীতিতে পথচলা শুরু।

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

অবস্থায় তিনি মারা যান। ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী আটজনের একজন ছিলেন জিয়াউদ্দিন তারিক আলী। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অবকাঠামো ও কর্মধারার সবখানে জড়িয়ে আছে তাঁর হাতের ছোঁয়া। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণকাজের প্রধান সমন্বয়ক ছিলেন তিনি। ১৯৭০-৭১ সালে গণসংগীতের গানের দলে সম্পৃক্ত হয়ে তিনি রাজপথে শোষণমুক্তির গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি মুক্তিসংগ্রামী শিল্পীদলের সদস্য হয়ে শরণার্থীশিবির, মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প, মুক্ত এলাকার যোদ্ধাদের গানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণে যুক্ত হন। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানটের সঙ্গে ছিল তাঁর আজীবনের সম্পৃক্ততা। মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দিন তারিক আলী সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি ছিলেন।

বইঘর.কম

কে এস ফিরোজ

(৭ জুলাই ১৯৪৬-৯ সেপ্টেম্বর ২০২০)

অভিনেতা কে এস ফিরোজ আর নেই। গত ৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর পুরো নাম খন্দকার শহীদ উদ্দিন ফিরোজ। তিনি ১৯৪৬ সালের ৭ জুলাই ঢাকার লালবাগে জন্মগ্রহণ করেন। নাট্যদল 'থিয়েটার'-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অভিনয়ে কে এস ফিরোজের পথচলা শুরু। এই দলের হয়ে তিনি অভিনয় করেছেন 'সাত ঘাটের কানাকড়ি', 'কিং লিয়ার' ও 'রাক্ষসী' নাটকে। সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের নাট্যরূপে কামাল উদ্দিন নীলুর নির্দেশনায় 'কিং লিয়ার' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিলেন কে এস ফিরোজ। তিনি প্রথম 'লাওয়ারিশ' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এরপর বহুদিন বিরতি নেন চলচ্চিত্র থেকে। আবু সাইয়ীদের 'শঙ্খনাদ', 'বাঁশি', মুরাদ পারভেজের 'চন্দ্রগ্রহণ' ও 'বৃহন্নলা'তে অভিনয় করেন। টিভিতে তাঁর প্রথম আলোচিত নাটক জিয়া আনসারী প্রযোজিত 'প্রতিশ্রুতি'।

ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম

(২ মার্চ ১৯২৩ সালে-১১ সেপ্টেম্বর ২০২০)

বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু রিচার্ড উইলিয়াম টিম আর নেই। রাজধানীর নটর ডেম ও হলি ক্রস কলেজের অন্যতম এই প্রতিষ্ঠাতা ফাদার টিম নামেই বেশি পরিচিত। গত ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। রিচার্ড উইলিয়াম টিম শান্তি ও আন্তর্জাতিক সমঝোতায় অবদানের জন্য ১৯৮৭ সালে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার লাভ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী এই মানবদরদির জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে বাংলাদেশে। ১৯৫২ সালে তিনি বাংলাদেশে আসেন। ঢাকার অর্ডার অব হলি ক্রসে সুপিরিয়র, নটর ডেম কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং এই কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তিনি। বাংলাদেশে সত্তরের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর ভোলার মনপুরাসহ আশপাশের অঞ্চলে দুর্গতদের পুনর্বাসনে কাজ করেন ফাদার টিম। তখন তিনি ছিলেন নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ। সেই সময় তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিধ্বস্ত মনপুরা দ্বীপে যান। দুর্গত মানুষের করুণ অবস্থা দেখে তিনি ফিরে আসেন। তারপর নটর ডেম কলেজ থেকে ছয় মাসের ছুটি নিয়ে মনপুরা দ্বীপে গিয়ে সব হারানো মানুষের জন্য কাজ করেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখেন ফাদার টিম। পরে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বিভিন্ন স্তরে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদক প্রদান করেছে। ফাদার টিম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গবেষক হিসেবে সুপরিচিত। তিনি প্রায় ২৫০টি সামুদ্রিক প্রজাতির আবিষ্কারক। তাঁর সম্মানে একটি প্রজাতির নামকরণ হয়েছে 'টিমিয়া পার্ভা'। ফাদার টিম ১৯২৩ সালের ২ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের মিশিগান সিটিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেন্ট ম্যারিস গ্রেড স্কুল ও সেন্ট ম্যারিস হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। পরে ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব আমেরিকা থেকে জীববিদ্যা ও পরজীবীবিদ্যা বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন।

সাদেক বাচ্চু

(১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০- ১ জানুয়ারি ১৯৫৫)

অভিনেতা সাদেক বাচ্চু আর নেই। গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ৬৬ বছর বয়সী এ অভিনেতা দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। চলচ্চিত্রে সাদেক বাচ্চু হিসেবে পরিচিত মাহবুব আহমেদ ১৯৫৫ সালের ১ জানুয়ারি চাঁদপুরের হাজীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা চলচ্চিত্রে তিনি নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে বিটিভিতে তিনি অভিনয় করেন 'প্রথম অঙ্গীকার' নাটকে। তাঁর অভিনীত নাটকের সংখ্যা হাজারের বেশি। প্রথম অভিনীত সিনেমা শহীদুল আমিন পরিচালিত 'রামের সুমতি'। বহুমাত্রিক এই অভিনেতার উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে 'জজ ব্যারিস্টার পুলিশ কমিশনার', 'জীবননদীর তীরে', 'জোর করে ভালোবাসা হয় না', আনন্দ অশ্রু', 'প্রিয়জন', 'সুজন সখী' প্রভৃতি।

গ্রন্থনা : **গোলাম রব্বানী**

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

 www.boighar.com

ভাইভায় ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতিতে কীভাবে সামাল দিচ্ছে, সেটা দেখা হয়—ড. মোহাম্মদ সাদিক

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। সম্প্রতি 'চলতি ঘটনা'কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে পিএসসির বর্তমান নিয়োগপ্রক্রিয়া, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতার নানা দিক উঠে এসেছে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোছাব্বের হোসেন**।

প্রশ্ন : আপনি পিএসসিতে কত বছর ধরে আছেন? কটি বিসিএসের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন?

ড. মোহাম্মদ সাদিক : ২০১৪ সালের ৩ নভেম্বরে আমি পিএসসির সদস্য হিসেবে যোগদান করি। এরপর ২০১৬ সালের ২ মে আমাকে পিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে হিসাবে প্রায় ছয় বছর এই প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করে আসছি।

চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ৩৫তম থেকে ৩৯তম পর্যন্ত মোট পাঁচটি বিসিএসের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা গেছে। বর্তমানে ৪০তম ও ৪১তম বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান। গত পাঁচ বছরে পাঁচটি বিসিএস শেষ করায় প্রতিবছর গড়ে একটি বিসিএস সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন : এ সময়ে কতজন ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে?

মোহাম্মদ সাদিক : ২০১৬ সালের ২ মের পর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি বিসিএস পরীক্ষায় মোট ১৪ হাজার ৮১৩ জনকে ক্যাডার পদে এবং তিনটি বিসিএস থেকে ৫ হাজার ৪৬ জনকে নন-ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। মোট ৩০ হাজার ৯৭৮ জনকে বিভিন্ন নন-ক্যাডারে নিয়োগে সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন : পিএসসির কোন কোন দিকে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে? তথ্যপ্রযুক্তিতে কোন দিকগুলোর পরিবর্তন এসেছে?

মোহাম্মদ সাদিক : প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচন করা এ প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক দায়িত্ব।

সেহেতু নিয়োগপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ে উন্নতি করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। এ সময়ে আমরা বেশ কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন করেছি। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে যদি বলি, শতভাগ ক্ষেত্রে আমরা অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা চালু করেছি। নিয়োগসংক্রান্ত কোনো কাগজপত্র জমাদানের জন্য প্রার্থীদের এখন আর পিএসসিতে আসতে হয় না। সব কাগজ অনলাইনে গ্রহণের ব্যবস্থা করেছি। মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে পরীক্ষার সময়সূচি ও আসন ব্যবস্থাপনা এবং নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল চাকরিপ্রার্থীদের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দিতে পেরেছি।

প্রশ্ন : আপনার সময়ে পিএসসির পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন এসেছে কি?

মোহাম্মদ সাদিক : আপনারা জেনে থাকবেন, এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিসিএসসহ অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হতো। আমরা প্রশ্ন ফাঁস শূন্যের কোঠায় নামিয়ে এনেছি। পরীক্ষার ঠিক ৩০ মিনিট আগে লটারির মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের সেট নির্ধারণ করা হয়।

বিসিএস পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য দুজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে নিয়োগ পরীক্ষায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়েছে। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পরীক্ষায় আরও স্বচ্ছতার জন্য চারটি ভিন্ন রঙের প্রশ্নের ওএমআর উত্তরপত্র ও প্রশ্নপত্র মুদ্রণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতে প্রশ্নপত্র তৈরি করায় ইংরেজি মাধ্যমের প্রার্থীরা নতুন করে বিসিএস পরীক্ষার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন।

এ ছাড়া নন-ক্যাডার পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একই গ্রেডের বা কাছাকাছি পদের জন্য আমরা আলাদা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ও পরীক্ষা না নিয়ে একসঙ্গে নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। এতে আমাদের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের জন্য শ্রুতলেখক হিসেবে প্রশিক্ষিত রোভার স্কাউট টিম গঠনের মাধ্যমে আমরা তাঁদের পরীক্ষা নেই। পাশাপাশি তাঁরা যেন সহজে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষার হলের নিচতলাতেই তাঁদের আসন ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে। বিসিএস পরীক্ষা চলাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হল তত্ত্বাবধায়ক ছাড়াও কমিশনের বিশেষ ভিজিল্যান্স টিম কাজ করে।

বিসিএস প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড ওই দিন সকালে গঠন করা হয়। প্রথমবারের মতো চাকরিপ্রার্থীদের পরিচয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে, অর্থাৎ কেউ যাতে জালিয়াতি করার সুযোগ না পান, সে জন্য আবেদনপত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র সংযোজনের বিষয়টি আনা হয়েছে। এবাকি অংশ পরের পৃষ্ঠায়

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

পরীক্ষা আয়োজনের লক্ষ্যে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যরা আমাদের প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করেন।

প্রশ্ন : তরুণদের প্রধান আকর্ষণ বিসিএস কেন?

মোহাম্মদ সাদিক : বেশির ভাগ মেধাবী শিক্ষার্থীর অন্যতম লক্ষ্য থাকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদানের মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের সেবা করা। সে জন্য তরুণদের স্বভাবতই বিসিএসের প্রতি ঝোঁক থাকে। সরকার ২০১৫ সালে নতুন বেতনকাঠামোয় সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে। বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং সরাসরি জনগণের সেবা করার সুযোগ বেশি। ফলে, চাকরি হিসেবে তরুণদের মূল আকর্ষণ হয়ে পড়ে বিসিএস।

বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলে একজন চাকরিপ্রার্থীর জন্য অন্য যেকোনো চাকরি পাওয়াও সহজ হয়। বিসিএস মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যেসব প্রার্থীকে পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশ করা সম্ভব হয় না, তাঁদের সবাইকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়। এটাও চাকরিপ্রার্থীদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে থাকে।

এ ছাড়া কোনো ধরনের চেষ্টা-তদবির ছাড়াই যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষার্থী তাঁর পছন্দের ক্যাডার হতে পারছেন। স্বচ্ছতার কারণে পিএসসির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বেড়েছে। আর এ স্বচ্ছতার মূল কারণ হলো কাজের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। পিএসসির কাজে সরকার কখনো হস্তক্ষেপ করেনি বরং বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে সরকার সব সময় আমাদের সহযোগিতা করেছে। ফলে যোগ্য প্রার্থীরাই চাকরি পাচ্ছেন। এটাও অন্যতম একটা কারণ বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : ভাইভায় প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেওয়া দরকার? কিছু বিষয় বা আদবকেতা নিয়ে কিছু বলুন?

মোহাম্মদ সাদিক : বিসিএস পরীক্ষার ভাইভা খুব সহজ বা খুব কঠিন তা বলা যায় না। ভাইভা বোর্ডে একজন প্রার্থী সব কটি প্রশ্নের উত্তর জানা থাকবে, এমনটাও ভাবা হয় না। তবে ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতিতে একজন প্রার্থী কীভাবে নিজেকে সামাল দিচ্ছেন, সেটা বিবেচনা করা হয়। বোর্ডের সদস্যরা ভাইভার পুরোটা সময় ধরে একজন প্রার্থীর সব বিষয় পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

একজন প্রার্থী যে পদের জন্য আবেদন করেছেন, সে বিষয় সম্পর্কে তাঁর জানাশোনা কেমন, সেটাও দেখা হয়। এ ছাড়া ভাইভায় প্রার্থী কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেন, বিশেষ করে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর ভেতরের মানুষটাকে চেনার চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্ন : আপনার সময়ে সবচেয়ে সফল কাজ কী? কোনো অতৃপ্তি আছে কি না?

মোহাম্মদ সাদিক : সফলতার কথা যদি বলতেই হয়, তাহলে আমি বলব, স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করে মেধাবী, যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকার আমাকে যেমন পুরোপুরি স্বাধীনতা প্রদান করেছে ও আস্থা রেখেছে, তেমনি আমার সহকর্মীরা সব সময় আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এ জন্য আমি উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

২০১০ সালের নন-ক্যাডার নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী বিসিএস উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতায় যাঁদের ক্যাডার পদে সুপারিশ করা যায়নি, তাঁদের বেশির ভাগ প্রার্থীকে কোনো না কোনো চাকরিতে সুপারিশ করেছি। ফলে, এ প্রক্রিয়ার প্রতি চাকরিপ্রার্থীদের আগ্রহ, ভালোবাসা ও আস্থা সৃষ্টি করা গেছে। এটি সম্ভব হয়েছে সহকর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতার ফলে।

অতৃপ্তির বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। আসলে চেষ্টা করেছি অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিতে। বিসিএস সিলেবাস পুনর্বিন্যাসের কাজটি করার ইচ্ছা থাকলেও করোনার জন্য কাজটি করা হয়ে ওঠেনি। করোনা পরিস্থিতি না হলে হয়তো আমরা আরও কিছু কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম।

প্রশ্ন : যখন এসেছিলেন, তখন কেমন? আর যখন চলে যাচ্ছেন, তখন কেমন রেখে যাচ্ছেন পিএসসিকে?

মোহাম্মদ সাদিক : আমি প্রথমে এ কমিশনের সদস্য হিসেবে যোগদান করি। এর দেড় বছর পর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। তাই অতীত অভিজ্ঞতা আমাকে কাজে সহযোগিতা করেছে।

২০০১-০৮ সাল পর্যন্ত ক্যাডার পদে নিয়োগ পেয়েছিলেন ১৬ হাজার ৩৬৫ জন। পরে ২০০৯-১৯ সাল পর্যন্ত ক্যাডার পদে নিয়োগ পান ৩১ হাজার ৪৩৭ জন, যা আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এ ছাড়া নন-ক্যাডার পদে ২০০১-০৮ সাল পর্যন্ত নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল ২০ হাজার ২৫৫ জনকে, পরে ২০০৯-১৯ সালে নিয়োগ দেওয়া হয় ৬৭ হাজার ৪৭১ জনকে, যা আগের তুলনায় প্রায় তিন গুণ।

প্রশ্ন : কবে থেকে অবসরে যাচ্ছেন? অবসরে কী করার পরিকল্পনা আছে?

মোহাম্মদ সাদিক : আশা করি, ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পিএসসি থেকে অবসরে যাচ্ছি। সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আগে থেকেই লেখালেখি করেছি। মাঝেমধ্যে সাহিত্যচর্চা করেছি। অবসর সময়ে সাহিত্য, গবেষণা ও লেখালেখির কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই।

বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের সামাজিক মর্যাদা এবং সরাসরি জনগণের সেবা করার সুযোগ বেশি।

বইঘর.কম

www.boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

অনলাইনভিত্তিক ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতি

রিদওয়ানুল হক, অধ্যাপক আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে করোনা পরিস্থিতির কারণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কার্যক্রম অনলাইনভিত্তিক হচ্ছে। আজ এই লেখায় অনলাইনভিত্তিক ইন্টারভিউয়ের প্রস্তুতির নানা দিক তুলে ধরা হচ্ছে।

১. ইন্টারভিউয়ের আগে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। গ্লোবাল জব মার্কেটগুলোতে কোন প্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন ইন্টারভিউ নিচ্ছে, সেসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। আপনি যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউয়ে অংশগ্রহণ করছেন, সে সম্পর্কে যথাসম্ভব ধারণা নিয়ে রাখতে হবে। নিয়োগদাতা যদি প্রাতিষ্ঠানিক কোনো বিষয়ে আপনাকে কোনো প্রশ্ন করেন, তাহলে আপনি যেন তা সুনিশ্চিত হয়ে উত্তর দিতে পারেন।

২. যে কক্ষে বা জায়গায় কোলাহল বা শব্দদূষণ নেই, এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। ইন্টারভিউ শুরু হওয়ার আগে পরিবারের সবাইকে অবগত করতে হবে, যেন কোনো প্রকার হইচই বা কোনো সদস্যের আচমকা উপস্থিতির কারণে পরিবেশটা নষ্ট না হয়।

৩. ইন্টারনেট যেন নিরবচ্ছিন্ন থাকে, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে। ইন্টারনেটের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হটস্পটের ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেন কোনোক্রমেই ইন্টারনেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হয় বা সমস্যা না করে।

৪. ইন্টারভিউয়ে কথা বলার সময় ক্যামেরার দিকে চোখ রেখে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে, যাতে স্বাভাবিক চোখাচোখি হয়। ইন্টারভিউয়ের জন্য যে স্থানটি নির্বাচন করা হবে, তার জন্য ক্যামেরার উল্টো দিক অথবা আপনার পটভূমি বা দেয়ালের রং কিছুটা রঙিন হলে ভালো হয়। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হলেও সেটা হালকা রঙিন রাখতে হবে।

৫. যেহেতু ইন্টারভিউটা অনলাইনে হচ্ছে, ইন্টারনেটের সমস্যা বা কারিগরি সমস্যার কারণে ওপাশের কোনো কথা স্পষ্ট শুনতে না পারাটাও খুব স্বাভাবিক! এমন হলে বিনীতভাবে কথাটি পুনরায় আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে। কোনো কথা স্পষ্ট না বুঝে উত্তর দিতে গেলে তা ভুল বা অপ্রাসঙ্গিক হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

৬. কথা বলার সময় অভিব্যক্তি কেমন, সেটাও ইন্টারভিউয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিয়োগকর্তারা আত্মবিশ্বাসী ও যেকোনো পরিস্থিতিতে মানানসই প্রার্থীদেরই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। অনলাইনে ইন্টারভিউ দেওয়ার অভিজ্ঞতা অনেকেরই নেই, তাই যতটা সম্ভব নিঃসংকোচ হয়ে স্বাভাবিকভাবে কথোপকথনের চেষ্টা করতে হবে। ইন্টারভিউয়ের শুরুতেই নিজের চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ লোকজনের সম্মুখীন হয়ে অতিমাত্রায় ঘাবড়ে যাওয়া বা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা যাবে না। তাই এই সমস্যা এড়ানোর জন্য নিজেকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে।

৭. ইন্টারভিউ চলাকালে নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ভাব প্রদর্শনের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, এ ক্ষেত্রে অঙ্গভঙ্গি যতটা সাবলীল রাখা যায়, ততই উত্তম। অনলাইন ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে অনেকেরই পূর্ব ধারণা না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিয়োগদাতার কোনো অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কারণে কোনোভাবেই অতিমাত্রায় চিন্তিত বা উত্তেজিত না হয়ে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা এবং ধৈর্যসহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৮. ইন্টারভিউয়ের জন্য তৈরি হওয়ার সময় অবশ্যই মার্জিত এবং রুচিসম্মত পোশাক পরিধান করতে হবে। অতিরঞ্জিত বা অতিমাত্রায় আধুনিক পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকতে হবে।

৯. অনলাইনে ইন্টারভিউ হওয়ায় প্রচলিত ইন্টারভিউয়ের তুলনায় এর সময়ব্যাপ্তি কম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তাই কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে এর প্রাসঙ্গিক উত্তর যথাযথভাবে সংক্ষেপে দিলেই ভালো। কোনোভাবেই বাড়তি কথা টেনে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। এর ফলে প্রথমত প্রশ্নকর্তা বিরক্ত হতে পারেন; দ্বিতীয়ত আপনার উত্তর থেকেই এমন প্রশ্ন করতে পারেন, যেটার ব্যাপারে আপনি প্রস্তুত নন।

১০. সম্ভব হলে আগেই পরিচিত কারও সঙ্গে ভিডিও কলে নমুনা ইন্টারভিউয়ের অভ্যাস করা যায়, তাহলে নিজের ভুলত্রুটিগুলো শনাক্ত করা সম্ভব। ভিডিওতে অন্য প্রান্তে আপনার অভিব্যক্তি কেমন, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে কি না, শব্দ দুই প্রান্তে কেমন শোনাচ্ছে, ডিভাইসের কারিগরি ত্রুটি—সবকিছু আগে থেকেই জানা যাবে।

১১. ইন্টারভিউ চলাকালে যত প্রয়োজনীয় ফোন কল অথবা এসএমএস আসুক, কোনো কিছুরই উত্তর দেওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন কিংবা অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস সাইলেন্ট মুডে রাখতে হবে, যেন কোনো প্রকার শব্দের কারণে কারোরই মনোযোগ নষ্ট না হয়।

১২. যে প্ল্যাটফর্মগুলোতে মূলত অনলাইন ইন্টারভিউ নেওয়া হয়ে থাকে, যেমন জুম, গুগল মিট, মাইক্রোসফটের অ্যাপস বা সাইটগুলোর ব্যবহারবিধি পরিপূর্ণ নির্ভুলভাবে জানতে হবে। যেন ইন্টারভিউ চলাকালে বা শুরু হওয়ার আগে কোনো প্রকার প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয়।

১৩. আপনি যদি দেশের বাইরে কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য অনলাইন ইন্টারভিউতে অংশ নিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সেই দেশের সময় অনুযায়ী ইন্টারভিউয়ের শুরুতে নিয়োগদাতাকে গুড মর্নিং অথবা গুড আফটারনুন জানিয়ে শুরু করতে হবে।

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

শান্তিরক্ষী পাঠানোয় আবার প্রথম বাংলাদেশ

৬,৭৩১ জন শান্তিরক্ষী পাঠানোর মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী পাঠানো দেশ হিসেবে আবারও প্রথম হয়েছে বাংলাদেশ। এদিকে সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল মো. মাঈন উল্লাহ চৌধুরী দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষা মিশনের ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার নির্বাচিত হয়েছেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর আইএসপিআর পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে। আইএসপিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৭ জুলাই সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে ১৬০ জন জনবলের কিউআরএফ (কুইক রি-অ্যাকশন ফোর্স) মোতায়েনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করে।

বর্তমানে শান্তিরক্ষী মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী দেশের সংখ্যা ১১৯। বাংলাদেশ সর্বমোট ৬,৭৩১ জন শান্তিরক্ষী মোতায়েন করেছে। বাংলাদেশের পর ৬,৬৬২ জন শান্তিরক্ষী মোতায়েন করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইথিওপিয়া। উপমহাদেশের মধ্যে ভারত ৫,৩৫৩ জন ও পাকিস্তান ৪,৪৪০ জন শান্তিরক্ষী মোতায়েন করে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে।

ওয়ার্ল্ডফিশের তথ্য
বিশ্বের ৮৬% ইলিশই বাংলাদেশে

- চার বছর আগেও বিশ্বের ৬৫ শতাংশ ইলিশের উৎস ছিল বাংলাদেশ।
- এবার ইলিশের গড় ওজন ৯৫০ গ্রাম।

গবেষণায় দেখা গেছে, মা ইলিশ যে নদীতে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা ইলিশ যেখানে বড় হয়, পরিণত অবস্থায় তারা সেই নদীতেই ফেরে।

মৎস্যবিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডফিশের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবে বিশ্বের মোট ইলিশের ৮৬ শতাংশ এখন বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে। অথচ চার বছর আগেও বিশ্বের মোট ইলিশের উৎপাদনের ৬৫ শতাংশ আসত বাংলাদেশ থেকে। এই সময়ের মধ্যে এখানে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে ইলিশের উৎপাদন। সে তুলনায় প্রতিবেশী ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানে ইলিশের উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশের পরই ইলিশের উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে ভারত। পাঁচ বছর আগে দেশটিতে বিশ্বের প্রায় ২৫ শতাংশ ইলিশ উৎপাদিত হতো। তবে চলতি বছর তাদের উৎপাদন প্রায় সাড়ে ১০ শতাংশে নেমেছে। তৃতীয় অবস্থানে থাকা মিয়ানমারে উৎপাদন হয়েছে ৩ শতাংশের মতো। ইরান, ইরাক, কুয়েত ও পাকিস্তানে উৎপাদন হয়েছে বাকি ইলিশ।

ওয়ার্ল্ডফিশ, মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এবার শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, আকৃতিতেও বাংলাদেশের ইলিশের ধারেকাছে নেই কোনো দেশ। ২০১৪ সালে এ দেশে ধরা পড়া ইলিশের গড় ওজন ছিল ৫১০ গ্রাম। গত বছর তা বেড়ে ৯১৫ গ্রাম হয়েছে। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের হিসাবে চলতি বছর তা আরও বেড়ে ৯৫০ গ্রাম হতে পারে। অন্যদিকে ভারত, মিয়ানমার বা আরব সাগরের তীরবর্তী দেশগুলোয় যে সামান্য পরিমাণ ইলিশ ধরা পড়েছে, তার ওজন ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের মধ্যে। পুষ্টিগুণ ও স্বাদের দিক থেকেও বাংলাদেশের ইলিশকেই সেরা বলে থাকেন বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা।

পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন

অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব সোহরাব হোসাইনকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করেছে সরকার। তিনি বর্তমান চেয়ারম্যান মোহাম্মাদ সাদিকের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন পিএসসি বর্তমান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদিকের মেয়াদ শেষ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ক্ষমতাবলে অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইনকে পিএসসির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৫ বছর মেয়াদের বা তাঁর বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হওয়ার মধ্যে যা আগে ঘটে সেই সময় পর্যন্ত পিএসসির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

নোবেল শান্তির জন্য মনোনীত বাংলাদেশি চিকিৎসক রুহুল আবিদ

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশি-আমেরিকান চিকিৎসক ডা. রুহুল আবিদ ও তার অলাভজনক সংস্থা হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল (হায়েফা)। ম্যাসাচুসেটস বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ডা. রুহুল আবিদ যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের আলপার্ট মেডিক্যাল স্কুলের একজন অধ্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জিন ফিলিপ বেলিউ এ খবরটি নিশ্চিত করেছেন। ২০২০ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মোট ২১১ জন মনোনীত হয়েছেন। ডা.

আবিদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্নাতক ও জাপানের নাগোয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোলিকুলার বায়োলজি ও জৈব রসায়নে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০১ সালে তিনি হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল থেকে ফেলোশিপ শেষ করেন। তিনি ব্রাউন গ্লোবাল হেলথ ইনিশিয়েটিভের একজন নির্বাহী সদস্যও।

চীনের সিনোভ্যাকের টিকার ট্রায়ালের অনুমোদন দিল বাংলাদেশ

চীনা কোম্পানি সিনোভ্যাকের তৈরি করা টিকার তৃতীয় পর্যায়ের ট্রায়াল বাংলাদেশে করার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। গত ২৭ আগস্ট স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২৫ আগস্টের খসড়া তালিকা অনুযায়ী এখন সারা বিশ্বে টিকা বানাতে ১৭৩টি উদ্যোগ চালু আছে। এর মধ্যে এখন ৩১টির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা মানবদেহে পরীক্ষা চলছে। তার মধ্যে চীনের সিনোভ্যাকের টিকাটিও আছে।

৫২ শতাংশ লোক করোনা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানেন

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ৫১ দশমিক ৬ শতাংশ লোক করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, তা জানেন। এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার ৫২ শতাংশের কিছু বেশি লোক মাস্ক ব্যবহার করেন।

জনসাধারণ, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের মধ্যে করোনাভাইরাস সম্পর্কে জ্ঞান বা সচেতনতার ব্যাপ্তি, মনোভাব ও এর প্রয়োগ নিরূপণের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখা যৌথভাবে তিনটি গবেষণার ফল প্রকাশ করেছে। গত ২৭ আগস্ট গণমাধ্যমে সে গবেষণা প্রতিবেদন পাঠানো হয়। গবেষণাটি এ বছরের মার্চ থেকে আগস্টের মধ্যে পরিচালনা করা হয়। এতে অংশ নেন ১ হাজার ৫৪৯ জন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে

বিভিন্ন পদে কর্মরত ৬০৪ জন এবং ৩৯৯ শিক্ষার্থী।

জনসাধারণের মধ্যে পরিচালিত গবেষণাটি ঢাকা মহানগর ও দেশের উত্তরাঞ্চলের দুটি গ্রামীণ জনপদে পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে ৬৯ দশমিক ৮ শতাংশ লোক করোনাভাইরাস কীভাবে ছড়ায়, সে সম্পর্কে জানেন এবং সামাজিক বা পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি ৭০ শতাংশ উত্তরদাতা সঠিকভাবে জানেন। এ ছাড়া মাস্ক ব্যবহার ও হাত ধোয়ার বিষয়ে যথাক্রমে ৭৮ দশমিক ৪ শতাংশ ও ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, সে বিষয়ে ৫১ দশমিক ৬ শতাংশ লোক জানেন। এই উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫২ দশমিক ১ শতাংশ মাস্ক ব্যবহার করেন। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ছড়ানো ও সামাজিক দূরত্বের বিষয়ে ধারণা শহুরে জনগোষ্ঠীর চেয়ে গ্রামের মানুষের অনেক কম। জনসাধারণের মধ্যে করোনাভাইরাসকে মরণব্যাধি মনে করেন ৭৪ শতাংশ।

রাজধানীর বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সহযোগী কর্মীদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় ৭৫ শতাংশ করোনা ছড়ানো ও প্রতিরোধ বিষয়ে জানেন এবং ৭৬ শতাংশ ব্যক্তিপর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি চর্চা করেন। এর মধ্যে ৭৭ শতাংশ লোক মনে করেন, করোনা পরিস্থিতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরের শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত তৃতীয় গবেষণায় উঠে এসেছে, ৭১ দশমিক ৬৮ শতাংশের করোনাভাইরাস সম্পর্কে ভালো

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

জ্ঞান রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩২ শতাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা বাড়িতে বা বাইরে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই আড্ডা দেন। ১৬ শতাংশ রেস্টুরেন্ট বা খাবারের দোকানে যান। করোনাভাইরাস সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা বেশি জানেন। মেডিকেলের ৬৯ দশমিক ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যবিধি পালন করেন না এবং অন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭৯ দশমিক ৪ শতাংশ পালন করেন না।

৯২ পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে নিবন্ধনের অনুমতি

৯২টি পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের জন্য অনুমতি দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এ বিষয়ে গত ৩ আগস্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর নিবন্ধনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ৯২টি পত্রিকার অনলাইন পোর্টালকে (পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ) প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়া হলো। এখন সরকারি বিধি অনুসরণ করে ফি জমা দিয়ে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে। এর আগে গত ৩০ জুলাই ৩৪টি নিউজ পোর্টালকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। নিবন্ধনের অনুমতি পাওয়া পত্রিকাগুলোর মধ্যে ঢাকার ৫৭টি; চট্টগ্রামের ১০টি; ময়মনসিংহের ২টি; রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশালের প্রতিটিতে ৪টি করে এবং সিলেটে ৭টি পত্রিকা রয়েছে।

বিশ্বসেরা ১০ চিন্তাবিদের মধ্যে বাংলাদেশের মেরিনা তাবাশ্যুম

বইঘর.কম

ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্ট-এর ৫০ চিন্তাবিদের মধ্যে শীর্ষ ১০-এ স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশের স্থপতি মেরিনা তাবাশ্যুম। তিনি ১০ জনের মধ্যে তৃতীয় স্থান পেয়েছেন। ২ সেপ্টেম্বর প্রসপেক্ট-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ভোটের মাধ্যমে ৫০ থেকে শীর্ষ ১০ জনের নির্বাচিত হওয়ার কথা জানানো হয়। এ তালিকায় শীর্ষ স্থান পেয়েছেন ভারতের কেরালা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা।

প্রসপেক্ট গত ১৪ জুলাই ৫০ জন সেরা চিন্তাবিদের তালিকা প্রকাশ করে। তখন সাময়িকীতে বলা হয়, ব্যবহারিক ধারণা ও চিন্তা সম্পর্কে অজানা প্রশ্নের উত্তর দিতে মানুষের মধ্যে উপলব্ধি তৈরির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই।

জুলাইয়ের ৫০ জন নির্বাচিত করার পর আবার শীর্ষ ১০ বাছতে ২০ হাজার ভোট গ্রহণ করা হয়। সেখানে তৃতীয় স্থান পাওয়া মেরিনা তাবাশ্যুম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি মনোনিবেশ করেছেন এক বাস্তব সমস্যার দিকে। আর সেটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সে উপযোগী ঘরবাড়ি তৈরির নকশা করেছেন।'

ঢাকার দক্ষিণখানে বায়তুর রউফ নামের একটি শৈল্পিক নকশার মসজিদের জন্য ২০১৮ সালে স্থপতি হিসেবে জামিল প্রাইজ পান মেরিনা তাবাশ্যুম। এর আগে একই নকশার জন্য ২০১৬ সালে তিনি সম্মানজনক আগা খান পুরস্কার পান। সুলতানি আমলের স্থাপত্যের আদলে নকশা করা এ মসজিদ ২০১২ সালে ঢাকায় নির্মিত হয়।

ওবায়দুল হাসান

তারিক উল হাকিম

আপিল বিভাগে দুই বিচারপতি নিয়োগ

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও বিচারপতি ওবায়দুল হাসানকে আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ৯৫ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি এ নিয়োগ দিয়েছেন। গত ২ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ দিয়ে আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। শপথের দিন থেকে এ নিয়োগ কার্যকর হবে। নতুন নিয়োগ পাওয়া বিচারপতিদের মধ্যে বিচারপতি তারিক উল হাকিম ২০০৪ সালের ২৯ জুলাই হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ২০১১ সালের ৬ জুন হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান।

জাতিসংঘের তিন সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত বাংলাদেশ

সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটি অঙ্গ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ ও ইউএনওপিএসের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ৫৪ সদস্যের জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) আটটি অঙ্গ সংস্থার নির্বাচন হয়। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনে বাংলাদেশ ৫৪ ভোটের মধ্যে ৫৩ ভোট পায়। একটি সদস্য ভোটদানে বিরত ছিল।বাংলাদেশ ২০২১-২৩ মেয়াদে এই নির্বাহী বোর্ডে সদস্যের দায়িত্ব পালন করবে। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দায়িত্বের মেয়াদ শুরু হবে।বাংলাদেশ বর্তমানে ইউনিসেফ ও ইউএন উইমেনের নির্বাহী বোর্ডের সদস্য। এ ছাড়া জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা বর্তমানে ইউনিসেফ নির্বাহী বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করছেন।

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

জাতিসংঘের ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার পেল বিসিসি

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি (ডব্লিউএসআইএস) পুরস্কার-২০২০ অর্জন করল বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। গত ৭ সেপ্টেম্বর অনলাইনে অনুষ্ঠিত 'ডব্লিউএসআইএস ফোরাম ২০২০ প্রাইজেস অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি' শীর্ষক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশনস ইউনিয়নের (আইটিইউ) মহাসচিব হাওলিন ঝাও এ পুরস্কারের ঘোষণা দেন। ডব্লিউএসআইএস পুরস্কারকে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সহজ ও পরিবর্তন আনার জন্য ডব্লিউএসআইএস কাজ করে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সারা বিশ্বের সৃজনশীল উদ্ভাবনগুলো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে এ প্রতিষ্ঠান।

SkillAid
BANGLADESH

তরুণদের দক্ষতা বাড়াতে চালু হলো স্কিলএইড

তরুণদের দক্ষতা বাড়াতে চালু হলো স্কিলএইড নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। এতে তরুণেরা বিনা মূল্যে নানা কোর্স করতে পারবেন।

গত ২২ আগস্ট অনলাইনে স্কিলএইড বাংলাদেশের কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ আহসান। স্কিলএইড বাংলাদেশ তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করবে। প্ল্যাটফর্মটি থেকে ফ্রি অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স, ফ্রি কাউন্সেলিং, বিশেষজ্ঞদের ফ্রি পরামর্শসহ আরও নানা কর্মমুখী দক্ষতা বৃদ্ধির সেবা গ্রহণ করা যাবে।

ঢাকা ঘোষণায় ১৫ দফা

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসনের জন্য রাখাইনে তাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নৃশংসতার ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে। একই সঙ্গে মিয়ানমার সরকারকে এ সংকটের দায়ভার নেওয়া এবং রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া দেশগুলোকে যথাযথ আর্থিক ও আইনি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পাশাপাশি সংকটের স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক তদন্ত করতে হবে। গত ২৬ আগস্ট রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে আয়োজিত দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে প্রচারিত দ্বিতীয় ঢাকা ঘোষণায় এসব দাবি জানানো হয়েছে।

ওই ঘোষণায় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ১৫ দফার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। 'প্রবাসী রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সংযুক্তি : বৈশ্বিক বাস্তুচ্যুতির ওপর গুরুত্বারোপ' শীর্ষক অনলাইনে দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন শেষে এ ঘোষণা আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ (সিজিএস), একশনএইড বাংলাদেশ ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস (সিপিজে) ওই সম্মেলনের আয়োজন করে। বাংলাদেশে ব্যাপক হারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অনুপ্রবেশের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এ অনলাইন সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জুম ও ফেসবুক লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত, জাপান, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস/যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১২টি দেশ থেকে রোহিঙ্গা অভিবাসী এবং রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও মানবাধিকারকর্মীরা সম্মেলনে অংশ নেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গারাও এতে অংশ নেন।

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

স্বামীর কৃষিজমিরও ভাগ পাবেন হিন্দু বিধবা নারী

স্বামীর রেখে যাওয়া কৃষিজমিতে হিন্দু বিধবা নারীর অধিকার থাকবে বলে এক রায়ে পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন হাইকোর্ট। খুলনার এক হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি নিয়ে করা রিভিশন আবেদনের শুনানি শেষে গত ২ সেপ্টেম্বর বিচারপতি মো. মিফতাহ উদ্দিন চৌধুরীর একক হাইকোর্ট বেঞ্চ ওই রায় দেন। এত দিন স্বামীর রেখে যাওয়া বসতভিটায় (অকৃষিজমি) হিন্দু বিধবা নারীর অধিকার ছিল, যা তিনি ভোগ-দখল করতে পারতেন। এই রায়ের মাধ্যমে কৃষি-অকৃষি সম্পত্তিতে বিধবা নারীর অংশীদারত্বের অধিকার নিশ্চিত হলো।

এফএও ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করবে বাংলাদেশ

২০২২ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ৩৬তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করবে বাংলাদেশ। ১৯৭৩ সালে খাদ্য ও কৃষি সংস্থাতে (এফএও) যোগদানের পর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ এই সম্মান পেয়েছে। গত ১১ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৩৫তম এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেন। প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ৩৫তম এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলনটি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

Boighar.com

www.boighar.com

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভয়ংকর হচ্ছে দাবানল

বইঘর.কম

সূত্র : এএফপি

ইকোনমিকস অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ব্রোঞ্জ

আন্তর্জাতিক ইকোনমিকস অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ জাতীয় দলের চার প্রতিযোগী ব্যক্তিগত ব্রোঞ্জ পদক এবং বিজনেস কেস সলভিং রাউন্ডে দলীয় ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। গত ৭-১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইকোনমিকস অলিম্পিয়াডে দেশের জন্য এ সুনাম বয়ে এনেছে একদল কিশোর-কিশোরী। প্রথমবারের মতো দেশকে ৫টি ব্রোঞ্জ পদক এনে দিয়েছে এই অলিম্পিয়াড। পদকজয়ীরা হলো এসএফএক্স গ্রিন হেরাল্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ছাত্র দর্পণ বড়ুয়া ও ফারিহা জামান প্রমি, সানিডেল স্কুলের ছাত্র সৈয়দ নাজিফ ইশরাক ও সানবিমস স্কুলের ছাত্র ফারাজ মহিউদ্দিন চৌধুরী। দলনেতারা হলো ঢাকা স্কুল অব ইকনোমিকসের লেকচারার আল আমিন পারভেজ এবং ক্যাপস্টোন স্কুল ঢাকার চেয়ারম্যান আক্তার আহমেদ। এসএফএক্স গ্রীন হেরাল্ড স্কুলের অপর প্রতিযোগী ইসফার জাওয়াদ ফিনান্সিয়াল লিটারেসি রাউন্ডে দারুণ কৃতিত্ব দেখায়।আন্তর্জাতিক ইকোনমিকস অলিম্পিয়াড হলো স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের অর্থনীতিবিষয়ক সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন ২০০৭ সালের নোবেল বিজয়ী এরিক মাসকিন। তিনি বর্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও গণিত বিভাগের প্রধান। এই প্রতিযোগিতায় ২৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ ইকোনমিকস অলিম্পিয়াড কমিটির মাধ্যমে ২০১৯ সাল থেকে বাংলাদেশ দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে।

গ্রন্থনা : গোলাম রব্বানী

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

সোনিয়া গান্ধী আবারও কংগ্রেসের নেতৃত্বে

দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর আবারও ভারতীয় কংগ্রেসের হাল ধরতে হয়েছে সোনিয়া গান্ধীকে। গত ২৪ আগস্ট দীর্ঘ সাত ঘন্টার বৈঠক শেষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয় সোনিয়া গান্ধীই আপাতত দলের সভাপতি থাকবেন। এর আগে সোনিয়াকে লেখা দলের শীর্ষ নেতাদের একটি চিঠির কথা গত ২৩ আগস্ট জানাজানি হয়। সেই চিঠিতে দলের সার্বক্ষণিক সভাপতি নির্বাচনের প্রসঙ্গ ছিল। বলা হয়েছিল, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির উত্থানে দেশের যুব সম্প্রদায় কংগ্রেসের থেকে মুখ ফিরিয়েছে। কংগ্রেসের নেতৃত্বহীনতা সর্বস্তরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। দল হয়ে পড়েছে দিশাহীন। ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন সোনিয়া। দলকে পূর্ণকালীন সভাপতি নির্বাচন করতে বলেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা সোনিয়াকেই আবার নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এর আগে ২০১৯ সালে ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান সোনিয়া গান্ধীর ছেলে রাহুল গান্ধী। এরপর থেকেই সোনিয়া দলে অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

Downloaded from www.bdniyog.com

নাভালনিকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ

রাশিয়ার বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনি (৪৪) দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত। সরকারবিরোধী আন্দোলনের আয়োজন করে বেশ কয়েকবার তিনি কারাবরণ করেছেন। সর্বশেষ তিনি ও তাঁর দল প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন স্থানীয় নির্বাচনে লড়ার। এরই একপর্যায়ে গত ২০ আগস্ট সাইবেরিয়া থেকে মস্কো ফেরার পথে উড়োজাহাজে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। উড়োজাহাজের দিক পরিবর্তন করে আবারও তাঁকে সাইবেরিয়ায় নেওয়া হয়। সেখানে একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় নাভালনিকে। এ সময় নাভালনির পরিবার ও মিত্ররা অভিযোগ করেন, এই নেতাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে রাশিয়ার সরকার এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নাভালনিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জার্মানি নেওয়ার চেষ্টা করা হলে প্রথমে কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। পরে একপ্রকার আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তাঁকে জার্মানি যাওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া হয়। জার্মানি থেকে যাওয়া একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে এরপর বার্লিনে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেশটির কর্তৃপক্ষ জানায়, নাভালনিকে নোভিচক নার্ভ এজেন্ট প্রয়োগ করা হয়েছে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকেই তিনি কোমায় ছিলেন। গত ৭ সেপ্টেম্বর জার্মান কর্তৃপক্ষ জানায়, তিনি কোমা থেকে ফিরেছেন। এর আগে ২০১৮ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে সাবেক রুশ গুপ্তচর সের্গেই স্ক্রিপাল ও তাঁর মেয়ে ইউলিয়াকে এই নার্ভ এজেন্টই প্রয়োগ করা হয়। সেবারও অভিযোগ অস্বীকার করেছিল রাশিয়া।

মালিতে সেনা বিদ্রোহে সরকার পতন

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে সেনা বিদ্রোহের মুখে গত ১৮ আগস্ট সরকার পতন ঘটেছে। বিদ্রোহী সেনাসদস্যরা প্রথমে দেশটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম বুবাকার কেইতা ও প্রধানমন্ত্রী বুবু সিসেকে আটক করে। এরপর প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ অস্থির হয়ে উঠেছিল মালি। তবে সেনা বিদ্রোহের মাধ্যমে সরকার পতনের এই ঘটনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভালোভাবে নেয়নি। আফ্রিকান ইউনিয়ন, চীন, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন ঘটনাটির নিন্দা জানিয়েছে। এর আগে ২০১২ সালেও মালিতে সেনা বিদ্রোহের মুখে একবার সরকার পতন হয়েছিল।

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

মিয়ানমারের সাবেক দুই সেনাসদস্যের স্বীকারোক্তি

২০১৭ সালের আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে দেশটির সেনাবাহিনী। ওই অভিযান শুরুর পর লাখে লাখে রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। তারা অভিযোগ করেছে, মিয়ানমারের সেনারা রোহিঙ্গা গ্রামগুলোয় হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালিয়েছে। তবে মিয়ানমারের সরকার ও সেনাবাহিনী এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এরপরও ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) পক্ষে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে জাতিসংঘের শীর্ষ আদালত আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা করে। ওই মামলায় এরই মধ্যে অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ অবস্থার মধ্যেই মিয়ানমারের সাবেক দুই সেনাসদস্যের কাছ থেকে পাওয়া গেল রোহিঙ্গা গণহত্যার প্রথম স্বীকারোক্তি। চলতি বছরের শুরুর দিকে এই দুই সেনাসদস্য আরাকান আর্মির কাছে ওই স্বীকারোক্তি দেন। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর আরও স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করছে এই সশস্ত্র গোষ্ঠী। মায়ো উইন তুন এবং জ নাইং তুন নামের ওই দুই সেনাসদস্যের স্বীকারোক্তির ভিডিও জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) কাছে হস্তান্তর করা হয় সম্প্রতি। পাশাপাশি গত ৭ সেপ্টেম্বর ওই দুই সেনাসদস্যকে আইসিসির হেফাজতে নেওয়া হয়। যদিও পরে আদালত-সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, মায়ো উইন তুন এবং জ নাইং তুন তাদের হেফাজতে নেই। তাঁদের দেওয়া ওই স্বীকারোক্তিতে উঠে এসেছে, কতটা নির্মমভাবে রোহিঙ্গাদের ওপর নিপীড়ন চালানো হয়েছে, গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, হত্যা করা হয়েছে নারী-শিশু, ছেলে-বুড়োসহ যাকে সামনে পাওয়া গেছে, তাকেই। ধর্ষণ করা হয়েছে অল্প বয়সী মেয়েদের। এই স্বীকারোক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস, কানাডার সংবাদমাধ্যম কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন ও মানবাধিকার সংগঠন ফোরটিফাই রাইটস প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপর ৯ সেপ্টেম্বর মিয়ানমার সেনাবাহিনী দাবি করে, ওই দুই সাবেক সেনাসদস্যের কাছ থেকে আরাকান আর্মি জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে। তবে ১০ সেপ্টেম্বর আরাকান আর্মি দাবি করে, ওই দুজন স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনী থেকে পালানো এমন আরও কয়েকজন তাদের কাছে একই রকম স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

ইউশিহিদে সুগা জাপানের নতুন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবের উত্তরসূরি বেছে নিল জাপান। গত ১৪ সেপ্টেম্বর আবের প্রশাসনের মন্ত্রিপরিষদের মুখ্য সচিব ৭১ বছরের ইউশিহিদে সুগা দেশটির নতুন নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। স্বাস্থ্যগত কারণে শিনজো আবে গত আগস্ট পদত্যাগের ঘোষণা দেন। বিবিসি অনলাইনের খবরে জানানো হয়, আবের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত ইউশিহিদে সুগা। তিনি আবের নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালনার কাজ করবেন। স্টবেরিচাষির ছেলে সুগা প্রবীণ রাজনীতিবিদ।এএফপির খবরে জানা যায়, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির আইনপ্রণেতাদের ও আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের মোট ৫৩৪ ভোটের মধ্যে ৩৭৭ ভোটে জয়ী হন সুগা। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী সিগেইরু ইশিবা ও এলডিপির নীতিনির্ধারণী-প্রধান ফুমিও কিশিদা অনেক ব্যবধানে পরাজিত হয়েছেন। ইশিবা মাত্র ৬৮ ভোট পান। আর কিশিদা পান ৮৯ ভোট।

Boighar.com

মহাকাশ স্টেশনে কৃষ্ণাঙ্গ নারী

নাম জিনেট এপস। যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার মহাকাশ প্রকৌশলী ও নভোচারী। নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তিনি। ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে যাবেন তিনি। সেখানে থাকবেন এবং কাজ করবেন। ইতিহাসে এ ঘটনা প্রথম ঘটতে যাচ্ছে। নাসা সম্প্রতি এ ঘোষণা দিয়েছে। নাসা জানিয়েছে, যে মহাকাশ যানে করে জিনেট মহাকাশ স্টেশনে যাবেন, সেটি হলো বোয়িং সিএসটি-১০০ স্টারলাইনার। সেখানে তিনি ছয় মাস থাকবেন। এই যাত্রায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবেন সুনিতা উইলিয়াম এবং জস ক্যাসাডা। নাসার প্রশাসক জিম ব্রাইডেনস্টাইন একটি টুইট বার্তায় জিনেটকে স্বাগত জানিয়েছেন। যে সাফল্যে হাতছানি জিনেটের সামনে তা আরও আগে ধরা দেওয়ার কথা ছিল। ২০১৮ সালেই মহাকাশে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। ওই বছর একটি বর্ধিত মিশনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল জিনেটের। ওই সময় মিশন সম্পন্ন করলে তিনি হতেন নারী ও পুরুষের মধ্যে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নভোচারী। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে ওই মিশন থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় নাসার পক্ষ থেকে কোনো ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি। নাসার এই সিদ্ধান্তে খেপেছিলেন জিনেটের ভাই হেনরি এপস। এ ঘটনাকে 'নিপীড়নমূলক বর্ণবাদ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি। তবে জিনেট এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ২০০৯ সালে প্রায় সাড়ে তিন হাজার আবেদনকারীর মধ্য থেকে ১৪ জন প্রার্থীকে মহাকাশচারী হিসেবে নির্বাচিত করেছিল নাসা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জিনেট। তিনি পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড থেকে। নাসায় কাজ করার আগে সাত বছর সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে কাজ করেছেন তিনি।

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ভারতে হাইপারসোনিক প্রযুক্তি

সুপারসোনিক প্রযুক্তির যুগ পেরিয়ে ভারত ঢুকে গেছে হাইপারসোনিক প্রযুক্তির যুগে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ওডিশার হুইলার দ্বীপে এ পি জে আবদুল কালাম উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে প্রথম সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়েছে হাইপারসোনিক টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেশন ভেহিকেল। এই সাফল্য আগামী দিনে উন্নত মানের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। পৃথিবীতে মাত্র তিনটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন এই প্রযুক্তি আয়ত্ত করেছে। সেই কাতারে চতুর্থ দেশ হিসেবে এবার ভারত স্থান করে নিয়েছে। ভারতের ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) এই পরীক্ষা চালায়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই পরীক্ষা প্রথমবার করা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছিল। ৭ সেপ্টেম্বর সে সাফল্য অর্জিত হলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এই প্রযুক্তির সাহায্যে যে গতি আয়ত্ত করা সম্ভব, তা শব্দের তুলনায় ছয় গুণ দ্রুতগামী। এই প্রযুক্তির পরিভাষায় যা 'ম্যাক ৫'।

অর্থাৎ, ঘণ্টায় ৬ হাজার ৮৩৬ দশমিক ৩৫ মাইল পথ এই যান অতিক্রম করতে পারে। গতির তারতম্য ঘটে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যানের উচ্চতা ও উষ্ণতা অনুযায়ী। ডিআরডিও জানায়, চালকহীন এই আকাশযান উৎক্ষেপণের পর ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় প্রতি সেকেন্ডে ২ কিলোমিটার গতিতে ২০ সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে চলেছে।

আবারও টিকার পরীক্ষা শুরু করতে যাচ্ছে অক্সফোর্ড

করোনাভাইরাসের মহামারির শুরু থেকেই বিজ্ঞানীরা এর নিরাপদ ও কার্যকর টিকা উদ্ভাবনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে কয়েকটি সম্ভাব্য টিকা ঘিরে বেশ আশার সঞ্চারও হয়েছে। এগুলো মানবদেহে পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম যুক্তরাজ্যের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনেকা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের উদ্ভাবিত সম্ভাব্য টিকাটি। তবে একজন স্বেচ্ছাসেবী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর টিকাটির পরীক্ষা সাময়িক স্থগিত করা হয়েছিল। আশার কথা

আবারও টিকার ট্রায়াল আবার শুরু হতে যাচ্ছে।

১৫ সেপ্টেম্বর অ্যাস্ট্রাজেনেকা জানায়, গবেষণা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিল এবং তদন্ত করে দেখা হচ্ছিল যে ওই খারাপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া টিকার কারণে হয়েছে কি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা ধারণা করছে যে টিকার পরীক্ষা অব্যাহত রাখা নিরাপদ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক ট্রায়াল আবার শুরুর এই খবরকে স্বাগত জানিয়েছেন। যুক্তরাজ্যের মেডিসিনস অ্যান্ড হেলথ কেয়ার প্রোডাক্টস রেগুলেটরি এজেন্সি এবং একটি স্বতন্ত্র রিভিউ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এখন থেকে এই গবেষণা চলবে বলেও জানানো হয়।

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ হামলার রায়

নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ জুমার নামাজের সময় আল নুর মসজিদ ও লিনউড মসজিদে বন্দুক হামলা চালান শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ব্রেনটন টারান্ট (২৯)। ওই হামলায় নিহত হন বাংলাদেশিসহ ৫১ জন। এর মধ্যে আল নুর মসজিদে তিন বছর বয়সী একটি শিশুসহ নিহত ৪৪ জন। ওই হামলায় আহত হন ৪০ জন। হামলার ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারও করেন হামলাকারী টারান্ট। এ হামলার মামলায় শুনানির সময় সরকারি কৌঁসুলি বলেছেন, টারান্ট কয়েক বছরের পরিকল্পনার পর হামলাটি চালান। হামলার জন্য তিনি সাত হাজারের বেশি গুলি সংগ্রহ করেছিলেন। ক্রাইস্টচার্চের হাইকোর্ট গত ২৭ আগস্ট ২০২০ এ মামলার রায় ঘোষণা করেন। বিচারক অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক ব্রেনটন টারান্টকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেন। সাজাভোগের সময় তিনি প্যারোলেও মুক্তি পাবেন না। নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে কঠোর সাজা। সেদিক থেকে এই রায় ঠাঁই করে নিয়েছে দেশটির ইতিহাসে।

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি করল আমিরাত-বাহরাইন

ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আরব দেশ বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইইউ)। গত ১৫ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দপ্তর হোয়াইট হাউসে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পৃথকভাবে আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান ও বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল লতিফ আল জায়ানির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এই তিন নেতা মিলে এক যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন।ইসরায়েলের সঙ্গে এই আরব দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে মূল ভূমিকা পালন করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। একে ইসরায়েলের সফলতা হিসেবে দেখছেন কেউ কেউ। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন ছাড়া ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নয়—এমন নীতিতেই দীর্ঘদিন চলছিল আরব দেশগুলো। কিন্তু সেই নীতি থেকে অনেকটা হঠাৎ করেই সরে এসেছে আমিরাত ও বাহরাইন।

১৯৪৮ সালে ব্রিটিশশাসিত ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্ম হয়। পশ্চিমা বিশ্বের বানানো এই রাষ্ট্রকে কখনো মেনে নেয়নি আরবরা। ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও সবশেষ ১৯৭৩ সালে আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ হয় ইসরায়েলের। প্রতিবারই আরবরা পরাজিত হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ফিলিস্তিন-ইসরায়েল দুটি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে সংঘাত মেটানোর চেষ্টা করলেও তা এখনো সফলতার মুখ দেখেনি। ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আরব দেশগুলো প্রধান তিনটি শর্ত দিয়েছিল। সেগুলো হলো, যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর দখল করা জমি ছেড়ে দেওয়া, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন ও স্বীকৃতি এবং ফিলিস্তিনের দখল করা জমি হস্তান্তর। সেই শর্তের কোনোটা পূরণ না হওয়ার পরও আরব দেশগুলো ইহুদি রাষ্ট্রটির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। এখন পর্যন্ত আমিরাত ও বাহরাইন ছাড়া আরও দুই আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েলের চুক্তি হয়েছে। ১৯৭৯ সালে মিসরের সঙ্গে এবং ১৯৯৪ সালে জর্ডানের সঙ্গে চুক্তি করে দেশটি।

Boighar.com

লাদাখ নিয়ে অশান্তিতে ভারত-চীন

বইঘর.কম

সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনে ভারত ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক 'সফল ও খোলামেলা' হলেও পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি অপরিবর্তিত। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর উত্তেজনা কমেনি। চীনও নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে পিছিয়ে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত দেয়নি। ইঙ্গিত নেই কোনো তরফেই সেনা প্রত্যাহারেরও। রাশিয়ার মস্কোয় গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ বৈঠকে বসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই। তার আগে মস্কোতেই বৈঠক করেন ভারত ও চীনের দুই প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও উই ফেংহি। দুই দফার বৈঠকেরই প্রথম পর্যায়ে রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ উপস্থিত ছিলেন। সীমান্ত শান্তির স্বার্থে সেখানে দুই দেশ সেনা ও কূটনৈতিক স্তরে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিলেও কোনো পক্ষই জুন পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। ১০ সেপ্টেম্বর জয়শঙ্কর-ওয়াং ই বৈঠকটি চলে গভীর রাত পর্যন্ত। ১১ সেপ্টেম্বর সকালে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, আলোচনা খোলামেলা ও সফল হয়েছে। পাঁচটি বিষয়ে দুই দেশ একমত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অতীত চুক্তি ও প্রটোকল মেনে চলা, সংঘাতপূর্ণ সম্ভাবনা এড়িয়ে চলা, উত্তেজনা কমাতে আস্থাবর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ, মতবিরোধকে সংঘর্ষে পরিণত হতে না দেওয়া ও ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া। এর আগে পূর্ব লাদাখে দুই দেশের সেনা উপস্থিতি নিয়ে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের দাবি, এলএসি বরাবর প্রচুর পরিমাণে (অন্তত ৫০ লাখ) সেনা মোতায়েন করে চীন ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালের চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। চীনের দাবি, ভারতীয় বাহিনী গুলি ছোড়াসহ বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা দিচ্ছে সীমান্তে। পূর্ব লাদাখের পরিস্থিতি আপাতত এই রকম: প্যাংগং লেকের একধারে ফিঙ্গার ১ থেকে ৮ পর্যন্ত যে এলাকা দুই দেশের টহলদারির আওতায় ছিল, যা ছিল দুই দেশের 'বাফার', তার অর্ধেক (ফিঙ্গার ৪ থেকে ৮) জুন মাসে চীন দখল করে নিজেদের বলে দাবি জানাতে থাকে। সেই থেকে ওই অঞ্চলে ভারতীয় বাহিনীর টহলদারিতে তারা বাধা দিচ্ছে। এর পাল্টা গত আগস্টের শেষ দিক থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে প্যাংগং লেকের দক্ষিণাঞ্চলের উঁচু শিখরগুলো ভারতীয় জওয়ানেরা দখল করে নেন। ৭ সেপ্টেম্বর থেকে চীন দুবার ওই সব উঁচু ঘাঁটি পুনর্দখলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারা গুলিও ছোড়ে, যা এত বছর হয়নি।

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার মধ্যেই জাতিসংঘে কোভিড-১৯ নিয়ে প্রস্তাব অনুমোদন

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরোধিতার মধ্যেই জাতিসংঘে কোভিড-১৯ মহামারি সম্পর্কে 'ব্যাপক ও সমন্বিত সাড়া' দেওয়ার বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস হয়েছে। এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নেতৃত্বের ভূমিকার স্বীকৃতিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে জানানো হয়, গত ১১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের প্রস্তাব নিয়ে অনুষ্ঠিত ভোটে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দেয় ইসরায়েল। ইউক্রেন ও হাঙ্গেরি অনুপস্থিত ছিল। ভোটে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৬৯টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। এতে ব্যাপক সমর্থন নিয়ে প্রস্তাবটি পাস হয়েছে। এ প্রস্তাব নিয়ে গত মে ২০২০ থেকে আলোচনা চলছে। প্রস্তাবটি সর্বজনীন সমাধান বলা হচ্ছে। কারণ, এতে মহামারি নিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে মূল নেতৃত্বের ভূমিকার স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি মহামারি সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার অনুঘটক এবং সমন্বয়ে জাতিসংঘের ব্যবস্থার মৌলিক ভূমিকার বিষয়টি উঠে এসেছে।

জাপানের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা চুক্তি

ভারত ও জাপান প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াতে চুক্তিবদ্ধ হলো। পারস্পরিক প্রতিরক্ষা সরবরাহ ও পরিষেবার বহর বাড়াতে গত ৯ সেপ্টেম্বর এ দুই দেশের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, চীনের সঙ্গে সীমান্ত উত্তেজনার নিরিখে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এ চুক্তির ফলে দুই দেশের প্রতিরক্ষা বহরের মধ্যে বহুমুখী সহযোগিতা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি আঞ্চলিক নিরাপত্তাও দৃঢ় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভারতের প্রতিরক্ষাসচিব অজয় কুমার ও জাপানের রাষ্ট্রদূত সাতোশি সুজুকি এ 'অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিসিং' চুক্তিতে সই করেন। চুক্তিটি আগামী ১০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে। এ চুক্তির ফলে যৌথ মহড়া, শিক্ষণশিবির, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন, ত্রাণকাজ, বিপর্যয় মোকাবিলা অথবা তৃতীয় দেশ থেকে নাগরিকদের উদ্ধার করাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে দুই দেশের বাহিনী একে অন্যের সরবরাহ ও পরিষেবায় সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ওমান ও সিঙ্গাপুরের সঙ্গে ভারতের এ চুক্তি রয়েছে। খাদ্য, পানীয়, পরিবহন, পোশাক চিকিৎসা ছাড়াও এ পরিষেবার অন্তর্গত থাকছে যন্ত্রাংশের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।

বুকার জিতলেন ডাচ তরুণী মার্কি লুকাস রিজনেভেল্ড

চলতি বছরে 'দ্য ডিসকমফোর্ট অব ইভিনিং' উপন্যাসের জন্য বুকার পুরস্কার জিতেছেন মার্কি লুকাস রিজনেভেল্ড। ২৯ বছর বয়সে তিনি এ পুরস্কার পেলেন। প্রথম ডাচ ঔপন্যাসিক হিসেবে এ পুরস্কার পাচ্ছেন। করোনার কারণে গত ২৮ আগস্ট ডিজিটাল ইভেন্টের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। মাতৃভাষায় উপন্যাস লিখে বুকার জিতলেন মার্কি লুকাস রিজনেভেল্ড। সবচেয়ে কম বয়সে তিনি এ পুরস্কার পেলেন। বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন মাইকেল হ্যাচিসন নামের এক অনুবাদক। এ পুরস্কারের ভাগীদার হবেন তিনিও। 'দ্য ডিসকমফোর্ট অব ইভিনিং' উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে ১০ বছরের বালিকাকে কেন্দ্র করে। তার নাম জস। পৃথিবীকে বোঝাপড়ার জন্য তার রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি। ভাই ম্যাথিস আইস স্কেটিংয়ে গিয়ে মারা যায়। তাদের বর্তমান গল্প এক বিয়োগান্ত দুর্ঘটনার ফলাফল। উপন্যাসটি আবর্তিত হয় তার পরবর্তী বিষাদ ও মানসিক টানাপোড়েনকে ঘিরেই।

আফ্রিকা পোলিওমুক্ত

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সর্বশেষ পোলিও শনাক্ত হওয়ার চার বছর পরে গত ২৫ আগস্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) আফ্রিকা মহাদেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা করেছে। ডব্লিউএইচও এক বিবৃতিতে আফ্রিকার দেশগুলোর সরকার, দাতা, সম্মুখসারির স্বাস্থ্যকর্মী ও কমিউনিটির নিরলস প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছে, এর ফলে মহাদেশটির ১৮ লাখ শিশু গোটা জীবনের পঙ্গুত্বের ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবে।

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

সবার আগে করোনার টিকার পেটেন্ট দিল চীন

চীনের টিকা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান ক্যানসিনো বায়োলজিকসকে তাদের কোভিড-১৯ টিকা 'অ্যাডফ-এনকোভ'-এর জন্য পেটেন্ট অনুমোদন দিল বেইজিং। দেশটির মেধাস্বত্ব নিয়ন্ত্রকের তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে টিকার পেটেন্ট করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে জানানো হয়, চীনের ন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে ডকুমেন্ট অনুমোদন দিয়েছে, এতে গত ১১ আগস্ট টিকার পেটেন্ট অনুমোদন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

চীনের পিপলস ডেইলি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এই প্রথম চীনের পক্ষ থেকে কোভিড-১৯-এর কোনো টিকার পেটেন্ট অনুমোদন দেওয়া হলো।

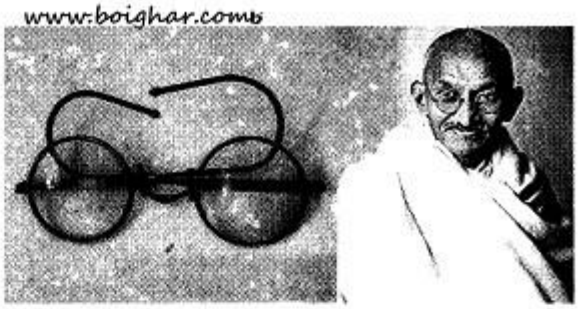

গান্ধীর চশমা বিক্রি প্রায় ৩ কোটিতে, ৫০ বছর পড়ে ছিল ড্রয়ারে

ভারতের স্বাধীনতার অন্যতম নায়ক মহাত্মা গান্ধীর এক জোড়া চশমা যুক্তরাজ্যে নিলামে ৩ লাখ ৪০ হাজার মার্কিন ডলারে বিক্রি হয়েছে। ১ ডলার ৮৫ টাকা ধরলে ২ কোটি ৯০ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে ওই এক জোড়া চশমা।

যুক্তরাজ্যের এক ব্যক্তির বাসার ড্রয়ারে প্রায় ৫০ বছর ধরে পড়ে ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ওই চশমা। ছয় মিনিটের টেলিফোন নিলামে যুক্তরাষ্ট্রের একজন সংগ্রাহক চশমা জোড়া কিনে নেন।

অহিংস আন্দোলনের পুরোধা মহাত্মা গান্ধী ওই চশমা ১৯২০ কিংবা ১৯৩০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় পরতেন বলে জানিয়েছে ইস্ট ব্রিস্টল অকশন হাউস। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, নিলামে চশমাটির দাম ১৯ হাজার ৬৩৪ ডলার বা ১৬ লাখ ৬৫ হাজার টাকার মতো উঠবে।

তথ্যসূত্র : এএফপি, রয়টার্স, বিবিসি, সিএনএন, এনডিটিভি, টাইমস অব ইন্ডিয়া

সংকলন ও অনুবাদ : **রাজিউল হাসান**

www.bdniyog.com

আজ-কাল বাংলাদেশ : মডেল টেস্ট

১. বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচকে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
ক. ১৩১তম খ. ৯৭তম
গ. ১১৬তম ঘ. ১২৬তম
উত্তর : গ

২. বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা বর্তমানে কতটি দেশে দায়িত্ব পালন করছেন?
ক. ৯টি খ. ১১টি গ. ১২টি ঘ. ১৩টি
উত্তর : খ

৩. বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে কত শতাংশ?
ক. ৪ দশমিক ২৪ শতাংশ
খ. ৬ দশমিক ১২ শতাংশ
গ. ৩ দশমিক ১২ শতাংশ
ঘ. ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ
উত্তর : ঘ

৪. বর্তমানে দেশে কয়লাখনির সংখ্যা কতটি?
ক. ৪টি খ. ৬টি গ. ৫টি ঘ. ৭টি
উত্তর : গ

৫. Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর চেয়ারম্যান কে?
ক. শেখ হাসিনা খ. রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান
গ. আবদুল্লাহ ইয়ামিন ঘ. জোসেফ কাবিলা
উত্তর : ক

৬. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বর্তমানে সর্বাধিক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ কোনটি?
ক. উগান্ডা খ. বাংলাদেশ
গ. ইথিওপিয়া ঘ. পাকিস্তান
উত্তর : খ

৭. দক্ষিণ এশিয়ায় জিসিএর (গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপটেশন) প্রথম আঞ্চলিক অফিস যে শহরে?
ক. মালেতে খ. দিল্লিতে
গ. কাঠমান্ডুতে ঘ. ঢাকায়
উত্তর : ঘ

৮. চীন ও ভারত উভয় দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা কত ডলার?

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ক. ৩০ বিলিয়ন ডলার খ. ৪০ বিলিয়ন ডলার
গ. ৫০ বিলিয়ন ডলার ঘ. ২০ বিলিয়ন ডলার
উত্তর : ঘ

৯. চরম দারিদ্র্য বলতে বোঝায় যাদের আয়—
ক. ১ দশমিক ৯০ ডলারের কম
খ. ১ দশমিক ৭০ ডলারের কম
গ. ১ দশমিক ৮০ ডলারের কম
ঘ. ১ দশমিক ৫০ ডলারের কম
উত্তর : ক

১০. বিশ্বের মোট ইলিশের মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়—
ক. ৮০ শতাংশ খ. ৭৬ শতাংশ
গ. ৮৬ শতাংশ ঘ. ৯০ শতাংশ
উত্তর : গ

১১. বর্তমানে দেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা কতটি?
ক. ১৬টি খ. ২৫টি
গ. ১২টি ঘ. ১৮টি
উত্তর : ক

বইঘর.কম

১২. বর্তমানে (সেপ্টেম্বর ২০২০) দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ কত?
ক. ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
খ. ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
গ. ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
ঘ. ৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
উত্তর : ঘ

১৩. বৈধ পথে প্রবাসী আয় বাড়াতে সরকার গত ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রণোদনা ঘোষণা করে কত শতাংশ হারে?
ক. ২ শতাংশ হারে খ. ২.৫ শতাংশ হারে
গ. ৩ শতাংশ হারে ঘ. ৩.৫ শতাংশ হারে
উত্তর : ক

১৪. বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিয়ে কত মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব?
ক. প্রায় ৬ মাসের খ. প্রায় ৮ মাসের
গ. প্রায় ৭ মাসের ঘ. প্রায় ১০ মাসের
উত্তর : ঘ

১৫. এপ্রিল ২০২০ থেকে ক্রেডিট কার্ড ছাড়া সব ঋণের সুদহার কত শতাংশ নির্ধারণ করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক?
ক. ৭ শতাংশ খ. ৮ শতাংশ
গ. ৯ শতাংশ ঘ. ১১ শতাংশ
উত্তর : গ

১৬. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বিচারপতি বর্তমানে কতজন?
ক. ৮ জন খ. ৬ জন
গ. ১০ জন ঘ. ৯ জন
উত্তর : ক

১৭. কার্ড পেমেন্টের প্রথম গ্লোবাল অল-নেটওয়ার্ক কিউআর চালু করে কোন ব্যাংক?
ক. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক খ. ইস্টার্ণ ব্যাংক
গ. ঢাকা ব্যাংক ঘ. সিটি ব্যাংক
উত্তর : ঘ

১৮. বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার কত শতাংশ?
ক. ৭২ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ
খ. ৭৪ দশমিক ৭০ শতাংশ
গ. ৭৩ দশমিক ৪০ শতাংশ
ঘ. ৭১ দশমিক ৫০ শতাংশ
উত্তর : খ

১৯. দেশে বছরে সাধারণত গড়ে কত লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়?
ক. ৯০ লাখ বেল খ. ৮৫ লাখ বেল
গ. ৭৫ লাখ বেল ঘ. ৬০ লাখ বেল
উত্তর : গ

২০. বিশ্বব্যাংকের মানবসম্পদ সূচক ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান—
ক. ১৩৯তম খ. ১৩৭তম
গ. ১৩৮তম ঘ. ১৩৬তম
উত্তর : ঘ

আজ-কাল বিশ্ব মডেল টেস্ট

১. আফ্রিকা মহাদেশের কোন দেশটি সর্বশেষ পোলিওমুক্ত হয়?
ক. কঙ্গো খ. তানজানিয়া
গ. নাইজেরিয়া ঘ. মোজাম্বিক
উত্তর : গ

২. আফ্রিকার মানবাধিকারের (Human rights) রাজধানী বলা হয় কোন দেশকে?
ক. দ. আফ্রিকা খ. ইথিওপিয়া
গ. গাম্বিয়া ঘ. কেনিয়া
উত্তর : গ

৩. হাইপারসনিক প্রযুক্তির যুগে প্রবেশকারী চতুর্থ রাষ্ট্র কোনটি?
ক. চীন খ. উ. কোরিয়া
গ. জাপান ঘ. ভারত
উত্তর : ঘ

৪. সব ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী বিশ্বের একমাত্র দল কোনটি?
ক. লিভারপুল খ. বার্সেলোনা
গ. এসি মিলান ঘ. বায়ার্ন মিউনিখ
উত্তর : ঘ

৫. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে মোট কতটি ইলেকটোরাল ভোট প্রয়োজন?
ক. ২৭০টি খ. ২৭২টি
গ. ৫৩৮টি ঘ. ৫৪০টি
উত্তর : ক

৬. আন্তর্জাতিক ফুটবলে শীর্ষ গোলদাতা নিম্নের কোন খেলোয়াড়?
ক. লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা
খ. নেইমার, ব্রাজিল
গ. ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পর্তুগাল

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ঘ. আলী দাইয়ি, ইরান
উত্তর : ঘ

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সংগঠন ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএফ) সদস্যদেশ কতটি?
ক. ৭৮টি খ. ৩০টি
গ. ৪৮টি ঘ. ৯৮টি
উত্তর : গ

৮. ওআইসির সদস্যদেশ কতটি?
ক. ৫৭টি খ. ৫৪টি
গ. ৪৮টি ঘ. ৫৩টি
উত্তর : ক

৯. আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কত তারিখ?
ক. ৫ অক্টোবর খ. ৮ অক্টোবর
গ. ১৬ সেপ্টেম্বর ঘ. ৮ সেপ্টেম্বর
উত্তর : ঘ

১০. মিসর ও জর্ডানের পর সম্প্রতি আরব বিশ্বের তৃতীয় কিন্তু প্রথম উপসাগরীয় যে দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়—
ক. কাতার খ. কুয়েত
গ. সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘ. বাহরাইন
উত্তর : গ

১১. আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস কত তারিখ?
ক. ১১ সেপ্টেম্বর খ. ১৫ সেপ্টেম্বর
গ. ১১ অক্টোবর ঘ. ১৫ অক্টোবর
উত্তর : খ

১২. 'এক্সটিঙ্কশন রিবেলিয়ন' যে ধরনের সংগঠন—
ক. জলবায়ু পরিবর্তনবিরোধী সংগঠন
খ. মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন
গ. দুর্নীতিবিরোধী সংগঠন
ঘ. পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন
উত্তর : ক

১৩. যুক্তরাষ্ট্রের পর চীনের সঙ্গে যে দেশের বাণিজ্যযুদ্ধ বাধে—
ক. ভারত খ. জাপান
গ. ফ্রান্স ঘ. অস্ট্রেলিয়া
উত্তর : ঘ

১৪. বিশ্বব্যাংকের মানবসম্পদ সূচক ২০২০ অনুযায়ী শীর্ষ দেশ—
ক. সুইজারল্যান্ড খ. নরওয়ে
গ. সুইডেন ঘ. ফিনল্যান্ড
উত্তর : খ

১৫. বর্তমান বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দর কোনটি?
ক. সাংহাই, চীন খ. গ্লাসগো, ব্রিটেন
গ. শিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র ঘ. পেনাং, মালয়েশিয়া
উত্তর : ক

১৬. পণ্য আমদানিতে বর্তমান বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. ভারত খ. চীন
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. ব্রাজিল
উত্তর : গ

১৭. পূর্ব লাদাখ সীমান্তে ভারত-চীন উত্তেজনার সূত্রপাত ঘটে কত তারিখে?
ক. ১৫ জুন ২০২০ খ. ৫ জুলাই ২০২০
গ. ২৫ জুন ২০২০ ঘ. ১০ জুলাই ২০২০
উত্তর : ক

১৮. বিশ্বে করোনার টিকার প্রথম পেটেন্ট দিয়েছে কোন দেশ?
ক. রাশিয়া খ. যুক্তরাজ্য
গ. চীন ঘ. যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর : গ

১৯. সম্প্রতি ভারত ও জাপানের মধ্যে কত বছরের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে?
ক. ১০ বছর খ. ১৫ বছর
গ. ২০ বছর ঘ. ৩০ বছর
উত্তর : ক

২০. ইউএস ওপেন ২০২০-এর নারী এককে শিরোপা জয়ী কে?
ক. সেরেনা উইলিয়ামস খ. ভিক্টোরিয়া আজারেঙ্কা
গ. নাওমি ওসাকা ঘ. মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা
উত্তর : গ

www.bdniyog.com

ভুল শব্দ সঠিক শব্দ

সঠিক	ভুল	সঠিক	ভুল	সঠিক	ভুল
অলংকার	অলঙ্কার	ব্যাপার	ব্যাপার	ব্যভিচার	ব্যাভিচার
অহংকার	অহঙ্কার	ব্যাধি	ব্যধি	ব্যবস্থা	ব্যাবস্থা
আকাঙ্ক্ষা	আকাঙ্খা	ব্যাঘাত	ব্যাঘাত	ব্যবসায়	ব্যাবসায়
ভয়ংকর	ভয়াঙ্কর	ব্যতিক্রম	ব্যাতিক্রম	ব্যঙ্গ	ব্যাঙ্গ
ভান্ডার	ভাণ্ডার	ব্যায়াম	ব্যয়াম	ব্যস্ত	ব্যাস্ত
ব্যথা	ব্যাথা	ব্যাপৃত	ব্যপৃত	ব্যুৎপত্তি	ব্যূৎপত্তি
ব্যবহার	ব্যাবহার	ব্যাপারী	ব্যপারী	শ্রমজীবী	শ্রমজীবি
ব্যয়	ব্যায়	ব্যাহত	ব্যহত	গোষ্ঠী	গোষ্টি
ব্যক্তি	ব্যাক্তি	ব্যাপক	ব্যপক	হঠাৎ	হটাৎ
				রূপায়ণ	রূপায়ন, রুপায়ন

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না

সৈয়দ আলমগীর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)
এসিআই লিমিটেড

বইঘর.কম

এসিআই লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) **সৈয়দ আলমগীর**। তিনি ২০ বছর ধরে এসিআই লিমিটেডের সঙ্গে রয়েছেন।

সৈয়দ আলমগীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ সম্পন্ন করার পর একটি বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি মে ও বেকার লিমিটেডে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন, যা বর্তমানে সানোফি অ্যাভেন্টিস নামে পরিচিত।

এসিআইয়ে যোগ দেওয়ার আগে তিনি ছয় বছর যমুনা গ্রুপে গ্রুপ মার্কেটিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেন। তিনি বিভিন্ন কৌশলগত বিপণন কার্যক্রমে সফল অনেক ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন। ১০০% হালাল সাবানের ওপর তাঁর কাজ অনেক প্রশংসিত হয়েছে। ব্যবসা ও বিপণন কর্মে তিনি একজন সফল ব্যক্তি।

নিজস্ব তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্প-বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে সৈয়দ আলমগীরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সফলতার নানা কথা এবং এ পেশায় ভালো করার কৌশল। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মোছাব্বের হোসেন**।

প্রশ্ন : আপনি তো চাকরিজীবনের বড় একটি অংশ কনজ্যুমার পণ্য নিয়ে কাজ করেছেন, এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : সাধারণত যেসব পণ্য মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ও দৈনন্দিন দরকার হয়, তাকেই কনজ্যুমার পণ্য বলে। খাবার থেকে শুরু করে পোশাক পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসই কনজ্যুমার পণ্য।

প্রশ্ন : এ দেশে কনজ্যুমার পণ্যের বাজারের সম্ভাবনা কেমন?

উত্তর : আমাদের দেশে মানুষ আছে ১৭ কোটি। প্রত্যেকটি মানুষেরই কনজ্যুমার পণ্য দরকার হয়। এর বাজার খুব ভালো। লোকজনের চাহিদা ও ক্রয়ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। আয় যেমন বেড়েছে, তেমনি ব্যয়ও বেড়েছে। আর কনজ্যুমার পণ্যের পেছনেই লোকজন আয়ের বেশির ভাগ ব্যয় করে থাকেন। কেউ ১০০ টাকা আয় করলে ৯০ টাকাই কনজ্যুমার পণ্যের পেছনে ব্যয় করেন।

আবার কনজ্যুমার পণ্যের ব্যবহারের ধরনও বদলেছে। আগে লোকজন খোলা লবণ কিনতেন, এখন প্যাকেটজাত লবণ কেনেন। এভাবে দিন দিন কনজ্যুমার পণ্যের বাজার বেড়েই চলছে। তাই বলা যায়, এর সম্ভাবনা অনেক ভালো।

প্রশ্ন : আপনি তো দেশে প্রথম হালাল সাবান কনসেপ্ট নিয়ে এসেছেন। এটি সফলও হয়েছে। কীভাবে এটি করলেন?

উত্তর : আমি যমুনা গ্রুপে থাকার সময় এরোমেটিক হালাল সাবান নিয়ে কাজ করি। এর আগে সাবান তৈরি হতো বিভিন্ন পশুর চর্বি থেকে। অনেক সময় এটি হালাল হতো না। এই ধারণা থেকে আমি ১৯৯৩ সালের দিকে ভেজিটেবল ফ্যাট বা চর্বি থেকে তৈরি সাবান বাজারে আনার পরিকল্পনা করি। আর এটি আনার পর আমরা বলেছিলাম, এই সাবান ১০০ ভাগ হালাল। লোকজন আমাদের পণ্য দারুণভাবে গ্রহণ করলেন। একটা সময় পর্যন্ত আমরা সাবানের মার্কেট ধরে রাখলাম। এভাবে নতুন কনসেপ্ট এনেও কনজ্যুমার পণ্যের বাজার দখল করা যায়। পরে এটি আরও অনেক প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করেছে।

প্রশ্ন : কনজ্যুমার পণ্যের বাজারে চাকরি বা কাজের সুযোগ কেমন?

উত্তর : কনজ্যুমার পণ্যের বাজারে বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রায় ৫০ লাখ মানুষ এতে যুক্ত আছেন। ১৪ লাখ দোকান রয়েছে। প্রতিটি দোকানে গড়ে তিন-চারজন চাকরি করছেন। এ থেকেই তো বোঝা যায়, কত মানুষ এতে যুক্ত। আর একটি দিক হলো এই কনজ্যুমার পণ্যের বাজার ক্রমবর্ধমান। এটি বাড়তেই থাকবে, এতে মানুষের কর্মসংস্থানও বাড়তে থাকবে।

প্রশ্ন : কনজ্যুমার পণ্যের চাকরিতে ভালো করতে গেলে কী প্রয়োজন?

উত্তর : সাধারণত বিজনেস গ্র্যাজুয়েটদের সবচেয়ে বড় কোয়ালিটি

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ক্ষেত্র হলো কনজ্যুমার পণ্যের বাজার। বিজনেস গ্র্যাজুয়েটরা সেসব বিষয় পড়ে, যা ব্যবসার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং, ইকোনমিকসসহ ব্যবসার নানা দিক সম্পর্কে তাঁরা যে জ্ঞান নেন, তা কনজ্যুমার পণ্যের বাজারসংশ্লিষ্ট। এই জ্ঞান তাঁদের বাস্তবে কাজ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। দেশের বড় বড় কনজ্যুমার পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তো বিজনেস গ্র্যাজুয়েটরাই নেতৃত্ব দিচ্ছে।

প্রশ্ন : কনজ্যুমার পণ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কনজ্যুমার পণ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী কী হচ্ছে, তা জানতে হবে। বিদেশের মানুষ কনজ্যুমার পণ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী কী দিক প্রাধান্য দিচ্ছে, তা দেখতে হবে, না হলে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকা যাবে না। যেমন বিদেশের শপিং মলে গিয়ে দেখলাম লবণের প্যাকেটে সাদা ধবধবে লবণ। দেখতেও সুন্দর। আমি সেটি সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। পরে সেটি দেখে আমি আমার প্রতিষ্ঠানে সাদা লবণ তৈরি শুরু করলাম। সেই থেকে সেটি জনপ্রিয় হওয়া শুরু হলো। এভাবে বিদেশ থেকেও আমাদের জ্ঞান নিতে হবে। আবার নিজেদের সৃজনশীলতাও দেখাতে হবে। যেমন কোভিড আসার আগে আমি জীবাণুনাশক স্প্রে বাজারে আনার কথা বললাম। অনেকে বললেন, এটা চলবে না। ঠিকই বাজারে আনার পর চলেওনি। কিন্তু কোভিড আসার পর সেটি টপ কনজ্যুমার পণ্য হিসেবে বিবেচিত হলো।

প্রশ্ন : কনজ্যুমার পণ্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কীভাবে এগিয়ে যেতে হবে?

উত্তর : নতুনত্ব আনার বিকল্প নেই। পুরোনো ধ্যানধারণা নিয়ে বসে থাকলে হবে না। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচির বদল হয়। সেটি মাথায় রেখে নতুন নতুন পণ্য নিয়ে আসতে হবে। বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। তাহলে আপনি যে পণ্য বাজারে আনবেন, লোকজন আস্থা থেকেই তা কিনবেন।

প্রশ্ন : এসিআই সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : এসিআই দেশের একটি বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান। এটির চারটি ভাগ আছে। ওষুধ, অত্যাধুনিক কৃষিযন্ত্র বাজারজাত করা, রিটেইল চেনই শপ স্বপ্ন আর কনজ্যুমার পণ্য। এখানে কর্মীর সংখ্যা ২২ হাজার। প্রতিবছরই নতুন নতুন নিয়োগ হয় আর এসব ক্ষেত্রে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়া হয়।

প্রশ্ন : কোভিড-পরবর্তী সময় নিয়ে আপনার কী মূল্যায়ন?

উত্তর : কোভিডের কারণে মানুষের জীবন-জীবিকা দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছে। অনেকে কাজ হারিয়েছেন। ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন। এর প্রভাব পড়েছে কনজ্যুমার পণ্যের বাজারে। অনেকে হয়তো সাবান কেনেন। বিদেশি সাবান কিনতেন। তাঁরা দেশের তৈরি পণ্য কিনলেও কিন্তু চলে যায়। এতে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বেঁচে থাকে। তাই বলব, দেশের প্রতিষ্ঠানের কনজ্যুমার পণ্য কিনুন। দেশকে আগে বাঁচাতে হবে। আর কোভিডকে মাথায় রেখে কনজ্যুমার পণ্য বাজারে আনুন। তাহলে ব্যবসা বন্ধ হবে না। একই সঙ্গে কোভিডের কারণে কনজ্যুমার পণ্যের দাম কমাতে হবে। তাহলে ব্যবসা চালু থাকবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের (বিআইডিএস) এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, কোভিডের কারণে প্রায় ১৩% মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এখন প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজেদের টিকিয়ে রাখাই মূল বিষয়। তাই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটালাইজেশন এখন সময়ের প্রয়োজন। সংস্থাগুলো তাদের অপারেশন যত বেশি স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটালাইজ করতে পারবে, তত বেশি এ-জাতীয় সংকট থেকে বের হয়ে আসা যাবে।

৪১তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট-৬-এর উত্তর

১.খ ২.খ ৩.গ ৪.গ ৫.খ ৬.খ ৭.ক ৮.ঘ ৯.গ ১০.খ ১১.গ ১২.ঘ ১৩.ক ১৪.ঘ ১৫.খ ১৬.ক ১৭.ঘ ১৮.খ ১৯.খ ২০.গ ২১.গ ২২.খ ২৩.খ ২৪.গ ২৫.ঘ ২৬.খ ২৭.খ ২৮.গ ২৯.ক ৩০.খ ৩১.ক ৩২.ঘ ৩৩.ঘ ৩৪.গ ৩৫.গ ৩৬.ক ৩৭.গ ৩৮.গ ৩৯.ঘ ৪০.খ ৪১.গ ৪২.গ ৪৩.ঘ ৪৪.গ ৪৫.ঘ ৪৬.ক ৪৭.ক ৪৮.ঘ ৪৯.গ ৫০.খ ৫১.গ ৫২.ক ৫৩.খ ৫৪.ঘ ৫৫.ক ৫৬.খ ৫৭.ক ৫৮.খ ৫৯.ঘ ৬০.খ ৬১.খ ৬২.গ ৬৩.ক ৬৪.গ ৬৫.খ ৬৬.ক ৬৭.ক ৬৮.গ ৬৯.খ ৭০.ঘ ৭১.ক ৭২.খ ৭৩.ঘ ৭৪.খ ৭৫.গ ৭৬.গ ৭৭.ঘ ৭৮.গ ৭৯.খ ৮০.ঘ ৮১.গ ৮২.গ ৮৩.গ ৮৪.ক ৮৫.ঘ ৮৬.খ ৮৭.ঘ ৮৮.গ ৮৯.খ ৯০.গ ৯১.গ ৯২.গ ৯৩.খ ৯৪.গ ৯৫.ঘ ৯৬.খ ৯৭.ক ৯৮.গ ৯৯.ঘ ১০০.খ ১০১.খ ১০২.ক ১০৩.খ ১০৪.ঘ ১০৫.গ ১০৬.ক ১০৭.ক ১০৮.ঘ ১০৯.গ ১১০.ঘ ১১১.খ ১১২.খ ১১৩.খ ১১৪.গ ১১৫.ক ১১৬.গ ১১৭.খ ১১৮.ক ১১৯.ঘ ১২০.গ ১২১.গ ১২২.গ ১২৩.ক ১২৪.ঘ ১২৫.খ ১২৬.গ ১২৭.ক ১২৮.ক ১২৯.ক ১৩০.ক ১৩১.ক ১৩২.ক ১৩৩.গ ১৩৪.ঘ ১৩৫.গ ১৩৬.ক ১৩৭.গ ১৩৮.ক ১৩৯.খ ১৪০.ঘ ১৪১.ঘ ১৪২.ক ১৪৩.গ ১৪৪.ক ১৪৫.ক ১৪৬.ক ১৪৭.খ ১৪৮.গ ১৪৯.খ ১৫০.ক ১৫১.খ ১৫২.গ ১৫৩.খ ১৫৪.ঘ ১৫৫.ক ১৫৬.ঘ ১৫৭.ক ১৫৮.খ ১৫৯.গ ১৬০.ক ১৬১.ক ১৬২.গ ১৬৩.ঘ ১৬৪.খ ১৬৫.গ ১৬৬.ক ১৬৭.খ ১৬৮.ঘ ১৬৯.গ ১৭০.ক ১৭১.ঘ ১৭২.গ ১৭৩.গ ১৭৪.খ ১৭৫.গ ১৭৬.খ ১৭৭.ঘ ১৭৮.গ ১৭৯.ক ১৮০.ক ১৮১. খ. ১৮২. খ ১৮৩. ক ১৮৪. ক ১৮৫. গ ১৮৬. গ ১৮৭. ক ১৮৮. খ ১৮৯. খ ১৯০. খ ১৯১. খ ১৯২. ক ১৯৩. গ ১৯৪. গ ১৯৫. ঘ ১৯৬. গ ১৯৭. খ ১৯৮. ক ১৯৯. ক ২০০. গ

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

জেফ বেজোস প্রথম ২০ হাজার কোটি ডলার সম্পদের মালিক

আরও ধনী হলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি জেফ বেজোস। বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ২০ হাজার কোটি ডলারের মাইলফলক, ছুঁয়েছেন তিনি।

গত ২৬ আগস্ট ২০২০ বেজোসের সম্পদের পরিমাণ হয়েছে ২০ হাজার ৪৬০ কোটি ডলার।

এই বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জেফ বেজোসের কোম্পানি আমাজনের শেয়ারের দর বেড়েছে ৮০ শতাংশ।

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ধনী বিল গেটসের চেয়ে এখন প্রায় ৯ হাজার কোটি ডলার বেশি সম্পদের মালিক বেজোস। বিল গেটসের সম্পদের পরিমাণ ১১ হাজার ৬১০ কোটি ডলার। এমনকি মূল্যস্ফীতি সামঞ্জস্য করলেও বেজোসের সম্পদ এতটাই থাকবে বলে মনে করছে 'ফোর্বস'।

করোনায় বড় অর্থনীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি যুক্তরাজ্যের

এপ্রিল থেকে জুন—তিন মাসে কোভিড-১৯-এর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি।

আন্তর্জাতিক সংস্থা অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) অন্তর্ভুক্ত ৩৭টি দেশের অর্থনীতি গড়ে সংকুচিত হয়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ।

ওইসিডি মনে করছে, এর পরের আঘাতটা পড়বে স্পেনের ওপর। ইউরোজোনের অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ১২ দশমিক ১ শতাংশ হারে।

বিবিসি অনলাইনের প্রতিবেদনে জানানো হয়, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ২০ দশমিক ৪ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। যেখানে ওইসিডিভুক্ত ৩৭টি দেশের অর্থনীতি গড়ে সংকুচিত হয়েছে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ।

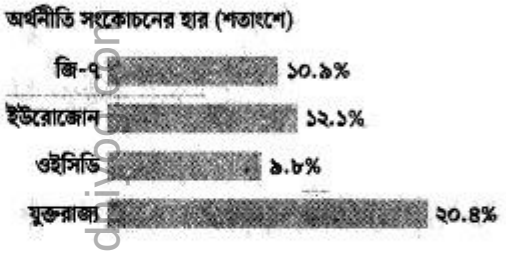

তবে কেবল ওইসিডিভুক্ত নয়, সংকুচিত হয়েছে ইউরোজোন ও শিল্পোন্নত দেশগুলোতেও। শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি-৭-ভুক্ত দেশের সংকোচনের হার ১০ দশমিক ৯ শতাংশ। ইউরোজোনের অর্থনীতি সংকুচিত হয়েছে ১২ দশমিক ১ শতাংশ হারে। জি-৭-ভুক্ত দেশের মধ্যে বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফ্রান্সের অর্থনীতি ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। ইতালিতে ১২ দশমিক ৪ শতাংশ, কানাডায় ১২ শতাংশ ও জার্মানিতে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে।

২ ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলকে অ্যাপল

প্রথম মার্কিন কোম্পানি হিসেবে দুই ট্রিলিয়ন ডলার স্পর্শ করল প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল।

২০১৮ সালে এক ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে অ্যাপল। মাত্র দুই বছরের মধ্যে পুঁজিবাজারে কোম্পানির মূল্য দুই ট্রিলিয়ন হয়ে গেল।

স্মার্টফোনের বিক্রি কমলেও অনলাইনে হচ্ছে পাঠদান, অফিস, সেমিনার-মিটিং। ব্যাপক এ চাহিদায় পোয়াবারো টেক কোম্পানিগুলোর।

এর আগে বিশ্বের একটি কোম্পানিই দুই ট্রিলিয়ন ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করে। সেটি ছিল সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি সৌদি আরামকো। গত বছর পুঁজিবাজারে নাম লিখিয়েই এই শিখরে পৌঁছায় তারা। তবে পরে এর দাম কিছুটা কমে যায়। এখন কোম্পানিটির দাম ১ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলার।

জুলাইয়ে অ্যাপল তা ছাড়িয়ে যায়। অ্যাপল এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দামের কোম্পানি।

বইঘর.কম
Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ইসলামি বন্ড 'সুকুক' ছাড়বে সরকার

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থায়নে সরকার নতুন একটি বন্ড ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে এটি প্রচলিত, সাধারণ বা ট্রেজারি বন্ড নয়। বিশ্বব্যাপী চালু আছে, এমন একটি শরিয়াহভিত্তিক ইসলামি বন্ড এটি। এ ধরনের বন্ড 'সুকুক' নামে পরিচিত। সুকুক একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে সিলমোহর লাগিয়ে কাউকে অধিকার ও দায়িত্ব দেওয়ার আইনি দলিল। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, অর্থায়নের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সরকার সুকুক ছাড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এ নিয়ে অর্থ বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংক ৯ মাস ধরে যৌথভাবে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে অর্থ বিভাগের অনুমান হচ্ছে, সুকুকের মাধ্যমে অন্তত ৩০ হাজার কোটি টাকা তোলা সম্ভব, যা সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা যাবে। এ লক্ষ্যে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ছাড়া হতে পারে পাঁচ হাজার কোটি টাকার বন্ড। জানা গেছে, সুকুকের মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য সম্প্রতি ৬৮টি প্রকল্পের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। নির্ধারণ করা হয়েছে প্রকল্পগুলোর টাকার পরিমাণও। এর মধ্যে পাঁচটি প্রকল্পের জন্যই টাকা লাগবে ১২ হাজার কোটি টাকা। এ ছাড়া ৭০০ থেকে ১ হাজার কোটি টাকার ৫টি, ৪০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকার ১২টি এবং ২০০ থেকে ৪০০ কোটি টাকার ৪৬টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে।

দেশে দেশে সুকুক

সুকুক ছাড়ার দিক থেকে বর্তমানে মালয়েশিয়া বিশ্বে প্রথম স্থানে রয়েছে। বিশ্বব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকও (আইডিবি) সুকুক ছেড়েছে। এ ছাড়া বাহরাইন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, কাতার, সৌদি আরব, সিঙ্গাপুর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও সুকুক প্রচলিত রয়েছে। মুসলিম দেশের পাশাপাশি অমুসলিম দেশেও এখন সুকুক চালু রয়েছে।

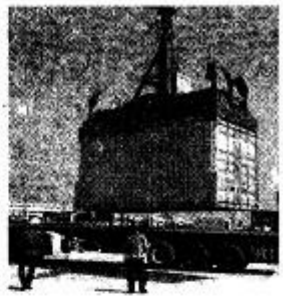

আগস্টে পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৪.৩২%

করোনার বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে শুরু করেছে দেশের পণ্য রপ্তানি খাত। মহামারির ধাক্কায় গত এপ্রিল, মে ও জুন মাসে রপ্তানি কমলেও জুলাইয়ে দশমিক ৫৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। আগস্টে এসে রপ্তানি ৪ দশমিক ৩২ শতাংশ বেড়েছে। ওই মাসে রপ্তানি হয়েছে ২৯৬ কোটি ৭১ লাখ ডলারের পণ্য।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গত ৬ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে রপ্তানির তথ্য প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ২ মাসে ৬৮৭ কোটি ৮০ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় আগের ২০১৯-২০ অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২ দশমিক ১৭ শতাংশ বেশি। আগের অর্থবছরের প্রথম ২ মাসে ৬৭৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

রেকর্ড উচ্চতায় রিজার্ভ, প্রবাসী আয়েও গতি

করোনাভাইরাসের প্রকোপের মধ্যেও দেশে ১৯৬ কোটি ৩৯ লাখ ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ১৬ হাজার ৬৯৩ কোটি টাকা। কোরবানি ঈদের কারণে গত জুলাইয়ে রেকর্ড ২৬০ কোটি ডলার আয় এসেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এদিকে প্রবাসী আয়, রপ্তানি আয়, বিদেশি ঋণ ও সহায়তার ওপর ভর করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ হাজার ৯০০ কোটি বা ৩৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, জুলাই ও আগস্ট মাস মিলিয়ে দেশে ৪৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ডলারের আয় এসেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি।

রিজার্ভ ৩৯ বিলিয়ন ডলার

এদিকে প্রবাসী আয়, রপ্তানি আয়, বিদেশি ঋণ ও সহায়তার কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত ১ সেপ্টেম্বর দিন শেষে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৯১৫ কোটি ডলারে। ফলে করোনাভাইরাসের মধ্যে নতুন উচ্চতা ছুঁয়েছে রিজার্ভ। আমদানি ব্যয় কমে যাওয়ায়ও রিজার্ভ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

প্রতি মাসে চার বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় হিসেবে এই রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ১০ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব।

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

সরকারি ভাতা যাবে মোবাইল ব্যাংক হিসাবে

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকারি ভাতা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের (এমএফএস) মাধ্যমে সরকারি সুবিধাভোগীর হিসাবে দেওয়া হচ্ছে।
- পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে সারা দেশের সরকারি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।
- আট ইউনিয়নে মোট ১৩ হাজার ৮৮৫ জন সুবিধাভোগীর ওপর এই পরীক্ষামূলক লেনদেন চালানো হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সরকারি ভাতা মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের

(এমএফএস) মাধ্যমে সরকারি সুবিধাভোগীর হিসাবে দেওয়া হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে নগদ, বিকাশ, রকেট ও শিওর ক্যাশকে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। তারা ৮ বিভাগের ৮ ইউনিয়নের ১৩ হাজার ৮৪৫ উপকারভোগী বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী নাগরিকের কাছে সরাসরি সরকারি ভাতা পৌঁছে দেবে। সম্প্রতি সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে এক চিঠির মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদাতাদের এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে সারা দেশের সরকারি মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। এর ফলে ভাতার টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীর হিসাবে পৌঁছে যাবে। কমে যাবে মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎপাত।

www.boighar.com

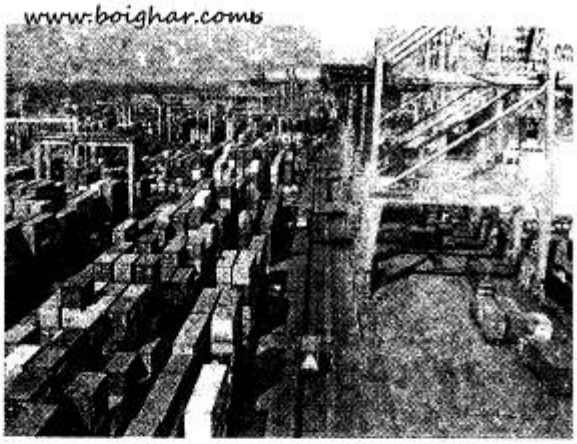

কনটেইনার পরিবহন বইঘর.কম

চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরের তালিকায় ৫৮তম

এক বছরের ব্যবধানে ছয় ধাপ এগিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর বিশ্বের ব্যস্ততম বন্দরের তালিকায় ৫৮তম অবস্থানে উঠে এসেছে। এ নিয়ে গত এক দশকে ৩৩ ধাপ এগিয়েছে এ বন্দর।

২০১৯ সালে সারা বিশ্বের বন্দরগুলোর ব্যস্ততা, অর্থাৎ কনটেইনার পরিবহনের সংখ্যা হিসাব করে শীর্ষ ১০০টির তালিকা তৈরি করেছে লয়েডস লিস্ট। লন্ডনভিত্তিক শিপিং-বিষয়ক বিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো এ সংবাদমাধ্যম ব্যস্ত বন্দরগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে। পোশাকশিল্পের রপ্তানির ওপর ভর করেই চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনার পরিবহনের সংখ্যা বাড়ছে বলে উল্লেখ করা হয় লয়েডস লিস্টের প্রতিবেদনে। তবে অবস্থানগত উন্নতি হলেও প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম বন্দরের সম্প্রসারণ জরুরি বলেও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লয়েডস লিস্টের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে চীনের সাংহাই বন্দর। গত বছর বন্দরটি দিয়ে ৪ কোটি ৩৩ লাখ কনটেইনার পরিবহন হয়েছে। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর বন্দর। সবার শেষে, অর্থাৎ

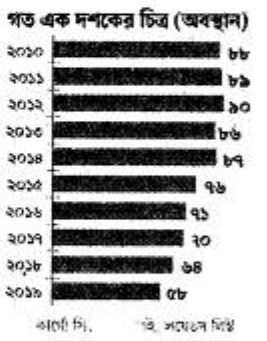

১০০তম স্থানে রয়েছে তাইওয়ানের তাইপে বন্দর। এ বন্দর দিয়ে কনটেইনার পরিবহন হয়েছে ১৬ লাখ। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি বন্দর দিয়ে ৬৩ কোটি ৪০ লাখ একক কনটেইনার পরিবহন হয়েছে, যা ২০১৮ সালের তুলনায় আড়াই শতাংশ বেশি। শীর্ষ ১০০ বন্দরের মধ্যে চীনের আছে ২৩টি। চীনের বন্দরগুলো দিয়ে বিশ্বের মোট কনটেইনারের ৩৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ পরিবহন হয়েছে। চীনে গত বছর কনটেইনার পরিবহন হয়েছে ২৪ কোটি ৩৭ লাখ।

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

বেকারত্বের বৈশ্বিক পরিস্থিতি

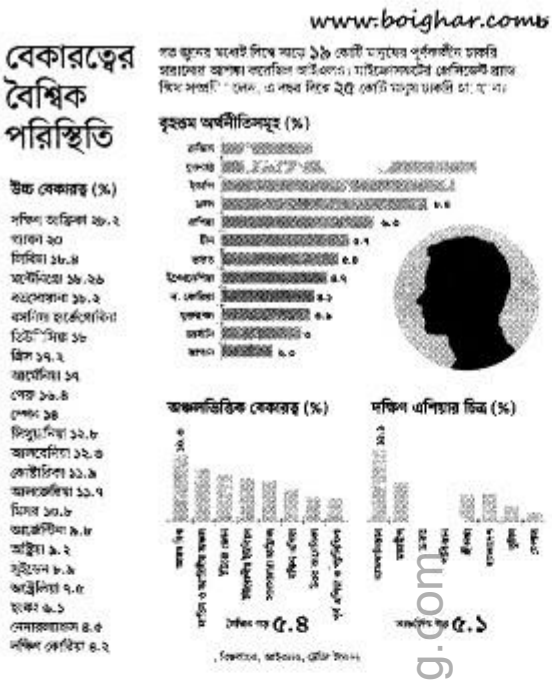

নৌপথে ত্রিপুরায় পণ্য পরিবহন শুরু

৫ সেপ্টেম্বর শনিবার প্রথমবারের মতো নৌপথে সিমেন্ট যায় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরায়।

শিগগিরই এই নৌপথ নিয়মিত করা হবে বলে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) সূত্রে জানা গেছে।

গত ২৪ আগস্ট বিআইডব্লিউটিএ নতুন নৌপথটি দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেয়।

অস্ট্রেলিয়ায় ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম মন্দা

- অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি গত ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম মন্দায় পড়েছে। করোনার কারণে এ অর্থনৈতিক সংকটে দেশটি।
- বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অস্ট্রেলিয়ার মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) গত তিন মাসের তুলনায় সংকুচিত হয়েছে ৭ শতাংশ।
- ২০০৮ সালে অর্থনৈতিক সংকটের সময় মন্দা এড়াতে সক্ষম হয় অস্ট্রেলিয়া।

অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি গত ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম মন্দায় পড়েছে। করোনার কারণে এ অর্থনৈতিক সংকটে দেশটি। বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অস্ট্রেলিয়ার জিডিপি গত তিন মাসের তুলনায় সংকুচিত হয়েছে ৭ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ কমে জিডিপি। ১৯৫৯ সালে এই জিডিপির হার নির্ধারণ শুরু হওয়ার পরে এটি প্রথম বৃহত্তম পতন। বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে ১৯৯০-এর দশকে মন্দার মুখে পড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই মন্দা পরের বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তবে করোনা যেন আরও খারাপ আঘাত করেছে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে। বিশ্লেষকেরা আশঙ্কা করছিলেন, অর্থনীতি ৮ শতাংশ সংকুচিত হবে।

তবে এখন পর্যন্ত করোনায় মন্দায় পড়া দেশগুলোর মধ্যে ভালো অবস্থানে অস্ট্রেলিয়া। কারণ, বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে অন্য উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি আরও বেশি সংকুচিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি সাড়ে ৯ শতাংশ, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি ২০ দশমিক ৪ শতাংশ, ফ্রান্সের অর্থনীতি ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ ও জাপানের অর্থনীতি ৭ দশমিক ৬ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে।

গ্রন্থনা : গোলাম রব্বানী

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

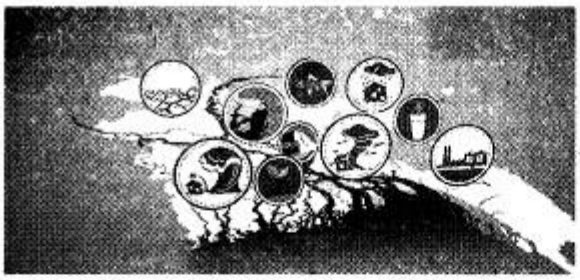

ডেলটা প্ল্যান কী ও কেন?

শাকিলা হক

বন্যা, নদীভাঙন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামে পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার দীর্ঘমেয়াদি কৌশল হিসেবে বহুল আলোচিত 'বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন পায় ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর। 'ডেলটা প্ল্যান' নামে বেশি পরিচিত শত বছরের এ মহাপরিকল্পনা। পরিকল্পিত ১০০ বছরের প্রথম ১০ বছরে, অর্থাৎ ২০২০-৩০ সালের মধ্যে ২ লাখ ৯৭ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। এ অর্থ ব্যয় হবে মোট ৮০টি প্রকল্পে। প্রস্তাবিত ৮০টি প্রকল্পে এ টাকা খরচ করতে পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হবে।

আলোচনার শুরুতে প্রথমেই আসলে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কী এই ডেলটা প্ল্যান? বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধনশীল বদ্বীপপ্রধান (ডেলটাইক) দেশ, যা প্রধানত পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদ-নদীবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে নদ-নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দেশে ৮০ শতাংশ এলাকা এই নদ-নদীগুলোর প্লাবনভূমিতে অবস্থিত। এ দেশের মানুষের জীবন, জীবিকা ও অর্থনীতির চালিকাশক্তি এ নদ-নদী ও তার প্লাবন ভূমিগুলো। বাংলাদেশের জন্য আসলে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। কারণ, একদিকে বর্ষাকালে প্রচুর পানি ও পলি নদ-নদীগুলো দিয়ে বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়, যার ফলে অসংখ্য চর গড়ে ওঠে। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি পাওয়া যায় না। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করায়, অর্থাৎ পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মানবসৃষ্ট পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ায় প্রাকৃতিক পানিচক্র বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এতে পানির গুণগত মান ও প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে, লবণাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে। মিঠাপানির স্বল্পতা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সে কারণে বাংলাদেশের জন্য সার্বিকভাবে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে তৈরি করা হয়েছে এই বদ্বীপ রূপকল্প (ডেলটা ভিশন)।

বদ্বীপ পরিকল্পনার 'হটস্পট'—

বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ছয় ধরনের জায়গাকে বাংলাদেশ বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। যেগুলোকে 'হটস্পট' বলা হচ্ছে। পরিকল্পনা প্রণয়নে দেশের আটটি হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চলকে ভিত্তি হিসেবে ধরে প্রতিটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির মাত্রায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একই ধরনের দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা জেলাগুলোকে অভিন্ন গ্রুপ বা হটস্পটে আনা হয়েছে। এভাবে দেশে মোট ছয়টি হটস্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো উপকূলীয় অঞ্চল, বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল, হাওর এবং আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকা, পার্বত্য অঞ্চল, নদী ও মোহনা অঞ্চল, নগর অঞ্চল ও ক্রস কাটিং অঞ্চল (শেরপুর, নীলফামারী ও গাজীপুর জেলা)।

বদ্বীপ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—

সামগ্রিক বদ্বীপ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যই হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিবেচনায় রেখে কৃষি, পানিসম্পদ, ভূমি, শিল্প, বনায়ন, মৎস্যসম্পদ প্রভৃতিকে গুরুত্ব প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, খাদ্যনিরাপত্তা ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং সে লক্ষ্যে ধাপে ধাপে বাস্তবসম্মত একটি সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদি (৫০ থেকে ১০০ বছর) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কর্মকৌশল নির্ধারণ করা। সেই সঙ্গে আমাদের নিরাপদ জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখা।

তহবিলের সম্ভাব্য উৎস—

এ তহবিলের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, পরিবেশ ও জলবায়ু-সম্পর্কিত তহবিল, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বকে (পিপিপি) বিবেচনা করা হয়েছে। পানিসম্পদ নিয়ে ১০০ বছরের বদ্বীপ পরিকল্পনায় নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বাংলাদেশের যৌথ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই সমঝোতার আওতায় টেকসই বদ্বীপ ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজনে সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে কারিগরি সহযোগিতা দেবে। শুরুতে বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিবছর মোট দেশজ আয়ের ২ দশমিক ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে নির্ধারণ করা হয়। তবে বর্তমানে জিডিপির ১ শতাংশ পরিমাণ টাকা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে, যা ২০৩০ সাল নাগাদ আড়াই শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে সরকার।

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

এ উদ্যোগের আওতায় ইতিমধ্যে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো—

১. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের অবদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ডেলটা ভিশন ও লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি শনাক্ত ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে;

২. বদ্বীপ পরিকল্পনাসংশ্লিষ্ট ১৯টি সহায়ক গবেষণাপত্র তৈরি করা হয়েছে, যার আলোকে একটি জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে;

৩. পৃথকভাবে পানিসম্পদ খাতে গত ৬০ বছরে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করে অর্জিত জ্ঞান থেকে ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করা হচ্ছে;

৪. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও নগরায়ণ বিবেচনা করে ভবিষ্যতের বিভিন্ন রূপকল্প প্রক্ষেপণ করা হয়েছে;

৫. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার সম্ভাব্য পরিবর্তিত পটভূমিগুলো কী হতে পারে, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৬. সংশ্লিষ্ট ভিত্তিস্তর জ্ঞান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন রূপকল্প বিবেচনায় শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বর্ষা মৌসুমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ও ভূমির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণসহ পানিসম্পদ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে;

৭. চিহ্নিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় কৌশল নির্ধারণের কাজ চলছে;

৮. দীর্ঘমেয়াদি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ডেলটা কমিশন অ্যান্ড ডেলটা ফান্ড বিষয়ে প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে;

৯. বদ্বীপ পরিকল্পনার আওতায় বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরির কার্যক্রম চলমান।

এর মধ্যে ২ শতাংশ নতুন বিনিয়োগ এবং শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয় করা হবে। জিডিপির ২ দশমিক ৫ শতাংশের মধ্যে ৮০ শতাংশ সরকারি তহবিল থেকে এবং ২০ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে আসবে।

সরকারের ৫৮টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে ১০টি মন্ত্রণালয় পানি ব্যবস্থাপনা বা বদ্বীপ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে। সেগুলো হলো কৃষি মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা কমিশন বলছে, পানি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ১০টি মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হবে ডেলটা তহবিলের টাকায়, যেটি এখন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

লেখক : সাংবাদিক

www.bdniyog.com

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং রোগব্যাধি সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান

- শক্তির নিত্যতা বা অবিনাশিতা সূত্রের মূলকথা—শক্তির ধ্বংস বা বিনাশ নেই।
- M.K.S পদ্ধতিতে বলের একক—নিউটন।
- উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক যন্ত্র—ক্রেসকোগ্রাফ।
- পৃথিবীপৃষ্ঠে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি—মেরু অঞ্চলে।
- খাদ্যের মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান—রাসায়নিক শক্তি।
- শিশুদের রিকেটস রোগ হয় যে ভিটামিনের অভাবে—ভিটামিন ডি।
- পানি বরফে পরিণত হলে তার আয়তন—বাড়ে।
- রেফ্রিজারেটরে হিমায়ক হিসেবে যে উদ্বায়ী পদার্থ ব্যবহৃত হয়—ফ্রেয়ন।
- ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে দাগ কাটা থাকে—950 F থেকে 1100 F।
- আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন—ম্যাক্স প্লাঙ্ক।
- মানুষের রক্তে শ্বেত রক্তকণিকা ও লোহিত রক্তকণিকার অনুপাত—১ : ৭০০।
- চিকিৎসকেরা নাক, কান, গলা পর্যবেক্ষণের জন্য যে দর্পণ ব্যবহার করেন—অবতল দর্পণ।
- কিডনির মৌলিক গাঠনিক ও কার্যকরী একক হলো—নেফ্রন।
- যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি—লাল।
- মানবদেহে রক্তচাপ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম—স্ফিগমোম্যানোমিটার।
- মৌলিক রং যতটি—৩টি (লাল, সবুজ, নীল)।
- হৃৎপিণ্ডের সংকোচন চাপকে বলা হয়—সিস্টোল।
- মানুষের প্রতিটি কোষে ক্রোমোসম থাকে—৪৬টি।
- হীরক উজ্জ্বল দেখায় যে ঘটনার জন্য—আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য।
- MRI-এর পূর্ণরূপ—Magnetic Resonance Imaging।
- রক্তের রং লাল হয় যে কারণে—হিমোগ্লোবিনের উপস্থিতিতে।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসাপদ্ধতিকে বলা হয়—টেলিমেডিসিন।

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে নতুন চিন্তার সূত্রপাত

করোনাভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরবরাহব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে দাম বাড়ছে। তবে মহামারির সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখা গেছে চাহিদার ওপর। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে যেমন মূল্যস্ফীতি বাড়বে, তেমনি সুদের হারও কমবে। মানুষের বিনিয়োগের প্রবণতা কমে গেছে। দেশে দেশে ধনী লোকেরা আয়ের বড় একটি অংশ সঞ্চয় করতে শুরু করেছেন।

বইঘর.কম

প্রতীক বর্ধন

এ যুগের মানুষ হিসেবে আমরা জানি, ১৯৩৬ সালে অর্থনীতিবিদ জন মেইনার্ড কেইনসের 'দ্য জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি' শীর্ষক রচনার মধ্য দিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচনা হয়। এর পরবর্তী ইতিহাসকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, উনিশ শতকের চল্লিশের দশক, যে দশক কেইনসের চিন্তা দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। সত্তরের দশকে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়, কেইনসীয় চিন্তা যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। এরপর আশির দশকে মুদ্রানীতির যুগ শুরু হয়, পৌরোহিত্য করেন মিল্টন ফ্রিডম্যান। এরপর ১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে অর্থনীতিবিদেরা এই মনোভঙ্গির মিশেল ঘটান। আর এখন করোনাভাইরাসের আঘাতে যখন সব লন্ডভন্ড হয়ে যাচ্ছে, তখন নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। সেই যুগ আমাদের জন্য কী নিয়ে অপেক্ষা করছে?

কেইনসের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল ধারণা ছিল ব্যবসায়িক চক্রের ব্যবস্থাপনা। সেটা হলো, মন্দা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে এবং সিংহভাগ মানুষকে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এ চিন্তা আরেকটু সম্প্রসারণ করে অর্থনৈতিক নীতির শিরোমণি করা হয়।

কেইনসের অর্থনৈতিক চিন্তা বিশ শতকের অন্যান্য অর্থনৈতিক চিন্তার মতো নয়, এ তত্ত্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনেক বড়। মহামন্দার অভিজ্ঞতা কেইনসীয় তাত্ত্বিকদের এই মর্মে আশ্বস্ত করেছিল যে অর্থনীতি প্রাকৃতিকভাবে নিজের ত্রুটি দূর করতে পারে না।

সরকারকে বিপুল অঙ্কের ঘাটতি বহন করতে হবে, অর্থাৎ খারাপ অবস্থার সময় যত টাকা রাজস্ব আদায় হবে, তার চেয়ে বেশি ব্যয় করতে হবে এই আশায় যে ভালো সময় এলে ঋণভার হ্রাস পাবে। তবে এই তত্ত্ব পরবর্তীকালে খাটেনি। সত্তরের দশকের দীর্ঘ সময় উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও উচ্চ বেকারত্ব মূলধারার অর্থনীতিবিদদের এলোমেলো করে দেয়। তখন দৃশ্যপটে আসেন মিল্টন ফ্রিডম্যান। আর এখন শুরু হয়েছে করোনাভাইরাসের প্রকোপ। সরবরাহব্যবস্থা ও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এতে দাম বাড়ছে। তবে মহামারির সবচেয়ে বড় প্রভাব দেখা গেছে চাহিদার ওপর। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, ভবিষ্যতে যেমন মূল্যস্ফীতি বাড়বে, তেমনি সুদের হারও কমবে। মানুষের বিনিয়োগের প্রবণতা কমে গেছে। দেশে দেশে ধনী লোকেরা আয়ের বড় একটি অংশ সঞ্চয় করতে শুরু করেছেন।

পাশাপাশি মহামারির কারণে অর্থনীতির অন্তর্নিহিত অসমতা একদিকে যেমন খোলাসা হয়ে গেছে, তেমনি তার মাত্রাও বেড়েছে। শোভন কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা বাড়িতে থেকে কাজ করতে পারছেন; কিন্তু সরবরাহকারী, আবর্জনা পরিষ্কারকারীর মতো অতি জরুরি কর্মীদের তো মাঠে কাজ করতে হচ্ছে। ঝুঁকি নিয়েই তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে, যদিও এ কাজের জন্য তাঁদের মজুরিও খুব কম। আর পর্যটনশিল্পে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাজ হারানোর হার অন্যান্য খাতের তুলনায় সামঞ্জস্যহীনভাবে বেশি।

এতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে। সেটা আবার তখন খুবই বেদনাদায়কভাবে পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিতে পারে। আর্থিক খাতের সংস্কার কর্মসূচি উল্টো ফল দিতে পারে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অধিকতর পুনর্বণ্টন করতে গেলে ভীতির সৃষ্টি হতে পারে। এতে হঠাৎ করেই অর্থনীতির পতন হতে পারে। আবার করের হার বাড়িয়ে দিলে কর্মসংস্থান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবন ব্যাহত হতে পারে।

অর্থনীতি নিয়ে নতুন চিন্তা করার সুযোগ এনে দিয়েছে কোভিড-১৯। তবে একটা ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে। সেটা হলো বেকারত্ব কমলে বা সিংহভাগ শ্রমিকের হাতে কাজ থাকলে তাঁদের মজুরি বাড়ত বা তাঁরা আরও দর-কষাকষি করার সুযোগ পেতেন। তখন আর সম্পদ পুনর্বণ্টনের প্রয়োজন হতো না। সরকারি ঋণ নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তাভাবনা করলে জলবায়ুবান্ধব প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়ত। সরকারের পক্ষেও অর্থায়নের নতুন খাত বের করা সম্ভব হতো, যেখানে থাকবে অধিকতর উদ্ভাবন। সেই বাস্তবতায় অর্থায়নের ব্যয়ও কমে যেত। আর তখন মুদ্রানীতি বাস্তবায়নেও নগদ টাকার ঘাটতি বাধা হয়ে দাঁড়াত না। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, সেটা হলো পুরোনো অর্থনৈতিক কাঠামো ক্ষয়ে গেছেই বলে মনে হচ্ছে। যেভাবেই হোক না কেন, পরিবর্তন আসছে।

দ্য ইকোনমিস্ট অবলম্বনে

লেখক : সাংবাদিক

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

১২ অতিধনীর হাতে ১৩ অঙ্কের অর্থ

এ টি এম ইসহাক

বাংলায় দুটি কথা আছে—টাকায় টাকা আনে এবং টাকার নৌকা পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে। অর্থাৎ হাতে অঢেল টাকা, অর্থবিত্ত এলে মানুষ বেশ ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। তখন তারা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ কুক্ষিগত করে। অর্থনীতি ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্র থেকে নিজেদের ফায়দা বা সুবিধা লুটে নেয়। এভাবে নেপথ্যে থেকে রাজনীতির কলকাঠি নেড়ে ধনসম্পদ আরও বাড়ানোই হয়ে ওঠে বিত্তবানদের অন্যতম লক্ষ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের এ রকম বিত্তবানদের মধ্য থেকে শীর্ষ ১২ জনকে আলোচনায় নিয়ে এসেছে সে দেশের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ (আইপিএস)। এই কয়জন অতিধনীর সম্মিলিত ধনসম্পদের পরিমাণ বেড়ে ১৩ আগস্ট ১৩ অঙ্কে, অর্থাৎ এক ট্রিলিয়ন (১ দশমিক শূন্য ১৫) মানে এক লাখ কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে আইপিএস তাঁদের আলোচনায় নিয়ে এসেছে। সামনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ সম্পর্কে অবশ্য কিছু বলেনি সংস্থাটি। তবে আইপিএস এসব ধনীকে 'অলিগার্কিক ডজন' এবং তাঁদের সমন্বিত সম্পদ এক লাখ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যাওয়াকে 'ডিস্টার্বিং মাইলস্টোন' বা 'পীড়াদায়ক মাইলফলক' বলে অভিহিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বলেছে, 'এই ১২ জনের হাতে অসম্ভব রকমের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রয়েছে।' উল্লেখ্য, ধনীরা অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করলে সেটাকে বলে অলিগার্কিক। এ বছরের ১৮ মার্চ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন করোনার কারণে সংকট-মন্দায় নাকাল, তখন এঁদের অতিধনীর সম্পদ ২৮

হাজার ৩০০ কোটি ডলার বা ৪০ শতাংশ বেড়েছে। অথচ চলতি বছরে দেশটিতে অর্ধেকের বেশি পরিবারের আয় কমেছে।

১৮ মার্চ থেকে ১৩ আগস্ট পর্যন্ত এসব ধনীর সম্পদ বৃদ্ধির চিত্র দেখে নেওয়া যাক। এই করোনাকালে সর্বোচ্চ ৭৩ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদ বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের শীর্ষ ধনী এবং অনলাইনভিত্তিক খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান আমাজনের জেফ বেজোসের। মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সম্পদ ১৬ দশমিক ১ বিলিয়ন, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ের সিইও ওয়ারেন বাফেটের সম্পদ ১৩ দশমিক ১ বিলিয়ন, ফেসবুকের সিইও মার্ক জাকারবার্গের সম্পদ ৪০ দশমিক ৮ বিলিয়ন বেড়েছে। প্রসঙ্গত, ১০০ কোটিতে ১ বিলিয়ন। তবে টেসলা ও স্পেসএক্সের সিইও এলন মাস্কের সম্পদ ৪৮ দশমিক ৫ বিলিয়ন বা ২২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। শতকরা হিসাবে এটিই প্রবৃদ্ধির সর্বোচ্চ হার।

মাইক্রোসফটের আরেক সহপ্রতিষ্ঠাতা স্টিভ ব্যালমারের সম্পদ ১৮ দশমিক ৮ বিলিয়ন, ওরাকলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি অ্যালিসনের ১১ দশমিক ৯ বিলিয়ন, গুগলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেইজ ও সের্গেই ব্রিনের সম্পদ যথাক্রমে ১৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন করে বেড়েছে। এ ছাড়া

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

ওয়ালমার্টের উত্তরাধিকারী অ্যালিস ওয়ালটনের সম্পদ ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন, জিম ওয়ালটনের সম্পদ ৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন ও রব ওয়ালটনের সম্পদ ৭ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। সম্পদের দিক থেকে বর্তমানে যথারীতি সবার ওপরে আছেন জেফ বেজোস। যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের এই শীর্ষ ধনীর সম্পদ ১১৩ বিলিয়ন থেকে ৭৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন বেড়ে ১৯৪ দশমিক ৯ বিলিয়নে উঠেছে। বর্তমানে প্রতি সেকেন্ডে তাঁর আয় ৮৩ হাজার ডলারের বেশি, যা বাংলাদেশের প্রায় ৭১ লাখ টাকা।

বিল গেটসের সম্পদ ৯৮ বিলিয়ন থেকে ১১৪ বিলিয়নে, মার্ক জাকারবার্গের সম্পদ ৫৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন থেকে ৯৫ দশমিক ৫ বিলিয়নে, ওয়ারেন বাফেটের সম্পদ ৬৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন থেকে ৮০ বিলিয়নে উঠেছে। তবে এলন মাস্ক ২৪ দশমিক ৬ বিলিয়ন থেকে ৭৩ বিলিয়নের মালিক হয়েছেন। স্টিভ ব্যালমার ৫২ দশমিক ৭ বিলিয়ন থেকে ৭১ বিলিয়ন, ল্যারি অ্যালিসন ৫৯ বিলিয়ন থেকে ৭০ দশমিক ৯ বিলিয়ন, ল্যারি পেইজ ৫০ দশমিক ৯ বিলিয়ন থেকে ৬৭ দশমিক ৪ বিলিয়ন, সের্গেই ব্রিন ৪৯ দশমিক ১ বিলিয়ন থেকে ৬৫ দশমিক ৬ বিলিয়নের মালিক হন। চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের পরিবারপ্রতি আয় ৫ দশমিক ৬ শতাংশ কমেছে, যা এ ক্ষেত্রে ১৯৫০ সালের পর দেশটির সবচেয়ে বড় পতন।

করোনার আগেই যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য বেড়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। এটি করোনাভাইরাসের কারণে আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সূত্র : মার্কেট ওয়াচ, ইনইকুয়েলিটিওআরজি, বিজনেস ইনসাইডার।

লেখক : সাংবাদিক

Downloaded from www.bdniyog.com

● মেডিকেল টেকনোলজিস্ট
● সিনিয়র স্টাফ নার্স

টেকনিক্যাল

- জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে বলা হয়—কোষ।
- 'ডাউন সিনড্রোম' বলতে বোঝানো হয়—গর্ভস্থ শিশুর অপরিণত বিকাশ।
- মানবশিশুর দুধদাঁতের সংখ্যা—২০টি।
- DNA বিদ্যমান—নিউক্লিয়াসে।
- বিদ্যুৎ-শক্তিকে ব্যবহার করে রোগের চিকিৎসা করাকে বলা হয়—ইলেকট্রোথেরাপি।
- রক্ত থেকে দূষিত পদার্থ ও অতিরিক্ত পানি দূরীভূত করার প্রক্রিয়াকে বলে—ডায়ালাইসিস।
- চোখের ছানিপড়া রোগের চিকিৎসার জন্য আধুনিক অপারেশন—ফ্যাকো সার্জারি।
- রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে গেলে তাকে বলে—হাইপোগ্লাইসেমিয়া।
- কোলেস্টেরল তৈরি হয় প্রধানত—লিভারে।
- সুষম খাদ্যের উপাদান—৬টি।
- সিজোফ্রেনিয়া একধরনের—মানসিক রোগ।
- মানুষের মেরুদণ্ডে অস্থির সংখ্যা—৩৩টি।
- স্ট্রোক শরীরের যে অংশের রোগ—মস্তিষ্ক।
- মানবদেহে ক্রোমোসম থাকে মোট—৪৬টি।
- পেশিগুলো অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে যার মাধ্যমে—লিগামেন্ট।
- 'ভিটামিন সি'-এর রাসায়নিক নাম—অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।
- শর্করা পরিপাকের ফলে উৎপন্ন হয়—গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ।
- গ্যাস্ট্রিক রসের অপর নাম—পাচক রস।
- বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থ অপসারণের প্রক্রিয়াকে বলা হয়—রেচন।
- পেনিসিলিন ওষুধ তৈরি করা হয়—ছত্রাক থেকে।
- লোহিত রক্তকণিকার আয়ুষ্কাল—১২০ দিন।
- মানবদেহের রক্তের PH —7.2-7.4।
- অতিরিক্ত খাদ্য থেকে লিভারে সঞ্চিত সুগার হলো—গ্লাইকোজেন।
- ত্বকের মসৃণতা বজায় রাখে ও চর্মরোগ প্রতিরোধ করে—স্নেহ পদার্থ।
- মানবদেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গ—ত্বক।
- মানুষের স্পাইনাল কর্ডের দৈর্ঘ্য—প্রায় ১৮ ইঞ্চি।
- খাওয়ার স্যালাইন বানানোর পর যত ঘণ্টা পর্যন্ত খাওয়ানো যাবে—১২ ঘণ্টা।
- আমাদের দেহকোষ রক্ত থেকে গ্রহণ করে—অক্সিজেন ও গ্লুকোজ।
- লোহিত রক্তকণিকা সঞ্চিত থাকে—প্লীহায়।
- রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহে বাধার সৃষ্টি হওয়াকে বলে—থ্রম্বোসিস।
- হৃৎপিণ্ড যে ধরনের পেশি দ্বারা গঠিত—বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি।
- রক্তে বিলিরুবিন বেড়ে গেলে যা হয়—জন্ডিস।
- মানুষের হৃৎপিণ্ডে প্রকোষ্ঠ থাকে—৪টি।
- দেহের প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে—লিউকোসাইট।
- প্রোটিনের অভাবে মানুষের যে রোগ হয়—কোয়াশিয়রকর।
- পিত্তের বর্ণের জন্য দায়ী—বিলিরুবিন।
- ভিটামিন 'এ'-এর অপর নাম—রেটিনাল।
- স্কার্ভি নামক চর্মরোগ হয় যে ভিটামিনের অভাবে—ভিটামিন সি।

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

- রক্তের রং লাল হয় যে কারণে—হিমোগ্লোবিনের কারণে।
- রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম—স্ফিগমোম্যানোমিটার।
- ফুসফুসের প্রদাহকে বলে—নিউমোনিয়া।
- সূর্যকিরণ থেকে যে ভিটামিন পাওয়া যায়—ভিটামিন ডি।
- রক্তরসের প্রধান উপাদান—পানি।
- একজন ব্যক্তি ৬ ঘণ্টার অধিক সময় অচেতন থাকলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে—কোমা।
- রক্তের অক্সিজেন পরিবহনক্ষমতা নষ্ট করে দেয়—কার্বন মনোক্সাইড (CO)।
- দেহের সব অঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে—মস্তিষ্ক।
- ECG-এর পূর্ণরূপ—Electrocardiography।
- দুধের প্রোটিনকে বলা হয়—অ্যালবুমিন।
- ব্লাড ব্যাংকে যে তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণ করা হয়—৪০ থেকে ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায়।
- সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের অনুপাত—৪ঃ১ঃ১।
- হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয় যার অভাবে—রক্তের গ্লুকোজের অভাবে।
  পানি শোষণ ও মলের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে—রাফেজ।
- বিনা অপারেশনে কিডনি ও গলব্লাডার স্টোন অপসারণ যন্ত্রের নাম—লিথোষ্টার প্লাস।
- ডায়াস্টোল বলা হয়—হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ চাপকে।
- মানুষের গায়ের রং সাদা বা কালো হয় যে হরমোনের কারণে—মেলানিন।
- শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার পদ্ধতিকে বলে—Echocardiography।
- আমিষজাতীয় খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে—পেপসিন।
- মানুষের লালারসে যে এনজাইম থাকে—টায়ালিন।
- পাকস্থলীতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়—রেনিন নামক জারক রস।
- গর্ভাবস্থায় মায়েদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় টিকা—টিটি।
- লৌহের অভাবে যে রোগ হয়—অ্যানিমিয়া।
- পুরুষদের প্রধান সেক্স হরমোন হলো—টেস্টোস্টেরন।
- রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা—১২০/৮০।
- এক্স-রে এবং তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বলা হয়—Radiology।
- একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির গড় নাড়ির স্পন্দন—৭২ বার।
- হৃৎপিণ্ডের বন্ধ শিরা বেলুনের সাহায্যে ফোলানোকে বলা হয়—এনজিওপ্লাস্টি।
- অস্থি ও দাঁত গঠনে সহায়তা করে—ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।
- রক্তশূন্যতা ও স্নায়ুরজ্জু নষ্ট হয়—থায়ামিনের অভাবে।
- টিউমার-সংক্রান্ত চর্চাকে বলে—অনকোলজি।
- ডিম্বাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন—ইস্ট্রোজেন।
- অতি শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা রোগ নিরাময় ব্যবস্থাকে বলা হয়—কেমোথেরাপি।
- মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে বলে—সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস।
- শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলনের ফলে তৈরি হয়—জাইগোট।
- ডোপামিনের অভাবে যে রোগ হয়—পারকিনসন।
- রক্তে শ্বেতকণিকা কোষ বেড়ে যাওয়াকে বলা হয়—লিউকোমিয়া।
- হেপাটাইটিস রোগের প্রধান কারণ—ভাইরাস।
- রক্তের যে গ্রুপকে সর্বজনীন দাতা বলা হয়—'O'+(Ve)।
- মাতৃগর্ভে একটি শিশু প্রতিদিন পানি পান করে—প্রায় ৪০০ মিলি।
- একটি পরিণত নিউরনের অংশ থাকে—৩টি।
- স্বাভাবিক অবস্থায় অস্থিতে পানি থাকে—৪০-৪৫ ভাগ।
- চর্বি পরিপাকে যে এনজাইম ব্যবহৃত হয়—লাইপেজ।
- পাকস্থলীতে অম্লের আধিক্য ঘটার কারণ—খাওয়ায় অনিয়ম।
- মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থি—ফিমার।
- আমিষ থেকে উৎপন্ন হয়—হরমোন ও অ্যান্টিবডি।
- নিউরন পাওয়া যায়—নার্ভ টিস্যুতে।
- মানুষের পাকস্থলীর প্যারাইটাল কোষ থেকে নিঃসৃত হয়—HCl।
- জন্মনিরোধের স্থায়ী পদ্ধতিকে বলে—ভ্যাসেকটমি।
- টেনডন গঠিত—ঘন, শ্বেত ও তন্তুময় যোজক টিস্যু দিয়ে।
- কঙ্কালতন্ত্রের কাজ—চলনে সাহায্য করা।
- শরীরের অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না যে কারণে—হেপারিন থাকায়।
- রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক—উইলিয়াম হার্ভে (যুক্তরাজ্য)।
- Natural protein-এর কোড নাম—Protein—P 49।
- 'বেবি জিংক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক—icddr,b।
- রিকেটস রোগের লক্ষণ—গাঁট ফুলে যাওয়া।
- দেহে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে—হিস্টামিন।
- রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি হয়—লোহিত অস্থিমজ্জায়।
- সাধারণত ৭ মাসের আগে শিশুর জন্ম হলে, তাকে বলে—গর্ভপাত।
- যে খাদ্য দেহে সর্বোচ্চ তাপ প্রদান করে—স্নেহ।
- ডায়াবেটিস (Diabetes) রোগ হয় যে হরমোনের অভাবে—ইনসুলিন।

গ্রন্থনা : **লোটাস ইবনে হাবীব**

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

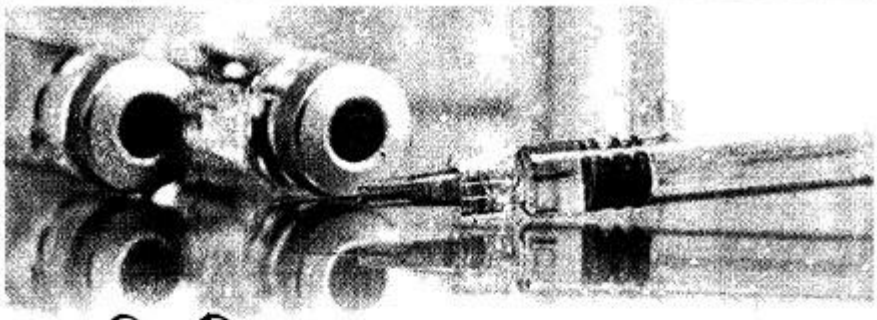

 www.boighar.com

সারা বিশ্ব টিকার অপেক্ষায়

শিশির মোড়ল

নতুন করোনাভাইরাস বিশ্ববাসীকে এক অবিশ্বাস্য সমস্যার মুখে দাঁড় করিয়েছে। জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত। সমস্যা থেকে মুক্তির আশু কোনো সম্ভাবনা নেই। এ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা বা ওষুধ নেই। পুরো বিশ্ব এখন অপেক্ষা করে আছে টিকার জন্য। টিকা তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে বিশ্বজুড়ে। এই দৌড়ে কে এগিয়ে আছে, সেটাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বের কোন দেশ, কোন প্রতিষ্ঠান কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকা উদ্ভাবনের কাজ করছে; তার হালনাগাদ তালিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ৮ সেপ্টেম্বরের তালিকায় ১৭৯টি পৃথক টিকা তৈরির প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ আছে। এর মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে আছে ৩৪টি এবং ১৪৫টি আছে প্রিক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পর্যায়ে। গত ১২ আগস্ট রাশিয়া টিকার সফলতার নিয়ে যে ঘোষণা দিয়েছিল, তালিকায় তার নাম নেই। রাশিয়া এ টিকার নাম দিয়েছে 'স্পুটনিক-৫'।

করোনাভাইরাসের টিকা তৈরিতে ছয়টি নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা টিকা এর আগে মানুষের শরীরে ব্যবহার করা হয়নি। 'নন-রেপ্লিকেটিং ভাইরাল ভেক্টর' প্রযুক্তির উদ্ভাবক যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনিকা যৌথভাবে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে টিকা তৈরির প্রচেষ্টা 'চালাচ্ছে। তাদের টিকার তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা চলছে। এই পর্যায়ে মানুষের শরীরে টিকা প্রয়োগ করে দেখা হয়, তা কতটা নিরাপদ ও কতটা কার্যকর।

'নন-রেপ্লিকেটিং ভাইরাল ভেক্টর' প্রযুক্তির কিছু পরিবর্তন করে টিকা তৈরির কাজ করছে চীনের বেইজিং ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, রাশিয়ার গামালিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং জানসেন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিস। এ ক্ষেত্রে বেইজিং ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে আছে বলে জানা যাচ্ছে। চীনারা তাদের টিকা নিরাপদ ও কার্যকর কি না, তা জানার জন্য মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করেছে।

টিকা উদ্ভাবনসম্পর্কিত আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের মডার্নার কথা বেশ জোরালোভাবে সামনে চলে আসছে। তাদের টিকারও নিরাপদ ও কার্যকারিতার পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তারা 'আরএনএ' প্রযুক্তি ব্যবহার করে টিকা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালাচ্ছে। প্রযুক্তিটি নতুন। এ প্রযুক্তিতে কিছু পরিবর্তন এনে ইম্পেরিয়াল কলেজও টিকা উদ্ভাবনের কাজ করছে।

'ইনঅ্যাক্টিভেটেড' প্রযুক্তি বা 'মৃত ভাইরাস' ব্যবহারের মাধ্যমে টিকা তৈরির দৌড়ে এগিয়ে আছে চীনের তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে সিনোভ্যাক উল্লেখযোগ্য। এরা সনাতন প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা টিকার ব্যবহার বহু বছর ধরে চলে আসছে। সিনোভ্যাকও তাদের টিকা নিরাপদ ও কার্যকর কি না, তা জানার জন্য মানুষের শরীরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল শুরু করেছে ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়ায়।

সিনোভ্যাকের টিকার নাম 'করোনাভ্যাক'। করোনাভ্যাকের টিকার ট্রায়াল বাংলাদেশেও হবে। আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) এ ট্রায়ালে গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। রাজধানীর সাতটি হাসপাতালে এ ট্রায়াল হবে। ট্রায়ালে ৪ হাজার ২০০ স্বাস্থ্যকর্মী অংশ নেবেন। ট্রায়ালে অংশগ্রহণের জন্য কেউ কোনো আর্থিক বা অন্য কোনো সুবিধা পাবেন না। তবে টিকার কারণে কারও শরীরে বিরূপ প্রভাব পড়লে, তার চিকিৎসার যাবতীয় খরচ বহন করা হবে গবেষণা প্রকল্প থেকে।

এ ট্রায়াল থেকে বাংলাদেশ একাধিক সুবিধা পাবে বলে শোনা যাচ্ছে। এ টিকা কার্যকর ও নিরাপদ প্রমাণিত হলে সিনোভ্যাক ১ লাখ ১০ হাজার টিকা বিনা মূল্যে বাংলাদেশকে দেবে। এ টিকা তৈরির প্রযুক্তি বাংলাদেশ পাবে। এ ছাড়া সিনোভ্যাকের উৎপাদিত টিকা কেনার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অগ্রাধিকার পাওয়ার সম্ভাবনা

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

আছে।

বিপুলসংখ্যক টিকা উৎপাদনের জন্য ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট চুক্তি করেছে অ্যাস্ট্রোজেনিকার সঙ্গে। আরও দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তারা চুক্তি করেছে বলে জানা গেছে। সিনোভ্যাকের টিকা বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে কি না, এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি।

টিকার মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রতিরোধ করতে হলে বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ মানুষকে টিকা দেওয়ার প্রয়োজন বলে জনস্বাস্থ্যবিদেরা মনে করেন। অর্থাৎ কমপক্ষে ১১ কোটি ডোজ টিকার দরকার। সরকার বলছে, দেশের মানুষের জন্য টিকা সংগ্রহের উদ্যোগ তারা নিয়েছে। চীন, ভারত, রাশিয়া ও যুক্তরাজ্যের সঙ্গে তারা ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছে।

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে টিকার পরীক্ষা সফল হলে তাদের দেশের সব নাগরিক টিকা পাবেন—এই নিশ্চয়তা তারা ইতিমধ্যে করে ফেলেছে। ধনী দেশগুলোর নাগরিকেরা বাজারে টিকা থাকলে ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থ তাঁদের জন্য বড় সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে নিম্ন আয়ের দেশগুলোর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।

এসব দেশের মানুষের জন্য টিকার চাহিদা মেটানোর জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, দ্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (গ্যাভি) ও কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশনস (সিইপিআই) যৌথভাবে একটি উদ্যোগ গড়ে তুলেছে। এর নাম: কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্লোবাল অ্যাকসেস বা কোভ্যাক্স। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বিনা মূল্যে, স্বল্প মূল্যে টিকা কিনে মজুত গড়ে তুলবে কোভ্যাক্স। সেই টিকা দেওয়া হবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোভ্যাক্সের টিকা পাওয়ার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।

প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি

Boighar.com
৫০। চলতি ঘটনা

www.boighar.com

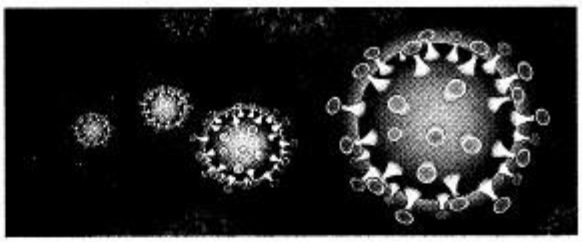

দ্বিতীয়বার করোনায় আক্রান্ত হওয়া কি সম্ভব?

বইঘর.কম

আব্দুল কাইয়ুম

একেবারে অসম্ভব নয়, যদিও এখানে কিছু কিন্তু, এবং, অথবা প্রভৃতি বিবেচনায় রাখার বিষয় আছে। হংকংয়ে ৩৩ বছরের এক ব্যক্তি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হন। কিন্তু প্রায় চার মাস পর আবার তিনি করোনা পজিটিভ হলেন। বিবিসি নিউজ (ওয়ার্ল্ড) ২৪ আগস্ট এ খবর প্রকাশের পর বিশ্বের সব পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়। পরপর দুবার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার এটাই প্রথম ঘটনা। একধরনের আতঙ্ক ছড়ায়। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে করোনায় সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি কি বেশি দিন টেকে না? বিষয়টি জটিল। শুধু একটি ঘটনায় সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একাডেমিক ম্যাগাজিন দ্য কনভারসেশন-এ প্রকাশিত নিবন্ধে বলা হয়, এই একটি ঘটনায় আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলেও তাঁর রোগের কোনো লক্ষণ ছিল না এবং জটিল কোনো পরিস্থিতির উদ্ভবও হয়নি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, অ্যান্টিবডির ব্যাপারটি কী? বিজ্ঞান ম্যাগাজিন কসমস (অনলাইন) ২৭ আগস্ট এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো সংক্রমণ রোধে শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তা দ্বিতীয়বার তাৎক্ষণিকভাবে সংক্রমণ ঠেকাতে খুব কম ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়। কারণ, সুস্থ হওয়ার কয়েক মাস পর সাধারণত সৃষ্ট অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ-সক্রিয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। তবে শরীরের বিশেষায়িত প্রতিরোধী কোষগুলো একেকটি সংক্রমণ স্মৃতিতে ধারণ করে রাখে। ফলে আবার সংক্রমণ ঘটলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা সহজেই তা চিহ্নিত করতে পারে এবং দ্রুত বিপুলসংখ্যক সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি ও অন্যান্য ইমিউন-কোষ (টি-সেল নামে পরিচিত) তৈরি করতে শুরু করে। এর ফলে নতুন সংক্রমণ কার্যকরভাবে দমন করা সম্ভব হয়।

হংকংয়ের ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়তো এ রকম কিছু ঘটেছে। প্রথম আক্রান্ত হওয়ার সময় রোগের লক্ষণগুলো স্পষ্ট ছিল। দ্বিতীয়বার সংক্রমিত হলেও কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। এর কারণ হতে পারে এই যে তাঁর শরীর সফলভাবে রোগপ্রতিরোধ করতে পেরেছে।

তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিষয়টি হালকাভাবে দেখা উচিত নয়। এটা কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নাকি কোভিড-১৯ একবার হওয়ার পর আবার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে? এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে আরও গবেষণা দরকার।

জিনগত বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর (নতুন স্ট্রেইন)?

এর আগেও এ রকম কিছু ঘটনার কথা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এদের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

গেছে, নতুন সংক্রমণ নয়, বরং একই সংক্রমণের রেশ চলছিল, সুস্থ হওয়ার বেশ কিছুদিন পর আবার প্রকট হয়ে ওঠে। সে জন্যই হয়তো সুস্থ হয়ে টেস্টে নেগেটিভ আসার পর আবার পজিটিভ এসেছে।

কিন্তু হংকংয়ের সেই যুবকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, প্রথম ও দ্বিতীয় সংক্রমণে ভাইরাসের জেনেটিক গঠন একটু ভিন্ন। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ছিল করোনাভাইরাসের সামান্য পরিবর্তিত স্ট্রেইন। তাই বলতে হয়, এটা সুখবর যে জেনেটিক গঠন একটু ভিন্ন হলেও শরীর নতুন স্ট্রেইনকেও কোভিড-১৯ হিসেবে চিহ্নিত করে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে। এখানেই নতুনত্ব।

জামাকাপড়ে ভাইরাস কত সময় টিকে থাকে?

এটা নির্ভর করে আমরা বাইরে কোথায় ছিলাম, তার ওপর। ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীরা সারাক্ষণ করোনা রোগীদের কাছে থাকেন, তাই তাঁদের জামাকাপড় অবশ্যই প্রতিদিন ধুয়ে নিতে হবে। কিন্তু যদি এমন কোনো জায়গায় যাই, যেখানে জনসমাগম বেশি নয় এবং সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন, তাহলেও কি জামাকাপড় প্রতিদিনই সাবান দিয়ে ধুয়ে রাখতে হবে? যদি তা করি, তাহলে সবচেয়ে ভালো। শুধু জামাকাপড়ই নয়, সাবান দিয়ে গোসল করে নেওয়াই নিরাপদ। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত হাত-পা-মুখ, গলা-কাঁধ সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিলেও মোটামুটি চলে। আর জামাকাপড় আলাদা কোনো প্যাকেটে বা বাক্সে রাখতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, অন্তত তিন দিন পর সেই জামাকাপড় আবার ব্যবহার করা যায়।

করোনা রোগীদের রক্ত জমাট বেঁধে যায় কেন?

করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগীদের কারও কারও রক্তবাহী নালিতে রক্ত জমাট বেঁধে জটিল সমস্যা দেখা দেয়। এমনকি শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, করোনা নেগেটিভ হয়ে গেলেও সমস্যা চলতে থাকে। অনেকের স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়। করোনামুক্ত হওয়ার পরও এ ধরনের জটিলতার কারণ নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন।

সম্প্রতি স্মিথসোনিয়ান ম্যাগাজিনে (স্মিথসোনিয়ানম্যাগ ডটকম, ৩১ আগস্ট ২০২০) এ বিষয়ে একটি বড় নিবন্ধ ছাপা হয়েছে।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, যেহেতু কোভিড-১৯ রোগে রক্তবাহী নালির কোষগুলোর (ব্লাড সেল) ভেতরের আবরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই এর জের অনেক দিন ধরে চলতে থাকে। সেল ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর আবরণের টিস্যুগুলো সৃষ্ট ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য একধরনের প্রোটিন তৈরি করে। এর কাজ হলো রক্তের সঙ্গে মিশে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে ফেলার (ব্লাড ক্লটিং) ব্যবস্থা করা। এটা দেহের একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। উদ্দেশ্য হলো ক্ষতিগ্রস্ত সেল যেন রক্তপ্রবাহের কারণে আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে না পারে, সে জন্য রক্তনালির ওই অংশে একটি আবরণ তৈরি করা।

ক্ষত সেরে গেলে সেই রক্তজমাট অংশ আবার ধীরে ধীরে মিশে যায়। সাধারণ ক্ষেত্রে এ রকমই হওয়ার কথা। কিন্তু অনেক সময় সেই জমাট বাঁধা অংশ রক্তপ্রবাহের টানে স্থানচ্যুত হয়ে ভেসে যায় এবং মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ডের কোনো অংশে রক্ত সঞ্চালনে বাধার সৃষ্টি করে। তখনই স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

এ কারণেই করোনা রোগীদের অনেক সময় রক্তের তারল্য বাড়ানোর ওষুধ (ব্লাড থিনার) দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা এমন মাত্রায় দেওয়া হয়, যেন অন্য কোনো সমস্যা দেখা না দেয়। কারণ, রক্তের অতিরিক্ত তারল্যের কারণে অনেক সময় দেহের ভেতরের কোনো অঙ্গে রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে। এর ফলে জটিলতা দেখা দেয়।'

বয়স্ক ব্যক্তি বা নানা ধরনের অসুস্থতায় আগে থেকেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তবাহী নালির ভেতরের আবরণের সেলগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়তে পারে। এ ধরনের ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত হলে ব্লাড ক্লটিংয়ের আশঙ্কা বেশি থাকে।

করোনা ভ্যাকসিন

চলতি মাসেই আমাদের দেশে চীনের তৈরি ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা ও মানবদেহের জন্য এটা কতটুকু নিরাপদ, তা পরীক্ষার কাজ শুরু হবে। টিকার তৃতীয় ধাপের ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার এই পর্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভ্যাকসিনের এই পরীক্ষা প্রথাগত পদ্ধতি অনুসরণে করা হবে। স্বাভাবিকভাবেই কিছু সময় লাগবে। হয়তো আগামী বছর আমরা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলেছে, আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ের আগে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক হারে করোনার টিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে রাশিয়া তাদের তৈরি টিকা দেওয়া শুরু করেছে। আবার যুক্তরাষ্ট্র বলছে, আগামী অক্টোবর বা নভেম্বরের শুরুতেই ওরা বাজারে টিকা সরবরাহ করতে পারবে। এখানে সমস্যা হলো, তাড়াহুড়া করে ক্লিনিক্যাল টেস্টের সময় সংক্ষিপ্ত করলে ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই বাজারে টিকা আনতে হবে।

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

এসব বিষয়ে সম্প্রতি অ্যাপল নিউজে একটি বিস্তৃত লেখা ছাপা হয়েছে। অ্যাপল নিউজ একটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, যেখানে প্রতিদিনের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে খবরাখবর প্রকাশিত হয়। সেখানে সম্প্রতি (৪ সেপ্টেম্বর ২০২০) একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) বলেছে, যেকোনো ভ্যাকসিন কোভিড-১৯ রোগের সংক্রমণের হার অন্তত ৫০ শতাংশ কম্যাতে সক্ষম হতে হবে। টিকার ফলাফল যদি এমন হয় যে রোগ উপশমের হার ৩০ শতাংশের কম, তাহলে সেটা অকার্যকর বলে গণ্য হবে। সংস্থাটি আরও বলেছে, টিকার নিরাপত্তা অন্তত তিন হাজার রোগীর ওপর এক বছর বা তারও বেশি সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচাই করতে হবে।

তাহলে কীভাবে এত কম সময়ে টিকা বাজারে আনা হবে? এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে। তবে এটা ঠিক যে এফডিএর শর্তগুলো ভাঙা যাবে না। তাদের শর্তের কারণে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, অক্টোবর-নভেম্বরে টিকা পুরোপুরি অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়। হয়তো 'জরুরিভিত্তিক ব্যবহারের' অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে, পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন এফডিএ হয়তো দেবে না। দেশে কি সংক্রমণ কমছে?

কয়েক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে দেশে সংক্রমণের হার ও মৃত্যুহার কমতির দিকে। অবশ্য ওঠানামা চলছে। আবার পরীক্ষার হারও কম। তাই সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না সংক্রমণ কমছে। দেখতে হবে আরও কিছুদিন।

অথচ এখন মানুষের মধ্যে এমন একটা ভাব এসেছে যেন করোনার ভয় আর তেমন নেই। এ জন্য অনেকেই মাস্ক পরেন না। এটা বিপজ্জনক। এ কারণে শুধু নিজের নয়, অন্যের বিপদও ডেকে আনা হচ্ছে। আমাদের আরও ধৈর্য ধরতে হবে। মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা দ্রুত সংক্রমণ কমিয়ে আনতে পারব।

লেখক: চলতি ঘটনা ও বিজ্ঞানচিন্তা পত্রিকার সম্পাদক

Boighar.com

www.boighar.com

Green economic recovery from corona pandemic

Dr. Fahmida Khatun

The ongoing economic recession due to coronavirus pandemic has created opportunities for countries to replace the standard growth path with the green growth. There is a renewed effort in many developed and developing countries to adopt a green recovery path in the backdrop of economic recession due to Covid- 19. This is about reviving the economy through investment on green technology which will not degrade the environment and exhaust natural resources, but will create jobs. The pattern of growth will rely on investment in the environment as a major driver of economic development. This is opposed to the currently followed growth pattern that destroys environmental resources and emits carbon dioxide (CO_2).

Thus, as countries have planned stimulus packages for economic recovery, global leaders have now called for green recovery. The impact of Covid- 19 has been devasting on the lives and livelihoods across the world as the economy slowed down. This has reduced emission of CO_2 significantly. However, as the economies across the world have started to reopen CO_2 emission has also started to increase. Clearly, with faster pace of economic recovery, carbon emissions will also pick up faster. Therefore, many countries have proposed for green recovery by cutting carbon emission while reviving the economy.

Several European countries have put a 'European Green Deal' at the heart of corona recovery efforts. The recovery fund of the European Commission amounts to about USD 848 billion so far. This will be invested in coronavirus recovery as well as green programmes to create jobs. The European Union announced that 25 percent of its budget will be reserved for climate action. But whether the recovery package will also set aside 25 percent for climate spending is unclear

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

till now.

Denmark has set its ambition to cut carbon emissions by 70 percent from 1990 levels. It also aims to export clean energy by 2030. Despite coronavirus, the government of Denmark announced its strategy in May 2020 to meet its climate targets including generation of wind power, carbon capture and storage, and improving energy efficiency. The country will also create new jobs by making green investments. Germany has planned a stimulus package worth USD 146 billion till June 2020. This package has a number of green plans. About 38 percent of the stimulus has been allocated for future friendly Germany. It aims for energy transition for a sustainable path. The UK government has also taken initiative to explore green recovery by establishing five working groups who will evaluate recovery measures.

Among the Asian countries, China and South Korea have taken major plans towards green economic recovery. China has introduced the 'new infrastructure' concept which will include low- carbon transport, 5G and ultra- high voltage electricity transmission. The country has made a six-year plan during 2020-25 for a low- carbon stimulus package amounting to USD 1.4 trillion. It may be recalled that China's stimulus package amounted to USD 586 billion during the Global Financial Crisis (GFC) in 2008-09. Of this, about USD 221 billion was for green investments.

South Korea has announced its ambitious 'Green New Deal' climate plan to revive its economy from Covid- 19. The country plans to invest USD 10.8 billion by 2022 through this deal to boost green energy sector and create thousands of jobs. Under this new plan the country will reduce its dependence on coal and increase renewable energy production to 20 percent by 2030. During GFC in 2008-09, about 80 percent of the Korean stimulus package was allocated for green projects and create about one million jobs in environmentally friendly fields.

In the past, during the GFC in 2008-09 several countries provided stimulus packages for investment in green infrastructure such as public transport, energy efficient public buildings, renewable energy, smart grids, water and sanitation, pollution control, green technology investment and green research and development. Unfortunately, carbon emission after the GFC went back to the pre-GFC period. Investment in traditional infrastructure and increase in consumption resulted in higher CO_2 emission and air pollution.

At present while green plans are being laid out along with stimulus packages, many contradictory policies are also being pursued parallelly. One of the most harmful as well as debated one is the subsidy on fossil fuels. In its recent proposal for corona recovery, though the EU is expected to exclude investments in high-polluting infrastructure, there are concerns that this proposal may also include spending on fossil- fuel. South Korea, on the other hand, has kept allocation from its economic relief package for the polluting industries such as aviation and shipbuilding. China will rely on coal for economic recovery which has created concerns among environmentalists.

So, countries will have to make their commitments firm and transparent if they really want to follow a green path. It has been estimated that the removal of fossil fuel subsidies in emerging and developing countries will not only reduce global greenhouse gas emission by 10 percent by 2050 but also increase efficiency of these economies.

Bangladesh is the worst victim of climate change. Given the massive and widespread nature of the impact there should be initiatives at the national level. This will mostly be in areas of strategising, planning and designing efforts to combat the negative impact of climate change and also in resource allocation for the cause.

Bangladesh also has to adopt a green economic path in order to reduce the burden of future environmental cost. It can make a gradual shift towards green growth through investment in the environment for economic recovery and sustainable growth, decent job creation and poverty reduction. There can be a number of areas for intervention to adopt a green growth policy in the context of Bangladesh. These include green infrastructure such as energy efficient buildings; green energy generation, such as solar energy; energy saving measures for housing; water management, water desalination, treatment of wastewater, solid waste infrastructure to support, clean water; secure alternative water sources, such as rain water; coastal area development and management; reforestation; environment related R&D;

Downloaded from www.bdniyog.com

বইদর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

public transport, railways, foot and bike paths.

A list of fiscal measures may include tax incentives for investments on energy efficient building; support for energy efficient bulbs; fiscal benefits for installation of solar panels in private buildings; low interest rate for loans to support low carbon technologies; tax rebate for environmentally friendly cars; measures to increase energy efficiency in industry and agriculture; allocation for protected areas and cultural heritage; support for environmental research and development.

Bangladesh's stimulus package to deal with the impact of Covid- 19 amounts to about 4 percent of its gross domestic product. However, there is only an insignificant stimulus for green recovery. The central bank has doubled the size of its refinancing scheme from Tk 200 crore to Tk 400 crore for entrepreneurs who intend to take up green projects. Apart from this no other distinct allocation has been made for green recovery. In fact, large entrepreneurs which are eligible to receive loans from banks at a lower interest rate may well include the polluting industries. This requires close monitoring of the environment authorities. Though Bangladesh is a negligible emitter of CO_2, it should plan for a greener economy to prepare for the future. And now is the time when fiscal measures are being undertaken to build back the economy.

Dr. Fahmida Khatun :
Executive Director
the Centre for Policy Dialogue.

দ্য ডেইলি স্টার, ৬ জুলাই ২০২০

Boighar.com

www.boighar.com

করোনা-সম্পর্কিত তথ্য

- বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তরে যে কোম্পানির করোনা টিকার তৃতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিয়েছে—সিনোভ্যাক, চীন।
- বাংলাদেশের বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস বাজারজাত করবে—ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়ার (এসআইআই) তৈরি টিকা।
- রাশিয়ার করোনা টিকা স্পুটনিক-৫ করোনা প্রতিরোধ করছে—এ বিষয়ে মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেট-এ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
- নোভোভ্যাক্স যে দেশের টিকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান—যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বে করোনাভাইরাসের রূপান্তরের হার—৭.২৩ শতাংশ। (বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের—বিসিএসআইআর জিনোমিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির এক গবেষক দল গত ৬ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলনে করোনাভাইরাসবিষয়ক এই পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে।)
- বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের রূপান্তরের হার—১২.৬০ শতাংশ। (তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ—বিসিএসআইআর) বইঘর.কম
- করোনাভাইরাসে প্রোটিন থাকে ২৮টি, এর মধ্যে যে প্রোটিনের মাধ্যমে বাহককে আক্রান্ত করছে—স্পাইক প্রোটিন। (তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ—বিসিএসআইআর)
- বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের জিনোমিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা—মো. সেলিম খান।
- বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জীবনরহস্য বের করা হয়েছে—৩২৫টি
- ৮ এপ্রিল ২০২০, করোনাভাইরাসের সংকট কাটিয়ে উঠতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের সহযোগী দেশগুলোর জন্য ঘোষিত তহবিল—টিম ইউরোপ।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষিত টিম ইউরোপ করোনা তহবিলের পরিমাণ—২ হাজার কোটি ইউরো।
- করোনাভাইরাস মোকাবিলায় বাংলাদেশকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সহায়তা দেবে—৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা।
- ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্ট-এর ৫০ চিন্তাবিদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়েছেন—ভারতের কেরালা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজা। (করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য শৈলজাকে শীর্ষ চিন্তাবিদ নির্বাচিত করা হয়)।
- করোনার টিকা সংগ্রহ ও বিতরণে নেতৃত্ব দেবে—ইউনিসেফ।
- ইউনিসেফের নেতৃত্বে করোনা টিকা সংগ্রহ ও বিতরণের কর্মসূচির নাম—কোভ্যাক্স।
- ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ যে দেশ ঘোষণা দেয় তারা 'কোভ্যাক্স'-এ অংশ নেবে না—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বের প্রথম অনুমোদন প্রাপ্ত টিকা—স্পুটনিক-৫, রাশিয়া।
- দেশে করোনায় মৃত্যু সাড়ে ৪ হাজার ছাড়ায়—৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।
- ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন—মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জিয়াউদ্দিন তারিক আলী।
- সম্প্রতি দেখা যায়, করোনায় শিশুদের নতুন জটিলতার নাম—মাল্টিসিস্টেম ইনফ্ল্যামেটরি সিনড্রোম ইন চিলড্রেন (এমআইএস-সি) Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS- C)
- ৩ সেপ্টেম্বর ২০২০-এর হালনাগাদ তথ্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে করোনার মোট—১৭৬টি সম্ভাব্য টিকা নিয়ে কাজ চলছে (এর মধ্যে ৩৪টি টিকা মানবদেহে পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে)।

গ্রন্থনা : **সাব্বির হোসেন**, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

নিয়োগ টিপস | www.boighar.com

- প্রাক্-প্রাথমিক ও প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক
- অডিটর ও জুনিয়র অডিটর
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইউনিয়ন সমাজকর্মী
- খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদ
- বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পদ
- পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিসংখ্যান সহকারী ও জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী

বাংলা

- চর্যাপদ যে ছন্দে লেখা—মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।
- 'আওরাত' শব্দের অর্থ—নারী।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নারীর মূল্য' যে ধরনের রচনা—প্রবন্ধ।
- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের স্থিতিকাল—১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রি.।
- চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয়—সান্ধ্যভাষা বা আলো-আঁধারি ভাষা।
- মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শনের নাম—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।
  'কাছাটিলা' বাগধারাটির অর্থ—অসাবধান।
- গৌড়ীয় ব্যাকরণ-এর রচয়িতা—রাজা রামমোহন রায়।
  'আমার যাওয়া হবে না' বাক্যটি যে বাচ্যের—ভাববাচ্য।
- রসকলি গল্পগ্রন্থটির রচয়িতা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- 'সাকার' শব্দটির বিপরীত শব্দ—নিরাকার।
- কাশবনের কন্যা উপন্যাসটির লেখক—শামসুদ্দিন আবুল কালাম।
- বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক—কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)।
  'পকেটমার' শব্দটি যে যে ভাষার শব্দযোগে গঠিত হয়েছে—ইংরেজি ও বাংলা।
  নাট্যকার সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম—মইনুদ্দিন আহমেদ।
- অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়—শব্দ।
- সাম্য গ্রন্থের রচয়িতা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকবি হলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।
  'পরাজয়ে ডরে না বীর' বাক্যটিতে 'পরাজয়ে' যে কারক ও বিভক্তি—অপাদানে সপ্তমী।
- যে কবির ডাকনাম 'বাচ্চু'—শামসুর রাহমান।
- 'তস্কর' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ—তৎ + কর।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম—আত্মচরিত।
- যে যে পদে সমাস হয়, তাদের প্রতিটিকে বলে—সমস্যমান পদ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছিন্নপত্র যে ধরনের রচনা—পত্রসাহিত্য।
  'উপগ্রহ' শব্দটির 'উপ' উপসর্গটি যে অর্থ প্রকাশ করে—ক্ষুদ্র/তুল্য।
  'Face value'-এর পরিভাষা—অভিহিত মূল্য।
  'দারক' শব্দটির সমার্থক শব্দ—পুত্র।
  'মেঘ গর্জন করে, ময়ূর নৃত্য করে' যে ধরনের বাক্য—যৌগিক বাক্য।
  'বনে বাঘ আছে' যে সমাসের উদাহরণ—ঐকদেশিক অধিকরণ।
  'কাদম্বিনী' শরৎচন্দ্রের যে গল্পের চরিত্র—মেজদিদি।
  'গমন' শব্দটি যে বিশেষ্যের উদাহরণ—ভাববাচক বিশেষ্য।
- নয়া খান্দান নাটকটি লিখেছেন—নুরুল মোমেন।
- 'ঞ্চ' যে যে বর্ণের সংযুক্ত রূপ—ঞ + চ।
- মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস আমার যত গ্লানির লেখক—রশীদ করিম।
- 'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
- দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?' পঙ্‌ক্তির রচয়িতা—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
- স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ আমার ছেলেবেলার লেখকের নাম—বুদ্ধদেব বসু।
- বাক্যের প্রকাশভঙ্গিকে বলা হয়—বাচ্য।
- ণত্ব ও ষত্ববিধান ব্যাকরণের যে অংশের আলোচ্য বিষয়—ধ্বনিতত্ত্ব।
- শরীর>শরীল যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন—বিষমীভবন।
- ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ—নীল দর্পণ।

ইংরেজি

- The meaning of 'Herculean task' is... Very difficult task.
- One who eats everything is called... Omnivorous.
- Meaning of 'Habeas Corpus' is... Fundamental rights of prisoners.
- The word 'Plight' means... An unpleasant condition.
- The man died...his country. - For.
- The boy is good...tennis. - At

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

- Feminine gender of 'Executor' is Executrix.
- At least one of the students…full marks every time. - Gets.
- One should be careful about…Duty. One's.
- The plural number of 'Mouse' is… - Mice.
- The passive form of the sentence: 'Do not shut the door' - Let not the door be shut.
- The adjective of 'Time' is… - Temporal.
- The child cried for…mother. - Its.
- A word that takes the place of noun is called… - Pronoun.
- You had better…home now. - Go.
- The verb of the word 'Ability' is… Enable.
- The team is…eleven players. - Made up of.
- The expression 'Take into account' means… - Consider.
- Arian said, 'I must go home'. Indirect narration of this sentence is… - Arian said that he had to go home.
- Antonym of the word 'Destitute' is… Wealthy.
- A person who believes easily… Credulous.
- The phrase 'Sine dine' means… — Uncertain.
- I don't mind…a cup of tea. - Taking.
- Robin preferred reading…writing. - To.
- One of my friends…a lawyer. - Is.

Synonyms

- Tepid Warm; Reluctant: Disagreeable; Articulate: Outspoken; Detrimental: Beneficial; Cryptic: Obscure; Divulge: Reveal; Intrinsic: Introvert; Expedite: Hurry; Inadvertent: Heedless; Ridiculous: Laughable.

Antonyms

- Amalgamate: Separate; Bizarre: Ordinary; Clandestine: Overt; Germane: Irrelevant; Harbinger: Follower; Laconic: Verbose; Opaque: Transparent; Astute: Stupid; Trivial: Significant; Wax: Wane.

Spellings

- Exaggerate, Guarantee, Legitimate, Entrepreneur, Supersede, Vengeance, Meticulous, Garrulous, Surveillance, Symmetry, Recipe, Perseverance, Mediocre, Intuition, Fallacious.

Phrases & Idioms

- Apple of discord: Cause of dispute; Bag and baggage: Completely; Bone of contention: Matter of dispute; By hook or by crook: By one way or the other; Throw cold water on: Discourage; Smell a rat: Detect something suspicious; Man of straw: Without substance.

Translation

- এ কঠিন পরিশ্রম আমার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে: The hard work is telling upon my health.
- দুই ভাইয়ের মধ্যে আমগুলো ভাগ করে দাও: Divide mangoes between the two brothers.
- অজ্ঞতা অন্ধকারের শামিল: Ignorance is like darkness.
- অপমানের চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়: Death is preferable to dishonor.
- গরু ঘাস খেয়ে বাঁচে: The cow lives on grass.
- আমি জানি সে কোথায় বাস করে: I know where he lives.
- সে তোমাকে দিয়ে এটি করাতে পারে: He can make you do this.

Literature

- Father of modern poetry is called Geoffrey Chaucer.
- 'Lyrical Ballads' is jointly written by William Wordsworth & S. T. Coleridge.
- 'Sense and Sensibility' is written by - Jane Austen.
- Famous for 'Theory of Objective Co-relative' is - T. S. Eliot.
- 'Father of Science Fiction' is called - Jules Verne.
- John Webster's 'The White Devil' is a/ an - Tragedy.
- George Bernard Shaw is a playwright of - Modern period.
- 'Isabella' is a poem of - John Keats.
- 'Rebel poet' of English literature is - Lord Byron.
- Shakespeare's Swan Song is The Tempest.
- Wordsworth is a poet of - Romantic Age.
- 'Shylock' is a character of - The Merchant of Venice.
- 'Cowards die many times before their death' is a quotation of - Julius Caesar.
- 'Debut' means - First appearance.
- 'The Spanish Tragedy' is written by Thomas Kyd.

www.bdniyog.com

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

সাধারণ জ্ঞান

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা—শশাঙ্ক।
- পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা—ধর্মপাল।
- পর্তুগিজরা বাংলাদেশে পরিচিত ছিল—ফিরিঙ্গি নামে।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ঘটে—বাংলা ১১৭৬ সনে।
- বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন—১২০৪ খ্রি.।
- 'নীল কমিশন' গঠিত হয়—১৮৬১ সালে।
- ঢাকা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—১৮৬৪ সালে।
- লালবাগের কেল্লা স্থাপন করেন—শায়েস্তা খান।
- 'জমি থেকে খাজনা আদায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী', এটি ঘোষণা করেন—দুদু মিয়া।
- তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়—২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়—১৯৫৭ সালে।
- বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস—১৪ ডিসেম্বর।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল—৫৬ দিন।
- পূর্ববঙ্গের নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়—১৯৫৬ সালে।
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে দাবি ছিল—৪টি।
- অপারেশন সার্চলাইটের নীলনকশা করেন—জেনারেল রাও ফরমান আলী।
- মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদানকৃত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খেতাব—বীর উত্তম।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় যে সেক্টরে নিয়মিত সেক্টর-কমান্ডার ছিল না—১০ নম্বর সেক্টর (নৌ সেক্টর)।
- জাতীয় সংগীতের প্রথম ইংরেজি অনুবাদক—সৈয়দ আলী আহসান।
- জাতীয় আয়কর দিবস—১৫ সেপ্টেম্বর।
- প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের বর্তমান নাম—বরিশাল।
- বর্তমানে ঢাকা বিভাগে জেলার সংখ্যা—১৩টি।
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি—সুন্দরবন।
- স্বাধীনতার পর প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়—১৯৭৪ সালে।
- অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের—১৭ অনুচ্ছেদে।
- খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি চালু হয়—১৯৯৩ সালে।
- জাতীয় সংসদে মহিলাদের সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ—২৫ বছর।
- জাতীয় সংসদের কোরাম হয়—৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে।
- বাংলাদেশের ক্রীড়া সংগীতের রচয়িতা—সেলিমা রহমান।
- শুভলং ঝরনা যে জেলায় অবস্থিত—রাঙামাটি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ—মহেশখালী।
- পূর্ববঙ্গ জমিদারি দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হয়—১৯৫০ সালে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের নাম—গারো পাহাড়।
- পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারটি পরিচিত যে নামে—সোমপুর বিহার।
- উপকূল থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা—২০০ নটিক্যাল মাইল।

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হয়—মিসরীয়দের।
- পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ—বৈকাল হ্রদ (রাশিয়া)।
- 'সেভেন সিস্টার্স' বলা হয়—ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যকে।
- চীন ও ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চল—লাদাখ।
- ভুটানের মুদ্রার নাম—গুলট্রাম।
- চীনের প্রাচীন নাম—ক্যাথে।
- প্রাচ্যের গ্রেট ব্রিটেন বলা হয়—জাপানকে।
- 'ইন্টারফ্যাক্স' যে দেশের সংবাদ সংস্থা—রাশিয়া।
- 'ইস্ট লন্ডন' অবস্থিত—দক্ষিণ আফ্রিকায়।
- আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন—জর্জ ওয়াশিংটন।
- ডেনমার্কের অধিবাসীদের বলা হতো—দিনেমার।
- জার্মান প্রাচীন সম্রাটদের বলা হতো—কাইজার।
- 'অরেঞ্জ বিপ্লব' ঘটেছিল—ইউক্রেনে (২০০৪ সালে)।
- ইন্টারপোলের সদর দপ্তর—লিওঁ (ফ্রান্স)।
- 'আরসা' যে দেশের গেরিলা সংগঠন—মিয়ানমার।
- বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ রক্ষার নিমিত্তে 'রামসার কনভেনশন' স্বাক্ষরিত হয়—ইরানে।
- বিশ্ব পর্যটন দিবস—২৭ সেপ্টেম্বর।
- এশিয়ার দীর্ঘতম নদী—ইয়াংসিকিয়াং।
- 'ধীবরের দেশ' বলা হয়—নরওয়েকে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়—১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯।
- ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়—চতুর্দশ শতাব্দীতে।
- ক্রিকেটের পিতৃভূমি বলা হয়—ইংল্যান্ডকে।
- যে খেলাকে বলা হয় 'চতুরঙ্গ'—দাবা।
- 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' যে দেশভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন—যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক।
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর—বার্লিন (জার্মানি)।
- পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ—ভারত।
- জাতিসংঘের যে মহাসচিব বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান—দ্যাগ হ্যামারশোল্ড।
- ন্যাটোর সদর দপ্তর—ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)।
- অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়—১৯৬৯ সালে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) প্রধান কার্যালয়—ম্যানিলা (ফিলিপাইন)।
- 'IMF'-এর কার্যক্রম শুরু হয়—১ মার্চ ১৯৪৭।
- 'ইউনিয়ন জ্যাক' বলা হয়—ব্রিটেনের পতাকাকে।
- প্রাচীনতম গণতন্ত্র প্রচলিত—যুক্তরাজ্যে।
- রেডক্রসের প্রতিষ্ঠাতা—হেনরি ডুনান্ট (১৮৬৩ সালে)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটের যাত্রা শুরু হয়—৫ জানুয়ারি ১৯৭১।

গ্রন্থনা : **লোটাস ইবনে হাবীব**

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

রোহিঙ্গা সমস্যায় কী করবে বাংলাদেশ

মো. তৌহিদ হোসেন

গত ২৫ আগস্ট মঙ্গলবার মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত রোহিঙ্গা গণহত্যা শুরুর তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ ও ২৬ আগস্ট মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিরস্ত্র বেসামরিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর নিষ্ঠুর এ নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু করে। মিয়ানমার সরকার আরোপিত বিবিধ নিষেধাজ্ঞা এবং অসহযোগিতার কারণে চরম নির্যাতিতের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। তবে বিভিন্ন জরিপ থেকে পাওয়া তথ্যমতে, এ গণহত্যায় মিয়ানমারের সেনা, পুলিশ ও স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের হাতে অন্তত ২৪ হাজার অসামরিক

রোহিঙ্গা নিহত হয় এবং ১৮ হাজার রোহিঙ্গা নারী বা বালিকা ধর্ষণের শিকার হয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের মুখে প্রাণ বাঁচাতে আট লক্ষাধিক রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। এ গণহত্যা শুরুর আগেই পর্যায়ক্রমে তিন লক্ষাধিক নির্যাতিত রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়েছিল বাংলাদেশে। সাকল্যে ১১ লাখ বাস্তুহারা রোহিঙ্গা কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত শরণার্থীশিবিরগুলোতে এবং তার আশপাশে গাদাগাদি করে অবস্থান করছে। উচ্চ জনঘনত্বের কারণে এ

সংখ্যা এখন ১২ লাখ পেরিয়ে গেছে।

মিয়ানমার সেনাবাহিনী দাবি করে আসছে যে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট পুলিশ ও সামরিক চৌকিতে আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) নামের একটি সশস্ত্র সংগঠনের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতেই উত্তর রাখাইনের এই 'ক্লিয়ারেন্স অপারেশন' চালানো হয়েছিল, আর তাতে ভয় পেয়ে, অনেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। তবে তাদের এ দাবি ধোপে টেকে না। সুস্পষ্ট তথ্য আছে যে অপারেশনের অন্তত তিন সপ্তাহ আগে থেকে সেনাবাহিনীর এই ইউনিটগুলোকে উত্তর মিয়ানমারে জড়ো করা হয়। সেনাবাহিনী কি তাহলে জানত যে ঠিক এই দিনে আরসা তাদের আক্রমণ চালাবে?

এ ঘটনার আগে-পরে কখনোই এই কথিত সংগঠনের এ রকম কোনো কার্যকলাপের নজির পাওয়া যায় না। তাই যাঁরা মনে করেন যে সংগঠনটি আসলে অস্তিত্বহীন এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাদের কৃত অপরাধের পক্ষে অজুহাত সৃষ্টির জন্য এই তথাকথিত আক্রমণের নাটক সাজিয়েছিল, তাঁদের বক্তব্যকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মিয়ানমারের মুষ্টিমেয় অন্ধ সমর্থক ছাড়া সবার কাছেই এটি স্পষ্ট যে রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের উদ্দেশ্যেই সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে তাদের ওপর এ হত্যাযজ্ঞ এবং নির্যাতন চালিয়েছিল।

রোহিঙ্গা সমস্যার একমাত্র সমাধান নিরাপত্তা এবং অধিকারসহ তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে যেতে দেওয়া—এ বিষয়ে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তৃতায় এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু গত তিন বছরে আলাপ-আলোচনা, চুক্তি সই, তালিকা বিনিময় ইত্যাদির ফলে এ ক্ষেত্রে সামান্যতমও কোনো অগ্রগতি হয়নি।

গত বছরে দুটো ইতিবাচক কাজ হয়েছে এ ক্ষেত্রে, তা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধে জড়িত মিয়ানমারের ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে মামলা এবং জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার দায়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে গাম্বিয়ার মামলা। তবে আইনি প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এমনকি মিয়ানমার যদি গণহত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ও, সঙ্গে সঙ্গে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা স্বদেশে ফেরত যেতে পারবে, বিষয়টি তেমন সরল নয়। এ সংকট সমাধানে বাংলাদেশ তাহলে কী করতে পারে?

যদিও কোনো ফল দেবে না, তারপরও আমাদের দ্বিপক্ষীয় প্রক্রিয়াটি চালু রাখতে হবে, যাতে বাংলাদেশ সহযোগিতা করছে না—এ মিথ্যা অভিযোগের সপক্ষে মিয়ানমার কোনো রসদ না পায়। কোভিড মহামারিতে থমকে যাওয়া দ্বিপক্ষীয় আলোচনা আবার কীভাবে শুরু করা যায়, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। একটি বিষয় এড়িয়ে যেতে হবে অবশ্যই, সেটা হচ্ছে দু-পাঁচ শ পরিবারের টোকেন প্রত্যাবর্তন।

প্রথমত, যাদের ফেরতের তালিকায় রাখা হবে, তারা স্বেচ্ছায় যেতে চাইবে না। কারণ, তারা জানে সেখানে তাদের জন্য কোনো নিরাপদ পুনর্বাসন অপেক্ষা করছে না। দ্বিতীয়ত, এটা শুধু

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

মিয়ানমারকে একটা প্রচার সুবিধা দেবে, প্রকৃত সমস্যার কোনো সমাধান দেবে না। মূল বিষয় হবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টি, যাতে সব শরণার্থী নিরাপত্তার সঙ্গে ফেরত যেতে পারে। সে দেশের সরকার বা সেনাবাহিনীর তা করার ইচ্ছা আছে, এমন কোনো লক্ষণ এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

কূটনৈতিক পর্যায়ে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে মহামারি . এবং মহামারি-উত্তর অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত পৃথিবী যেন রোহিঙ্গাদের ভুলে যেতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। সামনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আছে। প্রধানমন্ত্রীর (বা বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রধানের) বক্তব্যে তো বটেই, উদ্ভূত প্রতিটি সুযোগেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গাদের দুরবস্থা এবং তাদের ওপর সংঘটিত নির্যাতনের প্রতিকারের বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।

ভারতের পররাষ্ট্রসচিবের সাম্প্রতিক সফরকালে আমাদের পররাষ্ট্রসচিব বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে তুলতে অনুরোধ করেছেন এবং ভারতের পররাষ্ট্রসচিব তা করার আশ্বাস দিয়েছেন। ভারত আগামী দুই বছরের জন্য পরিষদের অস্থায়ী সদস্য। চীন ও রাশিয়ার অবস্থানের কারণে নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে শক্ত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে না, তা আমরা জানি। তবে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বানসংবলিত একটি প্রস্তাব যদি পাস করানো যায়, সেটাও ছোটখাটো সাফল্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

পাশাপাশি কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে পশ্চিমের দেশগুলোকে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে আরও কার্যকর ভূমিকা নিতে উদ্বুদ্ধ করার। আর সেই সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে চীন ও রাশিয়ার অবস্থানকে নমনীয় করার, নিদেনপক্ষে তারা যেন মিয়ানমারের প্রতি তাদের নিরঙ্কুশ সমর্থনের পরিবর্তে সমস্যা সমাধানে খানিকটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

২০১৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন ত্বরান্বিত করতে রাখাইন রাজ্যে তাদের জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল (সেফ জোন) সৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক 'এথনিক ক্লিনজিং' সংঘটনের আগে উত্তর রাখাইনের মংডু জেলা এবং সিতউয়ে জেলার রাথিডং মহকুমায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবের সূত্র ধরে এ স্থানগুলোকে নিয়ে একটি নিরাপদ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত প্রস্তাব বাংলাদেশ উত্থাপন করতে পারে এবং এ প্রস্তাবের সপক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে পারে।

মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনী যেহেতু তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, তাই আসিয়ান দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দল মাঠে থাকতে পারে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। মিয়ানমার ও তার সমর্থকেরা অবশ্যই এ প্রস্তাবে রাজি হবে না, তারপরও বিষয়টিকে টেবিলে দৃশ্যমান রাখলে কৌশলগত সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

উল্লিখিত কোনো উদ্যোগই সাততাড়াতাড়ি রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান নিয়ে আসবে না। সংকট হবে দীর্ঘস্থায়ী এবং যতই দিন যাবে, গণহত্যাকারী মিয়ানমার সেনাবাহিনী মাঠপর্যায়ে বাস্তবতাকে ততই পরিবর্তন করতে থাকবে। বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গাদের জন্য তাই তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করবে। পালিয়ে আসা প্রতিটি মানুষ যা কিছু দেখেছে, যা কিছু নির্যাতনের শিকার হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ভিডিও, অডিও এবং লিখিত মাধ্যমে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতিটি মানুষের বিতাড়ন-পূর্ব বাসস্থানের ঠিকানা, বিবরণ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করতে হবে। সেই সঙ্গে ওই সব স্থানের অপারেশনের আগেকার এবং পরের উপগ্রহভিত্তিক ছবিসহ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ জন্য যে মিয়ানমার সেনাবাহিনী রোহিঙ্গা গ্রামগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে সেখানে অন্যান্য স্থাপনা গড়ে তুলছে, যাতে একসময় মাঠপর্যায়ে এই জায়গাগুলোকে খুঁজে পাওয়া না যায়।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সরকার নিজে ছাড়াও দেশি-বিদেশি এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাহায্য নিতে পারে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ২০১৮ সালের তথ্যমতে, মিয়ানমার সেনাবাহিনী অন্তত ৫৫টি রোহিঙ্গা গ্রাম সম্পূর্ণ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, এরূপ কোনো কোনো স্থানে সামরিক স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগে শিল্পকারখানা স্থাপনের কথাও শোনা যাচ্ছে। সঠিক তথ্য থাকলে জাতিগত নিশ্চিহ্নকরণের মাধ্যমে খালি করা স্থানে শিল্প স্থাপনে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করা সম্ভব হতে পারে।

সবশেষে সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রতায় আশাহত হলে চলবে না। আমাদের মেনে নিতে হবে যে এ সংকট নিরসনে ১০, ১৫ বা ২০ বছর লেগে যেতে পারে আর সে জন্য মানসিক এবং বাস্তব প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে শরণার্থীরা যেন একটা সহনীয় জীবন যাপন করতে পারে, সেই সঙ্গে এই এলাকার স্থানীয় মানুষের সমস্যার সমাধানে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাব নিরসন করা যায়।

বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তা করতে হলে অপর পক্ষকেও তা-ই চাইতে হবে এবং সে চাওয়াটা আমাদের হাতে নয়। যেকোনো পরিস্থিতির জন্য আমাদের প্রস্তুতি থাকতে হবে এবং আমাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে।

প্রথম আলো, ২৮ আগস্ট ২০২০

মো. তৌহিদ হোসেন : সাবেক পররাষ্ট্রসচিব

বইঘর.কম

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ বইঘর.কম

বাংলাদেশের ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রশ্নগুলো বিসিএস পরীক্ষা ছাড়াও অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ের প্রশ্নগুলো বারবার পরীক্ষায় আসে। মনে রাখা দরকার, ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ থেকে বাংলাদেশ বিষয়াবলি ছাড়াও বাংলা সাহিত্য অংশেও প্রায় সময় দু-একটি প্রশ্ন হয়। বিসিএস প্রিলিমিনারি ছাড়াও লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার জন্য ও আলোচ্য টপিকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিচে আমরা বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশে ৪০তম থেকে ৩৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো উত্তরসহ প্রদান করলাম। আশা করি, বিসিএসসহ সব চাকরি পরীক্ষায় আপনাদের কাজে লাগবে।

গ্রন্থনা : **এম ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী,** লেখক ও ক্যারিয়ার পরামর্শক

৪০তম বিসিএস

১. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় মোট আসামির সংখ্যা ছিল কত?
ক. ৩৪ খ. ৩৫ গ. ৩৬ ঘ. ৩২

২. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ কখন বৃহত্তর বাংলা শাসন করেন?
ক. ১৪৯৮-১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দ খ. ১৪৯৮-১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১৪৯৮-১৫১৮ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ১৪৯৮-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দ

৩. প্রাচীন বাংলা মৌর্য শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. অশোক মৌর্য খ. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য
গ. সমুদ্র গুপ্ত ঘ. কোনোটিই নয়

৪. ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাংলায় প্রথম এসেছিলেন—
ক. পর্তুগিজরা খ. ইংরেজরা
গ. ওলন্দাজরা ঘ. ফরাসিরা

৫. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে কোন দেশ বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করেছিল?
ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়ন

৬. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?
ক. চতুর্থ তফসিল খ. পঞ্চম তফসিল
গ. ষষ্ঠ তফসিল ঘ. সপ্তম তফসিল

৭. 'বঙ্গভঙ্গ' কালে ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন?
ক. লর্ড কার্জন খ. লর্ড ওয়াভেল
গ. লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ঘ. লর্ড লিনলিথগো

৮. আওয়ামী লীগের ৬ দফা পেশ করা হয়েছিল—
ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৯৬৭ সালে
খ. ১৯৬৮ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে

উত্তর ১. খ, ২. ঘ, ৩. খ, ৪. ক, ৫. ঘ, ৬. খ, ৭. ক, ৮. ক

Boighar.com

৩৯তম বিসিএস

১. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়?
ক. ১২ এপ্রিল ১৯৭১ খ. ১০ এপ্রিল ১৯৭১
গ. ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'আগুনের পরশমণি' কার রচনা?
ক. আমজাদ হোসেন খ. হুমায়ূন আহমেদ
গ. শওকত ওসমান ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

৩. কোন বিদেশি পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) উপাধি দিয়েছিল?
ক. নিউজ উইকস খ. দি ইকোনমিস্ট
গ. টাইমস ঘ. গার্ডিয়ান

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ কমান্ড গঠিত হয় কোন সেক্টর নিয়ে?
ক. ১০ নম্বর সেক্টর খ. ১১ নম্বর সেক্টর
গ. ৮ নম্বর সেক্টর ঘ. ৯ নম্বর সেক্টর

উত্তর ১. খ, ২. খ, ৩. ক, ৪. ক

৩৮তম বিসিএস

১. প্রাচীন বাংলার হরিকেল জনপদ অঞ্চলভুক্ত এলাকা—
ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর
গ. খুলনা ঘ. চট্টগ্রাম

২. নিম্নের মোগল সম্রাটদের মধ্যে কে প্রথম আত্মজীবনী লিখেছিলেন?
ক. আকবর খ. বাবর
গ. শাহজাহান ঘ. হুমায়ুন

৩. ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা করা হয় ১৯৬৬ সালের—
ক. ফেব্রুয়ারিতে খ. মে মাসে
গ. জুলাই মাসে ঘ. আগস্টে

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

৪. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. এ এইচ এম কামারুজ্জামান
ঘ. খন্দকার মোশতাক আহমদ

৫. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?
ক. দ্বিজাতিতত্ত্ব খ. সামাজিক চেতনা
গ. অসাম্প্রদায়িকতা ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ

৬. ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না—
ক. শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
ঘ. নবাব স্যার সলিমুল্লাহ

উত্তর ১. ঘ, ২. খ, ৩. ক, ৪. গ, ৫. ঘ, ৬. ঘ

৩৭তম বিসিএস

১. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠনকালে ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন—
ক. লর্ড রিপন খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড মিন্টো ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ

২. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন নবাব কে?
ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা খ. মুর্শিদকুলী খান
গ. ইলিয়াস শাহ ঘ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

৩. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল—
ক. ধানের শীষ খ. নৌকা
গ. লাঙল ঘ. বাইসাইকেল

৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ কোনটি?
ক. ইন্দোনেশিয়া খ. মালয়েশিয়া
গ. মালদ্বীপ ঘ. পাকিস্তান

৫. বাংলাদেশে মর্যাদা অনুসারে তৃতীয় বীরত্বসূচক খেতাব—
ক. বীর প্রতীক খ. বীরশ্রেষ্ঠ
গ. বীর উত্তম ঘ. বীর বিক্রম

৬. ঐতিহাসিক ৬ দফাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়?
ক. বিল অব রাইটস খ. ম্যাগনাকার্টা
গ. পিটিশন অব রাইটস ঘ. মুখ্য আইন

উত্তর ১. খ, ২. খ, ৩. খ, ৪. ক, ৫. ঘ, ৬. খ

৩৬তম বিসিএস

১. বাংলার 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'-এর সময়কাল—
ক. ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ
গ. ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ

Downloaded from www.bdniyog.com

২. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়?
ক. ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ খ. ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
গ. ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঘ. ২০ জানুয়ারি ১৯৫২

৩. ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়—
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৬৬ সালে
গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে

৪. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
ক. দ্রাবিড় খ. নেগ্রিটো গ. ভোটচীন ঘ. অস্ট্রিক

৫. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?
ক. পুণ্ড্র খ. তাম্রলিপ্ত গ. গৌড় ঘ. হরিকেল

৬. বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে?
ক. আলমগীরনামা খ. আইন-ই-আকবরী
গ. আকবরনামা ঘ. তুজুক-ই-আকবরী

৭. ঢাকার লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন—
ক. শাহ সুজা খ. শায়েস্তা খান
গ. মীর জুমলা ঘ. সুবেদার ইসলাম খান

৮. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময় পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলন চলছিল। সেটি হলো—
ক. ইসলামাবাদের সামরিক সরকার পদত্যাগের আন্দোলন
খ. পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
গ. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পদত্যাগ আন্দোলন
ঘ. মার্শাল ল পদত্যাগের আন্দোলন

৯. ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারি করেন—
ক. বেতার/রেডিওর মাধ্যমে
খ. ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
গ. টেলিগ্রামের মাধ্যমে
ঘ. টেলিভিশনের মাধ্যমে

১০. ঢাকার 'ধোলাই খাল' কে খনন করেন?
ক. পরিবিবি খ. ইসলাম খান
গ. শায়েস্তা খান ঘ. ঈশা খান

১১. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
ক. ৯ মে ১৯৫৪ খ. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
গ. ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

১২. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়?
ক. ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ. ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?
ক. যুক্তরাজ্য খ. পূর্ব জার্মানি গ. স্পেন ঘ. গ্রিস

উত্তর ১. ক, ২. ক, ৩. খ, ৪. ঘ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. খ, ৮. খ, ৯. খ, ১০. খ, ১১. ক, ১২. গ, ১৩. খ

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন

আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে উঠেছে ভোটের লড়াই

রাজিউল হাসান

দুই দলেরই প্রার্থী বাছাই শেষ। এরই মধ্যে জমে উঠেছে ভোটের লড়াই। একে অপরকে নানাভাবে আক্রমণও করে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। ২৯ সেপ্টেম্বর দুই প্রার্থী প্রথমবারের মতো মুখোমুখি বিতর্কে অংশ নিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান চিত্রের একটা অংশ এটি। এর বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে, রাজনীতিতে যার প্রভাবও পড়েছে এবং পড়ছে। এর অন্যতম যুক্তরাষ্ট্রে চলমান বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সৃষ্ট সংকট। এসব নিয়েই এখন আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ চলছে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেনের মধ্যে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির চার দিনের জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে, গত ১৮ আগস্ট বাইডেনের মনোনয়ন নিশ্চিত হয়। এর পরদিন, ১৯ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বাইডেনের রানিং মেট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়ে ইতিহাস গড়েন কমলা হ্যারিস। আর এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার পর তিনি গড়েন এক ইতিহাস। কারণ, ওবামাও কৃষ্ণাঙ্গ, ভারতীয়-জ্যামাইকান বংশোদ্ভূত কমলাও কৃষ্ণাঙ্গ। ডেমোক্রেটিক পার্টির সম্মেলনের পর জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রিপাবলিকান পার্টির। ২৪ আগস্ট শুরু হওয়া এ সম্মেলনের প্রথম দিনই মনোনয়ন নিশ্চিত হয়ে যায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের। তাঁর রানিং মেট বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সও সহজে উতরে যান প্রার্থিতা প্রাপ্তির বৈতরণি।

তবে নির্বাচনে দুই দলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার আগে-পরে নানা বিতর্ক এবারের নির্বাচন-পূর্ব রাজনীতিকে করে তুলছে আরও জটিল। এর মধ্যে ডাকযোগে ভোট বিতর্ক একটি অন্যতম কারণ। নির্বাচনের আগে করোনাভাইরাসের টিকা আনা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের তোড়জোড়ও সংশয় সৃষ্টি করেছে জনমনে।

ডাকযোগে ভোট নিয়ে বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আগামী ৩ নভেম্বর ভোট গ্রহণ করা হবে। তবে সেপ্টেম্বর মাস থেকেই দেশটিতে ডাকযোগে ভোট শুরু হয়ে গেছে। অন্যান্যবার এ নিয়ে কোনো সমস্যা না থাকলেও এবার ডাকযোগে ভোট নিয়ে বেশ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এর অন্যতম কারণ, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণের বিরোধিতা। এরপর মার্কিন ডাক বিভাগের প্রধান লুইজ ডিজয়ও বলেন, এবার ভোটের ব্যালট নির্দিষ্ট সময়ে না-ও পৌঁছাতে পারে। এ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই মার্কিন কংগ্রেসের রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চকক্ষ সিনেটে এক শুনানিতে ডাকা হয় ডিজয়কে। সেখানে তিনি অবশ্য সময়মতো ও নিরাপদে ব্যালট পেপার পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

এদিকে করোনা মহামারির কারণে এবারের নির্বাচনে ডাকযোগে ভোটের গুরুত্ব বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। এ ছাড়া দেশটিতে ডাকযোগে ভোটে জালিয়াতির ঘটনা নিয়ে ২০১৭ সালে গবেষণা করে ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিস নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এতে দেখা যায়, ডাকযোগে ভোটে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য শূন্য ৯ শতাংশ বা তারও কম জালিয়াতির ঘটনা ঘটে, যা অত্যন্ত কম। কাজেই আক্ষরিক অর্থেই এ পদ্ধতিতে ভোটদানে কোনো দলের বিশেষ সুবিধা নেওয়ার সুযোগ থাকে না।

নিয়ম অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ৩ নভেম্বরের আগেই ডাকযোগে ব্যালট পৌঁছে যাওয়ার কথা। ভোটাররা ভোট দিয়ে সে ব্যালট আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাকযোগেই ফেরত পাঠানোর কথা। ৩ নভেম্বর গৃহীত ভোটের সঙ্গেই ডাকযোগের এই ভোটও একই দিনে গণনা করার কথা। এর আগে ২০১৬ সালের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রে এক-চতুর্থাংশ ভোট পড়েছিল ডাকযোগে।

কিন্তু দেশটির ডাক বিভাগ রয়েছে অর্থনৈতিক সংকটে। এ ছাড়া ডাকযোগে ভোটে ট্রাম্পের রয়েছে

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

অনীহা। এসব কারণে এবার ডাকযোগে সময়মতো ব্যালট পৌঁছানো নিয়ে শঙ্কা দেখা দেয়। এ শঙ্কা আরও বাড়িয়ে দেয় ডাক বিভাগের প্রধান লুইজ ডিজয়ের একটি চিঠি। তিনি ৪৬টি অঙ্গরাজ্য কর্তৃপক্ষ ও ওয়াশিংটন ডিসির কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানান, এবার ডাকযোগে সময়মতো ব্যালট না-ও পৌঁছাতে পারে। এই অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে পরে যদিও মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল অনুমোদন দেয়।

করোনার টিকা নিয়ে তোড়জোড়

এদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী বাইডেনের চেয়ে জনপ্রিয়তায় সাড়ে সাত পয়েন্ট পিছিয়ে থাকা ট্রাম্প এখন নির্বাচনের আগেই করোনার টিকা আনা নিয়ে তোড়জোড় শুরু করেছেন। এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি জোর দিয়ে বলেন, অক্টোবরের শেষেই বাজারে আসছে টিকা। বিভিন্ন সূত্র বলেছে, এখন সম্ভাব্য যে টিকাগুলোর পরীক্ষা চলছে, তার মধ্যে যেকোনো এক বা একাধিক টিকা দ্রুত অনুমোদন দিতে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ওষুধ প্রশাসনের (এফডিএ) ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন ট্রাম্প। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে অভিজ্ঞ সংক্রামক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ এবং হোয়াইট হাউসের করোনা মহামারি টাস্কফোর্সের অন্যতম সদস্য অ্যান্থনি ফাউসি তাড়াহুড়া করে কোনো টিকা আনার বিরোধিতা করেছেন।

ট্রাম্পের এ তোড়জোড়ের কারণে এখন করোনার টিকা নিয়ে একধরনের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে জনমনে। জনমত জরিপ সংস্থা কেএফএফের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ মনে করেন, ট্রাম্পের চাপের মুখে ওষুধ প্রশাসন কোনো না কোনো টিকার অনুমোদন দিতে বাধ্য হবে।

অবশ্য ট্রাম্পের এ তোড়জোড় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বাইডেনের হাতে তুলে দিয়েছে নতুন এক অস্ত্র। তিনি মিশিগানে এক জনসভায় বলেছেন, 'তিনি (ট্রাম্প) জানতেন, এই ভাইরাস কতটা মারাত্মক। জেনেও কোনো ব্যবস্থা নেননি তিনি। এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কী হতে পারে!' পরে সিএনএনকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ট্রাম্পের সত্যি লুকানোর একমাত্র কারণ ছিল পুঁজিবাজারে পতন ঠেকানো। এটি মস্ত এক অপরাধ।

বাইডেনের রানিং মেট ও নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিস বলেছেন, 'ভরাডুবি ঠেকাতে ট্রাম্প যেনতেন একটা টিকা বাজারে ছাড়তেই পারেন। কিন্তু শুধু তাঁর কথায় সে টিকা আমি কখনোই নেব না।'

উল্লেখ্য, করোনা মহামারিতে সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ও মৃত্যুর দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এখনো শীর্ষে। দেশটিতে দুই লাখ মানুষ মারা গেছেন এই ভাইরাসের সংক্রমণে।

ইলেকটোরাল কলেজ ভোট

ভোটের রাজনীতি যেদিকেই গড়াক না কেন, মার্কিন জনগণ যে রায়ই দেন না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ইলেকটোরাল কলেজ ভোট। এ নির্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে মোট ৫৩৮ জন 'ইলেকটর' বা নির্বাচকের ভোটের ওপর। প্রতিটি রাজ্যের জনসংখ্যার ভিত্তিতে এসব নির্বাচকের সংখ্যা নির্ধারিত থাকে। যেমন জনবহুল ক্যালিফোর্নিয়ার রয়েছে ৫৫ জন নির্বাচক, আবার বিরল জনসংখ্যার মন্টানার রয়েছে মাত্র ৩টি ভোট। জিততে হলে একজন প্রার্থীর প্রয়োজন ন্যূনতম ২৭০ ইলেকটোরাল ভোট। একটি রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি জনগণের ভোট পাবেন, তিনি সেই রাজ্যের নির্ধারিত সব ইলেকটোরাল ভোট পেয়ে যাবেন। এ কারণে মোট ভোটের হিসাবে এগিয়ে থেকেও কোনো প্রার্থী পর্যাপ্ত ইলেকটোরাল ভোট পেতে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন না।

Downloaded from www.bdniyog.com

ফিরে দেখা

এগারো হামলা : ১৯ বছর পরও সারেনি যে ক্ষত

হাসান ফেরদৌস

সেদিন আকাশ ছিল ঝকঝকে। কর্মব্যস্ত নিউইয়র্কে প্রতিদিনের মতো আরেকটি সকাল। ঠিক ৮টা ৪৬ মিনিটে যাত্রীবাহী একটি উড়োজাহাজ আছড়ে পড়ল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ারে। ১৫ মিনিট পর দ্বিতীয় একটি উড়োজাহাজ আঘাত হানল সাউথ টাওয়ারে। যে টুইন টাওয়ার নিউইয়র্ক শহরের বিজয়কেতন হিসেবে তিন দশকের বেশি সময় দাঁড়িয়ে ছিল, সবার চোখের সামনে তা ধসে পড়ল। প্রাণ গেল প্রায় তিন হাজার মানুষের, যাঁদের মধ্যে ১২ জন বাংলাদেশিও ছিলেন। একই দিন ছিনতাই করা আরও দুটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হলো পেনসিলভানিয়ার শাঙ্কসভিলে এবং ওয়াশিংটন ডিসির অদূরে পেন্টাগনে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ওই বিপর্যয়ের ক্ষত ১৯ বছর পর আজও যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের জীবনে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে স্পষ্ট।

২০০১ সালের ওই সন্ত্রাসী হামলা ইতিহাসে 'নয়-এগারো হামলা' নামে ঠাঁই করে নিয়েছে। ওই হামলার আশু প্রতিক্রিয়া ছিল আফগানিস্তানে পাল্টা মার্কিন হামলা। আল-কায়েদার সন্ত্রাসী হামলার প্রতিশোধ নিতে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা এখনো শেষ হয়নি। এ যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নিহত সেনাসদস্যের সংখ্যা ইতিমধ্যে সাড়ে তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। ব্যয় হয়েছে প্রায় আড়াই ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ যুদ্ধে কতসংখ্যক আফগান নাগরিক নিহত হয়েছে, সে হিসাব কেউ রাখেনি। তবে নিহত আফগান সেনাসদস্যের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এ বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও আল-কায়েদাকে আজও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করা যায়নি।

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

আফগানিস্তানে বর্তমানে ১২ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রয়েছে। এর মধ্যেই দেশটিতে তালেবানের উৎপাত বেড়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র এখন যেভাবেই হোক আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে চায়। কিন্তু বেরিয়ে আসার সম্মানজনক পথ খুঁজে পাচ্ছে না তারা। দেশটির আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকারকে পাশ কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তাই এখন তালেবান নেতৃত্বের সঙ্গেই সরাসরি আলোচনা চালাচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারিতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তিও হয়, যেখানে পরবর্তী ১২ থেকে ১৪ মাসের মধ্যে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে সব সেনা দেশে ফিরিয়ে আনতে চান তিনি। এটি তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। কিন্তু অনেকেই বলছেন, এটি একটি অসম্ভব লক্ষ্যমাত্রা।

আফগানিস্তান যুদ্ধ বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘতম সমর অভিযান। এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় ২০০৩ সালের ইরাক অভিযান এবং পরবর্তী সময়ে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এই শেষ দুই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করলেও লড়াই এখনো শেষ হয়নি। বস্তুত ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্য ছাপিয়ে এখন আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

দেশের বাইরে এ অব্যাহত রক্তক্ষয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'আটলান্টিক'-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ভিন্ন দুটি আয়োজনে ট্রাম্প যুদ্ধে নিহত মার্কিন সেনাদের 'হতভাগা' ও 'নির্বোধ' বলে অভিহিত করেছেন। ওয়াশিংটনের কাছে আর্লিংটন সমাধিস্থলে নিহত মার্কিন সেনাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প তাঁর সাবেক চিফ অব স্টাফ জেনারেল জন কেলিকে প্রশ্ন করেন, যারা মারা গেল, যুদ্ধ করে তারা কী পেল? একই সমাধিস্থলে কেলির সৈনিক ছেলেরও সমাধি রয়েছে। সেই সমাধির সামনে দাঁড়িয়েই ট্রাম্প প্রশ্ন করেন, 'কী লাভ হলো এভাবে জীবন দিয়ে? এরা যদি খুব চটপটে ও বুদ্ধিমানই হবে, তাহলে ব্যবসায় নেমে অর্থ উপার্জন না করে যুদ্ধে গেল কেন?'

পরে অবশ্য ট্রাম্প দাবি করেছেন, তিনি ওই ধরনের মন্তব্য করেননি। তবে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব কারও অজানা নয়। মার্কিনিদের চোখে 'নায়ক' হিসেবে বিবেচিত প্রয়াত সিনেটর জন ম্যাককেইনকে তিনি প্রকাশ্যেই 'লুজার' (পরাজিত) বলে কটাক্ষ করেছেন। মার্কিন বাহিনীর একাধিক সাবেক জেনারেল ট্রাম্পের বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, তাঁর কাছে সবই ব্যবসা বা লাভ-ক্ষতির ব্যাপার। দেশের জন্য আত্মত্যাগের বিষয়টি তিনি বুঝবেন না।

কঠোর সমালোচনার মুখে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ট্রাম্প যা বলেছেন, তাতে বিপদ আরও বেড়েছে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, সাধারণ সেনাদের কাছে তিনি জনপ্রিয়। কিন্তু জেনারেলরা তাঁকে পছন্দ করেন না। এই জেনারেলরা সবাই বিদেশে যুদ্ধ টিকিয়ে রাখতে চান। কারণ, তাঁদের লক্ষ্য 'সামরিক কন্ট্রাক্টরদের' পকেট ভারী করা।

মার্কিন বাহিনীর একাধিক সাবেক জেনারেল প্রতিবাদ করে বলেছেন, যুদ্ধের সিদ্ধান্ত জেনারেলরা নেন না। এ সিদ্ধান্ত নেন দেশের প্রেসিডেন্ট। সেনাসদস্যদের প্রতি এমন অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাবের জন্য এই জেনারেলদের কেউ কেউ ট্রাম্পকে দেশের কমান্ডার ইন চিফ বা সর্বাধিনায়ক হওয়ার অযোগ্য বলে ভর্ৎসনা করেছেন। অন্যরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, 'মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স' বা সামরিক শিল্প ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কথা বললেও ট্রাম্প নিজে সৌদি আরবসহ বিভিন্ন আরব দেশে কয়েক বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র বিক্রি করেছেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে তিনি এমন একজনকে বেছে নিয়েছেন, যিনি এর আগে একটি বড় অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পত্রিকা মন্তব্য করেছে, নিজেকে যতই শান্তিবাদী হিসেবে উপস্থাপন করুন না কেন, ট্রাম্প আসলে প্রতিরক্ষা ব্যবসার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

নয়-এগারো হামলার ১৯তম বার্ষিকীর প্রাক্কালে বিদেশে মার্কিন সেনা অভিযান প্রশ্নে যে বিতর্কের সূচনা ট্রাম্প করেছেন, নভেম্বরের নির্বাচনে তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জো বাইডেন বলেছেন, তাঁর ছেলে বো বাইডেন একজন সাবেক সেনাসদস্য। বো মোটেই হতভাগা বা নির্বোধ নন।

এ কথা ঠিক, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অধিকাংশই ট্রাম্পকে সমর্থন করেন। আগামী নির্বাচনে জিততে হলে তাঁর এ সমর্থন অটুট রাখতে হবে। কিন্তু সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য দেশের সর্বাধিনায়ক যদি তাঁদের 'হতভাগা' ও 'নির্বোধ' বলে মনে করেন, তাহলে এই সেনাসদস্যদের কেউ কেউ যে ভোটের সময় মত বদলাবেন, সে কথা ভাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

সূত্র : প্রথম আলো, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বিসিএস প্রস্তুতি

বাংলা ব্যাকরণ

তারিক মনজুর
শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এর আগে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আজ থাকছে অ বর্ণের উচ্চারণ, এ বর্ণের উচ্চারণ এবং বিভিন্ন ফলাচিহ্নের উচ্চারণ।

অ বর্ণের উচ্চারণ

অ বর্ণের দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায় :

- বিবৃত উচ্চারণ যখন ঠোঁট বেশি খোলে; যেমন—অনেক [অনেক্], কত [কতো]।
- সংবৃত উচ্চারণ যখন ঠোঁট কম খোলে; যেমন—অতি [ওতি], মন [মোন্]।

অ বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ :

১. শব্দের শুরুতে না-বোধক অ বিবৃত হয়; যেমন—অচেনা [অচেনা], অলৌকিক [অলোউকিক্]।
২. অ/আ-যুক্ত ধ্বনির আগের অ বিবৃত হয়; যেমন—অমাবস্যা [অমাবোশ্‌শা], কথা [কথা]।

অ বর্ণের সংবৃত উচ্চারণ :

১. পরে ই/উ থাকলে অ সংবৃত হয়; যেমন—অসি [ওশি], বকুল [বোকুল্]।
২. র-ফলাযুক্ত অ সংবৃত হয়; যেমন—প্রতিভা [প্রোতিভা], প্রচুর [প্রোচুর্]।
৩. তম, তর, তন যুক্ত শব্দের শেষের অ সংবৃত হয়; যেমন—প্রিয়তম [প্রিয়োতমো], গুরুতর [গুরুতরো], ঊর্ধ্বতন [উর্‌ধোতনো]।
৪. ঋ/ও/ঔ ধ্বনির পরের অ সংবৃত হয়; যেমন—তৃণ [ত্রিনো], নোলক [নোলোক্], মৌন [মোউনো]।
৫. ই ধ্বনির পরের অ বিবৃত হয়; যেমন—গঠিত [গোঠিতো], জনিত [জোনিতো]।

এ বর্ণের উচ্চারণ

এ বর্ণের দুই রকম উচ্চারণ পাওয়া যায় :

- সংবৃত উচ্চারণ যখন ঠোঁট কম খোলে; যেমন—মেঘ [মেঘ্], তেল [তেল্]।
- বিবৃত উচ্চারণ যখন ঠোঁট বেশি খোলে; যেমন—খেলা [খ্যালা], মেলা [ম্যালা]।

এ বর্ণের সংবৃত উচ্চারণ

১. ই/উ পরে থাকলে এ সংবৃত হয়; যেমন— দেখি, রেণু, বেলুন।
২. একাক্ষর সর্বনাম পদের এ সংবৃত হয়; যেমন—কে [কে], সে [শে]।
৩. শব্দের শেষে বিভক্তি হিসেবে যুক্ত এ সংবৃত হয়; যেমন—পথে [পথে], ঘাটে [ঘাটে]।

Downloaded from www.bdniyog.com

এ বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ

১. দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম ও অব্যয় পদে এ বিবৃত হয়; যেমন—এত [অ্যাতো], এখন [অ্যাখোন্], কেন [ক্যানো]।
২. অনুস্বার-যুক্ত ধ্বনির আগের এ বিবৃত হয়; যেমন—খেংড়া [খ্যাঙ্‌ড়া], চেংড়া [চ্যাঙ্‌ড়া]।
৩. খাঁটি বাংলা শব্দে এ বিবৃত হয়; যেমন—খেমটা [খ্যাম্‌টা], ঢেপসা [ঢ্যাপসা]।
৪. এক, এগার, তের এই কয়টি সংখ্যাবাচক শব্দে, এমনকি 'এক' যুক্ত অন্য শব্দে এ বিবৃত হয়; যেমন—একচোট [অ্যাকচোট], একঘরে [অ্যাকঘোরে]।
৫. ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় এ বিবৃত হয়; যেমন—দেখ্ [দ্যাখ্], দেখ [দ্যাখো]।

ফলাচিহ্নের উচ্চারণ

ম-ফলা

১. শব্দের শুরুতে ম-ফলা থাকলে ম উচ্চারিত হয় না। তবে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনে যে স্বরধ্বনি থাকে তা সানুনাসিক হয়। যেমন—শ্মশান [শঁশান্], স্মরণ [শঁরোন্], স্মারক [শাঁরোক্], স্মৃতি [স্রিঁতি]।
২. শব্দের মধ্যে বা শেষে ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের ম উচ্চারিত হয় না। ব্যঞ্জনটির উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক উচ্চারিত হয়। যেমন—ভস্ম [ভশ্‌শোঁ], আত্মা [আত্‌তাঁ], রশ্মি [রোশ্‌শি], পদ্ম [পদ্‌দোঁ]।
ব্যতিক্রম : শব্দের মধ্যে বা অন্তে গ/ঙ/ট/ণ/ন/ম/ল-এর সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই ম উচ্চারিত হয়। যেমন—যুগ্ম [যুগমো], উন্মাদ [উদ্‌মাদ্], জন্ম [জনমো], মৃন্ময় [মৃন্‌ময়], বাঙ্ময় [বাঙময়], সম্মান [সমমান্]।
৩. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ম-ফলা উচ্চারিত হয় না। তবে সংযুক্ত ব্যঞ্জনে যুক্ত স্বরধ্বনিটি সানুনাসিক হয়। যেমন—সূক্ষ্ম [শুক্‌খোঁ], লক্ষ্মী [লোক্‌খিঁ]।
৪. বাংলায় কিছু ম-ফলাযুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে যেখানে ম উচ্চারিত হয়। যেমন—কুষ্মাণ্ড [কুশ্‌মানডো], স্মিত [স্মিতো], সুস্মিতা [শুস্‌মিতা], আয়ুষ্মতী [আয়ুশ্‌মোতি]।

য-ফলা (্য)

১. শব্দের শুরুতে য-ফলাযুক্ত সংস্কৃত শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চারণ অ্যা-র মতো হয়; যেমন—ব্যর্থ

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

[ব্যারথো], ব্যাকরণ [ব্যাকরোন্], ব্যবস্থা [ব্যাবোস্থা], ব্যাঘাত [ব্যাঘাত্]।

ব্যতিক্রম : শব্দের প্রথম বর্ণের সঙ্গে যুক্ত য-ফলার পরে যদি ই/ঈ-কার থাকে, সেক্ষেত্রে য-ফলা যুক্ত বর্ণটি অ্যা-র মতো না হয়ে এ-এর মতো উচ্চারিত হয়; যেমন—ব্যথিত [বেথিতো], ব্যতিক্রম [বেতিক্‌ক্রোম], ব্যতীত [বেতিতো], ব্যক্তিত্ব [বেক্‌তিত্‌তো]।

২. শব্দের মাঝে বা শেষে যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা থাকলে, সেই য সাধারণত উচ্চারিত হয় না; যেমন—স্বাস্থ্য [শাস্‌থো], সন্ধ্যা [শোন্‌ধা], সন্ন্যাসী [শোন্‌নাশি], অন্ত্য [অন্‌তো]।

৩. শব্দের মাঝের বা শেষের ব্যঞ্জনে য-ফলা যুক্ত হলে সেই ব্যঞ্জনটি দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় এবং ও-কারান্ত হয়; যেমন—অদ্য [ওদ্‌দো], সত্য [শোত্‌তো], কন্যা [কোন্‌না], লভ্য [লোব্‌ভো], পণ্য [পোন্‌নো], তথ্য [তোত্‌থো], নব্য [নোব্‌বো], বাধ্য [বাদ্‌ধো]।

এরকম দু বার উচ্চারণের ক্ষেত্রে য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমবার তার হসন্ত ও দ্বিতীয়বার ও-কারান্ত রূপ হয়। আর ব্যঞ্জনটি মহাপ্রাণ হলে প্রথমবার তার অল্পপ্রাণ হসন্ত ও দ্বিতীয়বার মহাপ্রাণ ও-কারান্ত রূপ হয়।

র-ফলা

১. শব্দের শুরুতে অ-কারান্ত ব্যঞ্জনে র-ফলা যুক্ত হলে ওই র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটি ও-কারান্ত হয়; কিন্তু দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; যেমন—প্রকাশ [প্রোকাশ্], ব্রত [ব্রোতো], গ্রহ [গ্রোহো], ক্রম [ক্রোম্], প্রধান [প্রোধান্], প্রমাণ [প্রোমান্]।

২. শব্দের মাঝে বা শেষে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়; যেমন—বিগ্রহ [বিগগ্রোহো], তীব্র [তিবব্রো], পরিশ্রম [পোরিসস্রোম্], বিচিত্র [বিচিতত্রো]।

শব্দের মধ্যে বা শেষে র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণের নিয়ম থাকলেও ঋ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ দরকার হয় না। এক্ষেত্রে ঋ-কারযুক্ত ব্যঞ্জনের প্রমিত উচ্চারণ এরকম : প্রকৃতি [প্রোক্রিতি], আকৃষ্ট [আক্রিশটো], আবৃত্তি [আব্রিততি], আদৃত [আদ্রিতো]।

৩. সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে র-ফলা থাকলে সেই র-ফলা অবিকৃত উচ্চারিত হয়; যেমন—মন্ত্র [মনত্রো], অস্ত্র [অসত্রো], কেন্দ্র [কেনদ্রো], রন্ধ্র [রনধ্রো]।

ল-ফলা

১. শব্দের শুরুতে ল-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অবিকৃত থাকে; যেমন—ক্লান্তি [ক্লানতি], প্লীহা [প্লিহা], প্লাবন [প্লাবোন্], ক্লেশ [ক্লেশ্]।

২. শব্দের মাঝে ও শেষে ব্যঞ্জনবর্ণে ল-ফলা যুক্ত হলে ব্যঞ্জনটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়; যেমন—বিপ্লব [বিপপ্লব], অক্লেশে [অকক্লেশে], অক্লান্ত [অকক্লানতো], অম্লান [অমম্লান্]।

বইঘর.কম

ব-ফলা

১. শব্দের শুরুতে ব-ফলা উচ্চারিত হয় না; যেমন—স্বদেশ [শদেশ্], ধ্বনি [ধোনি], ত্বক [তক্], শ্বাস [শাশ্]।

২. শব্দের মাঝে বা শেষে ব-ফলা থাকলে ব-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনটির উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে; যেমন — বিশ্বাস [বিশ্‌শাশ্], রাজত্ব [রাজোততো], বিদ্বান [বিদ্‌দান্], অশ্ব [অশশো], দ্বিত্ব [দিততো], স্বত্ব [সততো]।

৩. শব্দের মাঝে বা শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত থাকলে ওই ব-ফলা উচ্চারিত হয় না। যেমন—সান্ত্বনা [শানতোনা], উজ্জ্বল [উজ্‌জল], উচ্ছ্বাস [উচ্‌ছাশ্], তত্ত্ব [ততত্তো]।

৪. 'উৎ' উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের দ-এর সঙ্গে যুক্ত ব অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়; যেমন—উদ্বোধন [উদবোধোন্], উদ্বাহু [উদ্‌বাহু], উদ্বাস্তু [উদ্‌বাসতু], উদ্বেগ [উদবেগ্]।

৫. বাংলা শব্দে সন্ধির ফলে 'ক' থেকে আগত 'গ'-এর সঙ্গে ব যুক্ত হলে ওই ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে; যেমন—দিগ্বিদিক [দিগবিদিক্], দিগ্বিজয় [দিগবিজয়], দিগ্বলয় [দিগ্‌বলয়]।

www.bdniyog.com

অনুশীলন

১. বাংলা সাতটি স্বরধ্বনির মধ্যে কোন তিনটি বিবৃত?

(ক) অ, ই, উ (খ) আ, ঈ, উ

(গ) অ, এ, অ্যা (ঘ) অ্যা, আ, অ

২. অ বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ আছে কোন শব্দে?

(ক) অসাধু (খ) অতি

(গ) যদু (ঘ) মন

৩. এ বর্ণের সংবৃত উচ্চারণ আছে কোন শব্দে?

(ক) এগারো (খ) এবার

(গ) অ্যাম্বুলেন্স (ঘ) একা

৪. 'স্বদেশ' শব্দের উচ্চারণ —

(ক) সোদেশ্ (খ) সদেশ্

(গ) স্বদেশ্ (ঘ) শদেশ্

৫. কোন কথাটি ঠিক?

(ক) সংবৃত উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে

(খ) বিবৃত উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে

(গ) সংবৃত মানে সঠিক উচ্চারণ

(ঘ) বিবৃত মানে বিকৃত উচ্চারণ

৬. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে পূর্ববর্তী অ সংবৃত হয়; যেমন —

(ক) মন (খ) করুণ

(গ) অকূল (ঘ) অচিন

৭. একাক্ষর সর্বনাম পদের এ সংবৃত হয়; যেমন —

(ক) পথে (খ) চেনা

(গ) তাহাকে (ঘ) সে

৮. ঔ বর্ণের উচ্চারণ?

(ক) ওই (খ) অই

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

(গ) আউ (ঘ) ওউ

৯. শব্দের শুরুতে ম-ফলা থাকলে ম-এর উচ্চারণ—
(ক) হয় না (খ) দ্বিত্ব হয়
(গ) মহাপ্রাণ হয় (ঘ) অঘোষ হয়

১০. 'পরিশ্রম' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) পরিস্রম (খ) পোরিশ্রোম্
(গ) পোরিসস্রোম্ (ঘ) পোরিসশ্রোম্

১১. এ বর্ণের কোন উচ্চারণটি সংবৃত?
(ক) এক (খ) একা
(গ) এগারো (ঘ) একুশ

১২. খাঁটি বাংলা শব্দে এ বর্ণের উচ্চারণ বিবৃত হয়; যেমন—
(ক) খেমটা (খ) দেখ্
(গ) মেঘ (ঘ) কেষ্ট

১৩. সংযুক্ত ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব-ফলা থাকলে—
(ক) উচ্চারিত হয় (খ) উচ্চারিত হয় না
(গ) দ্বিত্ব উচ্চারিত হয় (ঘ) অনুনাসিক উচ্চারিত হয়

১৪. 'ব্যতিক্রম' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) ব্যাতিক্‌ক্রম্ (খ) ব্যাতিক্‌ক্রোম্
(গ) বেতিক্‌ক্রম্ (ঘ) বেতিক্‌ক্রোম্

১৫. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
(ক) কার (খ) মাত্রা
(গ) ফলা (ঘ) কষি

১৬. 'রশ্মি' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) রশমি (খ) রোশমি
(গ) রোশশি (ঘ) রশশি

১৭. কোন কোন বর্ণের বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ নেই —
(ক) অ ঋ ঔ (খ) য ণ ঞ
(গ) ং ঃ ঁ (ঘ) য র ল

১৮. 'বিপ্লব' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) বিপ্‌লব্ (খ) বিপ্‌লোব্
(গ) বিপ্‌প্লব্ (ঘ) বিপ্‌প্লোব্

১৯. 'দিগ্বলয়' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) দিগ্‌বলয় (খ) দিক্‌বলোয়্
(গ) দিগ্‌বলোয়্ (ঘ) দিকবোলয়্

২০. 'লভ্য' শব্দে ফলাযুক্ত বর্ণের উচ্চারণে যে দ্বিত্বধ্বনি তৈরি হয় সেখানে—
(ক) প্রথমটি অল্পপ্রাণ, দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ
(খ) প্রথমটি মহাপ্রাণ, দ্বিতীয়টি অল্পপ্রাণ
(গ) প্রথমটি ঘোষ, দ্বিতীয়টি অঘোষ
(ঘ) প্রথমটি অঘোষ, দ্বিতীয়টি ঘোষ

২১. 'দেখি' শব্দের এ সংবৃত হওয়ার কারণ—
(ক) দ ঘোষ ধ্বনি (খ) খ মহাপ্রাণ ধ্বনি
(গ) এ সংবৃত স্বর (ঘ) ই সংবৃত স্বর

২২. ইংরেজি Cat শব্দে পাওয়া যায়—
(ক) সংবৃত স্বর (খ) বিবৃত স্বর
(গ) এ ধ্বনি (ঘ) এ বর্ণ

২৩. তম, তর, তন যুক্ত হলে শেষের অ ধ্বনি —
(ক) সংবৃত হয় (খ) বিবৃত হয়
(গ) দ্বিত্ব হয় (ঘ) প্রসৃত হয়

২৪. বাংলা সংবৃত স্বর কোনগুলো?
(ক) অ ই উ এ (খ) আ ঈ ঊ
(গ) ই এ ও উ (ঘ) অ্যা আ অ

২৫. বাংলা সংবৃত ও বিবৃত স্বরধ্বনির সংখ্যা যথাক্রমে—
(ক) ৩টি ও ৪টি (খ) ২টি ও ৩টি
(গ) ৪টি ও ৩টি (ঘ) ৩টি ও ২টি

২৬. 'প্রকৃতি' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) পোকরিতি (খ) প্রোক্রিতি
(গ) প্রোকৃরিতি (ঘ) প্রোকক্রিতি

২৭. 'সান্ত্বনা' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) সান্‌তওয়ানা (খ) শান্‌তওয়ানা
(গ) সান্‌তোনা (ঘ) শান্‌তোনা

২৮. 'উচ্ছ্বাস' শব্দের উচ্চারণ—
(ক) উৎশ্বাস (খ) উচ্‌চাস্
(গ) উচ্‌ছাস্ (ঘ) উচ্‌ছাশ্

২৯. শব্দের শুরুতে কোন ফলাচিহ্নের উচ্চারণ নেই?
(ক) ব-ফলা (খ) র-ফলা
(গ) ল-ফলা (ঘ) য-ফলা

৩০. শব্দের শুরুর ম-ফলা উচ্চারিত হয় না; কিন্তু স্বরধ্বনিটি—
(ক) লোপ পায় (খ) বিবৃত হয়
(গ) সানুনাসিক হয় (ঘ) সংবৃত হয়

www.bdniyog.com

উত্তর

১. ঘ ২. ক ৩. খ ৪. ঘ ৫. খ ৬. খ ৭. ঘ ৮. ঘ ৯. ক ১০. গ ১১. ঘ ১২. ক ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. গ ১৭. খ ১৮. গ ১৯. ক ২০. ক ২১. ঘ ২২. খ ২৩. ক ২৪. গ ২৫. গ ২৬. খ ২৭. ঘ ২৮. ঘ ২৯. ক ৩০. গ

চলতি বিশ্ব : সেপ্টেম্বর সংখ্যার সংশোধনী

সময় বলবেন যেভাবে পৃষ্ঠা : ৭৮
- ছিল : Now it is quarter to 10.
- হবে : Now it is 10 to 10.

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা পৃষ্ঠা : ৮৫

22. 'পরকে প্রতিপালন করে যে'—এককথায় প্রকাশযোগ্য রূপ—

a) পরভৃৎ b) পরভৃত c) প্রতিপোষক d) প্রতিপালক

ছিল : 22. b

হবে : 22. a

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ইংরেজি : সাহিত্য

পার্থ বিশ্বাস, বিসিএস শিক্ষা (ইংরেজি)

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য চাকরি পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্য থেকে প্রশ্ন এসে থাকে। বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাহিত্য অংশ থেকে ১৫ নম্বর নির্ধারিত। সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনার অংশ হিসেবে আজ থাকবে The Age of Renaissance।

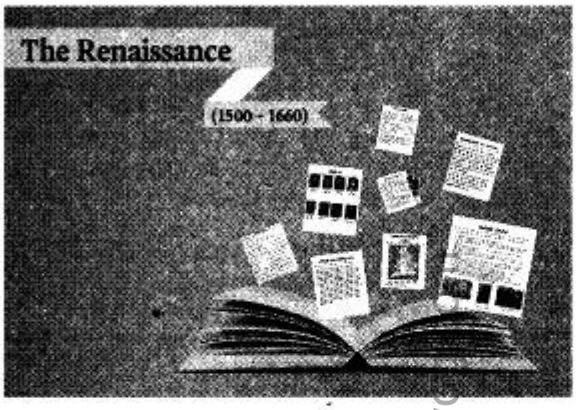

রেনেসাঁ যুগ-সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- Actually European Renaissance began in 14th Century in Italy.
- Renaissance is a Frence word. It is considered the bridge between the Middle ages and the Modern history.
- Renaissance means revival / regeneration / rebirth / reawakening of classical learning, culture and free thinking.
- রেনেসাঁ চতুর্দশ শতকে প্রথমে Florence শহরে এবং পরে Venice ও Rome শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তবে England-এ রেনেসাঁ শুরু হয় ১৫০০ সালে।
- Renaissance is called the Early Modern Period. Because modernism & romanticism began in this age. It started as a Cultural Movement in Italy.

Important Features of Renaissance
Humanism, Free thinking, Nationalism, Individualism

Renaissance-কে ৪টি যুগে ভাগ করা হয়েছে।
a. The Elizabethan Period
b. The Jacobean Period
c. The Caroline Period
d. The Commonwealth Period

a. The Elizabethan Period: 1558 - 1603
Titles of the Age:
1. Golden Period of English Literature/ Drama
2. A Nest of Singing Birds

Features of Elizabethan Theatre:
1. There was no female writers in that period.
2. Women were not allowed to act.
3. The boys played the role of women.
4. First English Theatre was established in 1576
5. The striking features of the Elizabethan tragedy is— love & revenge.

Important writers of Elizabethan Period:

A. Christopher Marlowe (1564 - 1593)

- Father of English Drama/ Tragedy
- University wit
- তিনি নাটকে Blank Verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ) প্রবর্তন করেন।
- তিনি শেক্সপিয়ারের Contemporary হওয়া সত্ত্বেও Predecessor.

Famous Tragedies of Christopher Marlowe:

1. Doctor Faustus
- এটিকে Morality Play বলা হয়।
- Faustus-কে Renaissance Hero বলা হয়।
- নায়ক Faustus তার আত্মাকে ২৪ বছরের জন্য শয়তানের কাছে বিক্রি করেছিলেন।
- Satanic Figures—Lucifer, Mephistophelis.

2. The Jew of Malta
- Central character

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

Barabas, a Jew. এ নাটক পড়ে শেক্সপিয়ার তাঁর 'The Merchant of Venice' লিখেছেন।

3. Tambeurlaine the Great
- এটি মোগল সম্রাট বাবরের পূর্বপুরুষ রাজা তৈমুর লংকে নিয়ে লেখা। তৈমুর কীভাবে রাখাল থেকে যোদ্ধা হয়ে উঠেছিলেন, সেটিই এ নাটকে দেখানো হয়েছে।

B. Edmund Spenser (1552 - 1599)

Title: The Poet of Poets.
- তার মৃত্যুর পর বহু কবি-সাহিত্যিক বিশেষ করে Romantic Age (1798 1832) কবিরা তাঁর কবিতার style অনুসরণ করেন। তাই তাঁকে The Poet of Poets বলা হয়।
- তিনি Spenserian Sonnet প্রবর্তন করেন।
- স্পেন্সারের বিখ্যাত মহাকাব্যের নাম: The Faerie Queen (পরির মতো সুন্দরী রানি)
- রানি এলিজাবেথের প্রশংসা করে এটি রচিত।
- এই রম্য উপাখ্যানটি Allegory হিসেবেও খ্যাত
- এটির মূল থিম Patriotism
- Red Cross Knight এই মহাকাব্যের নায়ক এবং Una ছিলেন নায়িকা

C. Sir Philip Sidney (1554 - 1586)

A famous critic and was also a poet and soldier.

His Famous book:

a. An Apology for Poetry (সাহিত্য সমালোচনা গ্রন্থ)

b. Arcadia; It is called the embryo or seed of English novel

www.boighar.com

D. John Webster (1580-1634)

His famous tragedies:

a. The white Devil

b. The Duchess of Malfi
- it is a revenge play
- Bosola এই নাটকের কুখ্যাত চরিত্র
  Bosola-কে Machiavellian /selfish character বলা হয়।

E. George Chapman (1559 -1634)

- Chapman translated Homer's 'Iliad' & 'Odyssey' into English.

F. Ben Jonson (1572 - 1637)

- He is called the Comedy of Humours. It is connected with Medical Theory.
- Famous plays of Ben Jonson
- Every Man in His Humour
- The Silent Woman
- Volpone; এই নাটকের অন্যতম চরিত্র Mosca.
- এটিকে Beast Fable বলা হয়।
- The Alchemist

F. Thomas Kyd (1558 - 1594)

- A famous university wit
- Father of English Revenge Tragedy
- তবে ইতালিয়ান নাট্যকার Seneca-কে Father of Revenge Tragedy বলা হয়।

Famous play of Kyd:

The Spanish Tragedy. এটিকে Bloody Drama বলা হয়। The Spanish Tragedy পড়ে শেক্সপিয়ার তাঁর বিখ্যাত Hamlet নাটকটি লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

G. Thomas More

His famous book: Utopia (কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য) [a kingdom of nowhere; an imaginary island where there is no problem] এটি তিনি ল্যাটিন ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন।

H. Niccolo Machiavelli (1469 - 1527)

- Father of Modern Political Science
- তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Prince
- সাহিত্যে Machiavellian character বলতে selfish character-কে বোঝানো হয়।
- তাঁর অনুসৃত নীতি—The end justifies the means.

I. Francis Bacon (1561 - 1626)

- Father of English Essay
- Father of Modern Prose
- Father of Empiricism (অভিজ্ঞতাবাদ বা প্রয়োগবাদের জনক)
- He was an English coutier, statesman, lawyer and natural philosopher.
- তাঁর সব প্রবন্ধের নাম Of দিয়ে শুরু। যেমন—Of Studies, Of Love etc.

Famous Quotes of Francis Bacon:

a. Reading maketh a full man; conference a ready man; writing an exact man.

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

b. History makes man wise.
c. Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested.
d. Wives are young men's mistresses, companions for the middle age and old men's nurses.
e. It is impossible to love and be wise.
f. Opportunity makes a thief.
g. Revenge is a kind of wild justice.

Famous books of Francis Bacon:

a. Advancement of Learning
b. Novum Orgamum
c. Divine and Humane
d. The New Atlantis

Answer:

1. a 2. b 3. b 4. a 5. b 6. c 7. d 8. b 9. b 10. d 11. b 12. b 13. b 14. c 15. a

Boighar.com

www.boighar.com

Model Questions

1. 'Renaissance' means —
(a) the revival of learning (b) the revival of hard task
(c) the revival of life (d) the revival of new country

2. 'The Faerie Queen' is an —
(a) Elegy (b) Epic
(c) Sonnet (d) Poem

বইঘর.কম

3. Christopher Marlowe is Shakespeare's—
(a) Successor (b) predecessor
(c) contemporary (d) mentor

4. Who is considered to be the father of English prose?
(a) Francis Bacon (b) Kind Alfred the Great
(c) Henry (d) Geoffrey Chaucer

5. Who is called the poet of poets?
(a) Geoffrey Chaucer (b) Edmund Spenser
(c) Roger Bacon (d) William Shakespeare

6. Who wrote 'An Apology for Poetry'?
(a) P. B Shelly (b) Samuel Johnson
(c) Sir Philip Sidney (d) John Donne

7. Which of the following school of literature is connected with a medical theory?
(a) Comedy of Manners (b) Theatre of Absurd
(c) Heroic Tragedy (d) Comedy of humours

8. 'Silent Woman' written by—
(a) John Ruskin (b) Ben Jonson
(c) Kalidas (d) Munishi Prem Chand

9. 'Reading maketh a full man; conference a ready man; writing an exact man' Who said this?
(a) Shakespeare (b) Bacon
(c) Keats (d) Kyd

10. 'Some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digestd.' Said—
(a) Joseph (b) Dr. Johnson
(c) Charles Lamb (d) Francis Bacon

11. Who wrote 'The Spanish Tragedy'?
(a) John Lyly (b) Thomas Kyd
(c) Robert Green (d) Christopher Marlow

12. A Machiavellian character is—
(a) an honest person (b) a selfish person
(c) a courageous person (d) a judicious person

13. Who has written the play 'Volpone'?
(a) John Webster (b) Ben Jonson
(c) Christopher Marlowe (d) William Shakespeare

14. Who is the 'Universsity Wits' in the following list?
(a) William Shakespeare (b) Thomas Gray
(c) Robert Greene (d) John Dryden

15. 'Melodrama' is a kind of play of—
(a) violent and sensational themes (b) historical themes
(c) philosophical themes (d) pathetic themes

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

এ বি এম রেজাউল করীম
বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

সূচক ও লগারিদম

সূচক : সূচক বা ঘাত ও ভিত্তি-সংবলিত রাশিকে সূচকীয় রাশি বলে। যেমন : a^n একটি সূচকীয় রাশি। এখানে n সূচক বা ঘাত এবং a ভিত্তি।

অর্থাৎ $a^n = a \times a \times a \times .... \times a$ (n সংখ্যক a)

যেখানে, $a \in \mathbb{R}$ (বাস্তব সংখ্যা) এবং $n \in \mathbb{Q}$ (মূলদ সংখ্যা)।

সহজভাবে বলা যায়, ভিত্তি a যেকোনো বাস্তব সংখ্যার সেট এবং সূচক n যেকোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা, ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যা, ধনাত্মক ভগ্নাংশ এবং ঋণাত্মক ভগ্নাংশ হতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সূচক অমূলদ সংখ্যা হতে পারে।

সূচকের সূত্রাবলি :

ধরি, $a \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N}$

১। $a^m \times a^n = a^{m+n}$

২। $\frac{a^m}{a^n} = \begin{cases} a^{m-n} & \text{যখন } m>n \\ \frac{1}{a^{n-m}} & \text{যখন } n>m \end{cases}$

৩। $(ab)^n = a^n \times b^n$

৪। $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$, $(b \neq o)$

৫। $(a^m)^n = a^{mn}$

৬। $a^0 = 1$ $(a \neq o)$

৭। $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $(a \neq o)$

৮। $a^{\frac{m}{n}} = (a^{\frac{1}{n}})^m = \sqrt[n]{a^m}$

প্রশ্ন-১ : $(12)^{-\frac{1}{2}} \times \sqrt[3]{54}$ -এর মান নির্ণয় করুন।

সমাধান : $(12)^{-\frac{1}{2}} \times \sqrt[3]{54}$

$= \frac{1}{(12)^{\frac{1}{2}}} \times (54)^{1/3}$

$= \frac{1}{(2^2 \times 3)^{\frac{1}{2}}} \times (3^3 \times 2)^{1/3}$

$= \frac{1}{2 \times 3^{\frac{1}{2}}} \times 3 \times 2^{\frac{1}{3}}$

$= \frac{2^{\frac{1}{3}}}{2} \times \frac{3}{3^{\frac{1}{2}}}$

$= 2^{\frac{1}{3}-1} \times 3^{1-\frac{1}{2}}$

$= 2^{-\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{1}{2}}$

$= \frac{1}{2^{\frac{2}{3}}} \times \sqrt{3}$

$= \frac{1}{(4)^{\frac{1}{3}}} \times \sqrt{3}$

$= \frac{\sqrt{3}}{\sqrt[3]{4}}$ নির্ণেয় মান

২। $3.2^n - 4.2^{n-2}$-এর মান কত?

সমাধান : $3.2^n - 4.2^{n-2}$

$= 3.2^n - 2^2.2^n.2^{-2}$

$= 3.2^n - 2^n$

$= 2^n (3-1)$

$= 2^n.2$

$= 2^n.2^1$

$= 2^{n+1}$ নির্ণেয় মান।

৩। যদি $a^x = b$, $b^y = c$ এবং $c^z = a$ হয়, তবে xyz-এর মান কত?

সমাধান : দেওয়া আছে,

$b = a^x$

$= (c^z)^x \quad \because a = c^z$

$= c^{zx}$

$= (b^y)^{zx} \quad \because c = b^y$

$\therefore b^1 = b^{xyz}$

$\therefore xyz = 1$

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

৪। যদি $(\sqrt{3})^{x+1} = (\sqrt[3]{3})^{2x-1}$ হয়, তবে x-এর মান কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, $(\sqrt{3})^{x+1} = (\sqrt[3]{3})^{2x-1}$

বা, $3^{\frac{x+1}{2}} = 3^{\frac{2x-1}{3}}$

বা, $\frac{x+1}{2} = \frac{2x-1}{3}$

বা, $4x-2 = 3x+3$

বা, $x = 5$

$\therefore x = 5$

লগারিদম : সূচকীয় রাশির মান নির্ণয় করতে লগারিদম ব্যবহার করা হয়। লগারিদমকে সংক্ষেপে log (লগ) লেখা হয়। বড় বড় সংখ্যা বা রাশির গুণফল, ভাগফল ইত্যাদি log-এর সাহায্যে সহজে বের করা যায়।

যদি $a^x = N$ হয়, তবে x-কে N-এর a ভিত্তিক লগ (log) বলে, সেখানে $a>0$ এবং $a \neq 1$ হবে।

আবার, $a^x = N$-কে $x = \log_a N$ লেখা যায়। যাকে N-এর a ভিত্তিক লগ বলা হয়।

উদাহরণ : আমরা জানি, $3^2 = 9$, এই পাটিগণিতিক উক্তিকে লগের মাধ্যমে লেখা যায় $\log_3 9 = 2$

আবার, বিপরীতক্রমে $\log_3 9 = 2$ হলে, সূচকের মাধ্যমে লেখা যায় $3^2 = 9$

অনুরূপে, $3^{-2} = \frac{1}{9}$ কে লগের মাধ্যমে লেখা যায়

$\log_3 \frac{1}{9} = -2$

লগারিদমের সূত্রাবলি :

ধরি, $a>0, a \neq 1$; $b>0, b \neq 1$ এবং $M>0, N>0$

১। $\log_a 1 = 0$ $(a>0, a \neq 1)$

২। $\log_a a = 1$ $(a>0, a \neq 1)$

৩। $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$

৪। $\log_a \left(\frac{M}{N}\right) = \log_a M - \log_a N$

৫। $\log_a M^r = r \log_a M$

৬। $\log_a M = \log_b M \times \log_a b$

৭। $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$ বা $\log_b a =$ বা $\frac{1}{\log_a b}$

প্রশ্ন-১ : মান নির্ণয় করুন :

ক) $\log_3 81$ খ) $\log_5 (\sqrt[3]{5} . \sqrt{5})$

সমাধান : ক) দেওয়া আছে, $\log_3 81$

$= \log_3 3^4$

$= 4 \log_3 3$ $\quad \log_3 3 = 1$

$= 4.1$

$= 4$

খ) দেওয়া আছে, $\log_5 (\sqrt[3]{5} . \sqrt{5})$

$= \log 5 (5^{\frac{1}{3}} . 5^{\frac{1}{2}})$

$= \log 5^{\frac{1}{3}+\frac{1}{2}}$

$= \log 5^{\frac{5}{6}}$

$= \frac{5}{6} \log 5^5$ $\quad \log_5 5 = 1$

$= \frac{5}{6}.1$

$= \frac{5}{6}$

প্রশ্ন-২ : x-এর মান কত?

ক) $\log_5 x = 3$ খ) $\log_x 25 = 2$

সমাধান : ক) দেওয়া আছে,

$\log_5 x = 3$ $\quad \log_a N = x$

বা, $x = 5^3$ $\quad N = a^x$

$x = 125$

খ) দেওয়া আছে,

$\log_x 25 = 2$

বা, $25 = x^2$

বা, $x^2 = 5^2$

$\therefore x = 5$

প্রশ্ন-৩ : $\frac{\log_{10} \sqrt{27} + \log_{10} 8 - \log_{10} \sqrt{1000}}{\log_{10} 1.2}$

এর মান কত?

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\frac{\log_{10} \sqrt{27} + \log_{10} 8 - \log_{10} \sqrt{1000}}{\log_{10} 1.2}$$

$$= \frac{\log_{10} (3^3)^{\frac{1}{2}} + \log_{10} 2^3 - \log_{10} (10^3)^{\frac{1}{2}}}{\log_{10} \frac{12}{10}}$$

www.bdniyog.com

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

$$= \frac{\log_{10} 3^{\frac{3}{2}} + \log_{10} 2^3 - \log_{10} 10^{\frac{3}{2}}}{\log 10^{12} - \log_{10} 10}$$

$$= \frac{\frac{3}{2}\log_{10} 3 + 3\log_{10} 2 - \frac{3}{2}\log_{10} 10}{\log_{10}(3\times 2^2) - \log_{10} 10}$$

$$= \frac{\frac{3}{2}(\log_{10} 3 + 2\log_{10}{}^{2} - \log 10^{10})}{(\log_{10} 3 + 2\log_{10} 2 - \log_{10} 10)}$$

$$= \frac{\frac{3}{2}(\log_{10} 3 + 2\log_{10} 2 - 1)}{(\log_{10} 3 + 2\log_{10} 2 - 1)} \quad \because \log_{10}10 = 1$$

$$= \frac{3}{2}$$

প্রশ্ন-৪ : যদি $\log_a^x = 1$, $\log_a^y = 2$ এবং $\log_a^z = 3$ হয়, তবে $\log_a\left(\frac{x^2y^2}{\ }\right)$-এর মান কত?

সমাধান : আমরা জানি,

$\log_a^N = x$ হলে, $N = a^x$

দেওয়া আছে, $\log_a^x = 1$ $\quad x = a^1 = a$

$\log_a^y = 2$ $\quad y = a^2$

$\log_a^z = 3$ $\quad z = a^3$

এখন $\log_a\left(\frac{x^2y^2}{\ }\right) = \log_a\left(\frac{a^2.a^4}{a^3}\right)$

$= \log_a\left(\frac{a^6}{a^3}\right)$

$= \log_a(a^3)$

$= 3\log_a{}^a \quad \because \log_a^a = 1$

$= 3.1$

$= 3$

এ অধ্যায়ের
অনুশীলন :

১। $(-3)^3\times(-\frac{1}{2})^2$ -এর মান কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, $(-3)^3\times(-\frac{1}{2})^2$

$= (-3)\times(-3)\times(-3)\times\frac{1}{4}$

$= -\frac{27}{4}$

২। যদি $2^x+2^{1-x} = 3$ হয়, তবে x-এর মান কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, $2^x+2^{1-x} = 3$ ধরি, $2^x = a$

বা, $a + \frac{2}{a} = 3$

বা, $a^2-3a+2 = 0$

বা, $(a-2)(a-1) = 0$

$\therefore a-2 = 0$ এবং $a-1 = 0$

বা, $2^x = 2^1$ বা $2^x = 1 = 2^0$

$x = 1$ $\quad x = 0$

∴ x-এর মান 0, 1.

৩। $\sqrt{x^{-1}y}.\sqrt{y^{-1}z}.\sqrt{z^{-1}x}$, যখন (x, y, z > 0)-এর মান কত?

সমাধান দেওয়া আছে,

$\sqrt{x^{-1}y}.\sqrt{y^{-1}z}.\sqrt{z^{-1}x}$

$= \sqrt{\frac{y}{x}.\frac{z}{y}.\frac{x}{z}}$

$= 1$

৪। $\sqrt{41-\sqrt{21+\sqrt{19-\sqrt{9}}}}$ -এর মান কত হবে?

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sqrt{41-\sqrt{21+\sqrt{19-\sqrt{9}}}}$

$= \sqrt{41-\sqrt{21+\sqrt{19-3}}}$

$= \sqrt{41-\sqrt{21+4}}$

$= \sqrt{41-5}$

$= 6$

৫। 3.47×10^5-কে স্বাভাবিক কাঠামোতে লিখুন।

সমাধান : দেওয়া আছে,

$3.47\times10^5 = 3.47\times100000$

$= 347000.00$

$= 347000$

৬। x-এর মান কত হবে, যখন $\log_{10}x = -2$

সমাধান : দেওয়া আছে, $\log_{10}x = -2$

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

বা $x = 10^{-2} = \frac{1}{10^2} = \frac{1}{100}$

$x = .01$

$(\sqrt{8})^{\frac{10}{3}} = \left(\sqrt{2^3}\right)^{\frac{10}{3}} = (2^{\frac{3}{2}})^{\frac{10}{3}} = 2^5$

$\therefore x = 32$

৭। log2 + log4+log8+...ধারাটির প্রথম আটটি পদের সমষ্টি কত?

সমাধান : log2 + log4+log8+...অষ্টম পদ পর্যন্ত

$= \log 2^1 + \log 2^2 + \log 2^3 + ... \log 2^8$

$= \log (2^1.2^2.2^3.....2^8)$

$= \log 2^{1+2+3+4+5+6+7+8}$

$= \log 2^{36}$

$= 36 \log_2$

৮। x-এর মান কত হবে, যখন $\log_{\sqrt{8}} x = 3\frac{1}{3}$

সমাধান : দেওয়া আছে, $\log_{\sqrt{8}} x = 3\frac{1}{3} = \frac{10}{3}$

বা x =

৯। $a^{\log_k b \log_k c} \times b^{\log_k c - \log_k a} \times C^{\log_k a - \log_k b}$ -এর মান কত?

সমাধান : ধরি, $P = a^{\log_k b \log_k c} \times b^{\log_k c - \log_k a} \times C^{\log_k a - \log_k b}$

$\therefore \log_k P = (\log_k b - \log_k c)\log_k a + (\log_k c - \log_k a)\log_k b + (\log_k a - \log_k b)\log_k c$

বা, $\log_k p = 0$

বা, $p = k^0 = 1 \quad \therefore P = 1.$

১০। 64-এর 2 ভিত্তিক লগারিদম কত?

সমাধান : শর্তমতে, $\log_2 64 = \log_2 2^6 = 6\log_2 2$

$= 6.1 \quad \log_2 2 = 1$

$= 6$

কারও সঙ্গে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবেন যেভাবে (Greetings)

কারও সঙ্গে দেখা হলে যা যা বলতে পারেন—

- What's up?
- Howdy?
- How s it doing?
- Hi there?
- How are things (with you)?
- What's new?
- What's going on?
- How's everything?
- Long time, no see
- Good morning/ Afternoon/ Evening
- Nice meeting you.
- Nice to meet you.
- Good to see you.
- Good to meet you.

Good Bye বলবেন যেভাবে-

- It was nice meeting you.
- I'm off.
- See you later.
- Have a nice day.
- Bye for now.
- All right then.
- No more now.
- I'm afraid I have to go now.
- Hasta La Vista.
- I would better go.
- Until tomorrow.

Good luck বলবেন যেভাবে—

- Break a leg
- Best of luck
- Knock them dead
- Have a blast
- All the best
- I wish you luck
- Best wishes
- You will do great
- Fingers crossed
- Godspeed (dated)
- May the force be with you (from Star Wars)

গ্রন্থনা : নাহিদ হাসান

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

আজকের আয়োজন জীববিজ্ঞান অংশ থেকে

জেনেটিকস

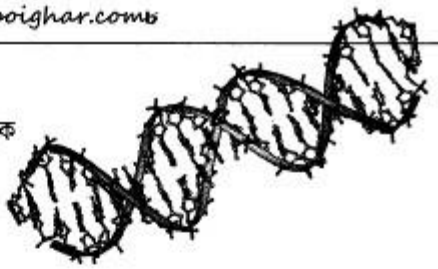

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি বইঘর.কম

১. জিন কী?
উত্তর : জীবের সব দৃশ্য ও অদৃশ্যমান লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়কারী এককের নাম জিন।

২. বংশগতির প্রধান উপাদান কী?
উত্তর : ক্রোমোসোম।

৩. বংশগতির ভৌত ভিত্তি কাকে বলা হয়?
উত্তর : ক্রোমোসোম

৪. ক্রোমোসোমের স্থায়ী পদার্থ কী?
উত্তর : ডিএনএ।

৫. ডিএনএ অণুর ডাবল হ্যালিক্স বা দ্বিস্তরী কাঠামোর বর্ণনা দেন কে?
উত্তর : ওয়াটসন ও ক্রিক (এ কাজের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পান)।

৬. ক্রোমোসোম কাকে বলে?
উত্তর : নিউক্লিয়াসের ভেতর অবস্থিত নিউক্লিওপ্রোটিন দ্বারা গঠিত যেসব বস্তুর মাধ্যমে জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, তাকে ক্রোমোসোম বলে।

৭. জিনোম কী?
উত্তর : হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোসোমে জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে।

৮. একনজরে কিছু জীবের ক্রোমোসোমসংখ্যা :

উত্তর : ধানগাছ : ২৪	মাছি : ১২
বিড়াল : ৩৮	কবুতর : ৮০
কুকুর : ৭৮	গরু : ৬০
ভেড়া : ৫৪	মুরগি : ৭৮
ছাগল : ৬০	

৯. ক্রোমোসোম কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ক্রোমোসোম দুই প্রকার।
যথা : ১. অটোসোম ২. সেক্স-ক্রোমোসোম।

১০. যেসব ক্রোমোসোম জীবের দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কী বলে?
উত্তর : অটোসোম।

১১. যে ক্রোমোসোম জীবের যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে কী বলে?
উত্তর : সেক্স ক্রোমোসোম

১২. মানুষের দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা কত?
উত্তর : ডিপ্লয়েড (2n) বা ২৩ জোড়া (২২ জোড়া অটোসোম, ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম)।

১৩. মানুষের জননকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা কত?
উত্তর : হ্যাপ্লয়েড (n) বা ১ জোড়া সেক্স ক্রোমোসোম।

Downloaded from www.bdniyog.com

১৪. ক্রোমোসোমের রাসায়নিক গঠন :
উত্তর : ক্রোমোসোম নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA, RNA), প্রোটিন (হিস্টোন ও ননহিস্টোন), ধাতব আয়ন এবং বিভিন্ন এনজাইম নিয়ে গঠিত।

১৫. ক্রোমোসোমের প্রধান প্রধান কাজ লেখো।
উত্তর : ক্রোমোসোমের কাজ নিম্নরূপ :
১) মাতাপিতা হতে জিন সন্তানসন্ততিতে বহন করে নিয়ে যাওয়া।
২) DNA অথবা জিন অণু ধারণ করে।
৩) প্রজাতির বৈশিষ্ট্যকে বংশপরম্পরায় বহন করে।
৪) DNA- এর মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষণ করে জীবের যাবতীয় জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
৫) বিভিন্ন কারণে ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনে যে পরিবর্তন ঘটে, তা বিবর্তনের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

১৬. DNA কী?
উত্তর : ক্রোমোসোমের প্রধান উপাদান ডিএনএ হলো ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribo Nucleic Acid)।

১৭. RNA কী?
উত্তর : আরএনএ হলো রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (Ribo Nucleic Acid)।

১৮. নিউক্লিক অ্যাসিড কী?
উত্তর : নিউক্লিওটাইডের পলিমার।

১৯. নাইট্রোজেন বেস কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : নাইট্রোজেন বেস প্রধানত দুই ধরনের।
ক) পিউরিন : অ্যাডিনিন, গুয়ানিন।
খ) পাইরিমিডিন : সাইটোসিন, থাইমিন, ইউরাসিল।

২০. DNA ও RNA নাইট্রোজেন বেসে থাকে :

DNA- এর নাইট্রোজেন বেসে থাকে	RNA- এর নাইট্রোজেন বেসে থাকে
দুটি পিউরিন বেস : অ্যাডিনিন (A) ও গুয়ানিন(G)। দুটি পাইরিমিডিন বেস : সাইটোসিন(C) ও থাইমিন(T)।	দুটি পিউরিন বেস : অ্যাডিনিন (A) ও গুয়ানিন (G)। দুটি পাইরিমিডিন বেস : সাইটোসিন(C) ওইউরাসিল(U)।

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

২১. নিউক্লিক অ্যাসিডে কি সুগার থাকে?
উত্তর : DNA- তে ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, RNA- তে রাইবোজ সুগার।

২২. DNA কোষের কোথায় বিদ্যমান?
উত্তর : নিউক্লিয়াসে।

২৩. মানবদেহের প্রতিটি কোষে জিনের সংখ্যা কত?
উত্তর : মানবদেহের প্রতিটি কোষ ১,০০,০০০ পর্যন্ত জিন বহন করতে পারে।

২৪. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী?
উত্তর : একটি কোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করার ক্ষমতাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে।

২৫. ডিএনএ অণুর আণবিক গঠন আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িত কে?
উত্তর : বিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক।

২৬. ক্লোনিং কী?
উত্তর : কোন জীব থেকে সম্পূর্ণ অযৌন প্রক্রিয়ায় হুবহু নতুন জীব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে ক্লোনিং বলে।

২৭. কোন জীব থেকে অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জীবকে কী বলে?
উত্তর : ক্লোন।

২৮. ক্লোনিংয়ের জনক কে?
উত্তর : ড. ইয়ান উইলমুট।

২৯. ড. ইয়ান উইলমুট ক্লোন পদ্ধতিতে প্রথম কোন প্রাণী জন্ম দেন?
উত্তর : ভেড়া।

৩০. টিস্যু কালচার প্রযুক্তি কী?
উত্তর : সাধারণভাবে উদ্ভিদের টিস্যু কালচার বলতে উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ (যেমন: শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা ইত্যাদি) থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত মিডিয়ামে কালচার (আবাদ) করা বোঝায়। এরূপ কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত টিস্যু থেকে নতুন চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করা টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

৩১. কোন দেশে ডলির জন্ম হয়?
উত্তর : স্কটল্যান্ডের এডিনবরায়। (যুক্তরাজ্যে)

৩২. কবে পৃথিবীর প্রথম ক্লোন মানবশিশুর জন্ম হয়?
উত্তর : ২৬ ডিসেম্বর ২০০২

৩৩. কোথায় এই ক্লোন শিশুর জন্ম হয়?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রে।

৩৪. প্রথম ক্লোন মানবশিশুর কী নাম দেওয়া হয়?
উত্তর : ইভ (কন্যাসন্তান)।

৩৫. বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবি কে?
উত্তর : লুইস ব্রাউন।

৩৬. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োগ লেখো।
উত্তর : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বহুবিধ প্রয়োগ রয়েছে। যেমন—
- ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ ও প্রাণী তৈরি।
- ব্যাকটেরিয়া পরিবর্তন করে কল্যাণমুখী কাজে ব্যবহার।
- কীটপতঙ্গ, ছত্রাক প্রভৃতির জৈবনিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফসল রক্ষা।
- বর্জ্য পদার্থের পচন ও বিষাক্ত বর্জ্যের রূপান্তর।
- বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন যেমন— হরমোন, ভ্যাকসিন, অ্যান্টিবায়োটিক, এনজাইম।
- জ্বালানি তৈরি।

৩৭. রেস্ট্রিকশন এনজাইম কী?
উত্তর : যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট অংশ কর্তন করা যায়, তাকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে।

৩৮. বাংলাদেশের কোন দম্পতি টেস্টটিউবের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করেন?
উত্তর : মো. আবু হানিফ ও ফিরোজা বেগম।

৩৯. বংশগতির দুটি সূত্র প্রদান করেন কোন বিজ্ঞানী?
উত্তর : মেন্ডেল।

৪০. রিকম্বিনেন্ট DNA কী?
উত্তর : একটি DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত দুই জায়গা কেটে খণ্ডটিকে আলাদা করে অন্য এক DNA অণুর নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে দেওয়ার ফলে যে নতুন ধরনের DNA পাওয়া যায়, তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA বলে। পল বর্গ ১৯৭২ সালে প্রথম রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরি করেন।

৪১. গ্রেগর জোহান মেন্ডেল কী গাছ নিয়ে পরীক্ষা করেন?
উত্তর : মটরশুঁটি গাছ।

৪২. ফিনোটাইপ কী?
উত্তর : জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। এটি জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদি প্রকাশ করে। সরাসরি দেখেই কোনো জীবের ফিনোটাইপ জানা যায়। যেমনা- লম্বা, খাটো ইত্যাদি।

৪৩. জিনোটাইপ কী?
উত্তর : কোনো জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিনযুগলকে জিনোটাইপ বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তরপুরুষ থেকে জানা যায়।

৪৪. সংকর জাত কী?
উত্তর : দুটি প্রজাতির সম্মিলনে সৃষ্ট জীবের জাত।

৪৫. প্লাজমিড কী?
উত্তর : প্লাজমিড হলো স্বজননক্ষম ও বহিঃক্রোমোসোমীয় বৃত্তাকার দ্বৈত অণু।

ইঞ্জি. মো. জাহাঙ্গীর আলম সানী
উপজেলা স্টেশন অফিসার/ ইন্সপেক্টর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্নাবলি

১. মানুষের দেহকোষে যে একই ধরনের ২২ জোড়া ক্রোমোসোম আছে, তাদের কী বলে?
ক. ক্রোমোনেমা খ. অটোসোম
গ. সেক্স-ক্রোমোসোম ঘ. স্যাটেলাইট
উত্তর : খ

২. মানবদেহে লিঙ্গনির্ধারক ক্রোমোসোমের সংখ্যা—
ক. এক জোড়া খ. দুই জোড়া
গ. ২২ জোড়া ঘ. ২৩ জোড়া
উত্তর : ক

৩. বাংলাদেশে প্রথম কোন নারী টেস্টটিউব শিশুর মা হন?
ক. পারভীন ফাতেমা খ. ফিরোজা বেগম
গ. রওশন জাহান ঘ. কানিজ ফাতেমা
উত্তর : খ

৪. কোনটি জিনের সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. অক্সিজেন খ. নাইট্রোজেন গ. হাইড্রোজেন
ঘ. ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড
উত্তর : ঘ

৫. জিনের রাসায়নিক গঠন উপাদানকে বলা হয়—
ক. DNA খ. RNA গ. ATP ঘ. TNA
উত্তর : ক

৬. ডিএনএ বিদ্যমান—
ক. সাইটোপ্লাজমে খ. মাইটোকন্ড্রিয়ায়
গ. নিউক্লিয়াসে ঘ. প্লাজমা মেমব্রেনে
উত্তর : গ

৭. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি—
ক. কৃষিবিষয়ক বিজ্ঞান
খ. প্রাণী ও উদ্ভিদের বংশবিস্তার বিজ্ঞান
গ. শল্যচিকিৎসাবিষয়ক বিজ্ঞান
ঘ. পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক বিজ্ঞান
উত্তর : খ

৮. দুটি প্রজাতির সম্মিলনে সৃষ্ট জীবের জাত—
ক. দোআঁশ খ. সংকর গ. কৃত্রিম ঘ. মিশ্র
উত্তর : খ

৯. নিচের কোনটি DNA-এর নাইট্রোজেন বেস?
ক. ইউরাসিল খ. গোয়ানিন
গ. পাইরিডক্সিন ঘ. অ্যাসপারাজিন
উত্তর : খ

১০. Adult Cell ক্লোন করে কোন দেশে একটি ভেড়ার জন্ম হয়েছে?
ক. যুক্তরাজ্য খ. যুক্তরাষ্ট্র গ. অস্ট্রেলিয়া ঘ. ফ্রান্স
উত্তর : ক

১১. বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেশি জন্ম হয়—
ক. আয়ারল্যান্ডে খ. ফ্রান্সে গ. জাপানে ঘ. ইংল্যান্ডে
উত্তর : ঘ

১২. বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবি কে?
ক. লুইস ব্রাউন (ইংল্যান্ড) খ. টিমথি (প্যারিস)
গ. এরিক ব্রাউন (মিউনিক)
ঘ. জন এন্ডারসন (আয়ারল্যান্ড)
উত্তর : ক

১৩. বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি লুইস ব্রাউনের জন্ম হয় কত সালে?
ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৭৮ গ. ১৯৮৮ ঘ. ১৯৯৮
উত্তর : খ

১৪. কোনো জীব থেকে অযৌন প্রজনন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট জীবকে কী বলে?
ক. অণুজীব খ. জিন গ. ক্লোন ঘ. ভ্রূণ
উত্তর : গ

১৫. ড. ইয়ান উইলমুট প্রথম ক্লোন পদ্ধতিতে জন্ম দেন—
ক. ইঁদুর খ. গরু গ. ভেড়া ঘ. মানুষ
উত্তর : গ

১৬. Adult Cell ক্লোন করে যে ভেড়ার জন্ম হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে?
ক. শেলি খ. ডলি গ. মলি ঘ. নেলি
উত্তর : খ

১৭. জীবের বংশগতির বাহক কোনটি?/জীবের বংশবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য বহন করে?
উত্তর : ক
ক. ক্রোমোসোম খ. প্রোটোপ্লাজম
গ. জিন ঘ. জননকোষ

১৮. ধানগাছের ক্রোমোসোমের সংখ্যা কত?
ক. ১২টি খ. ১৬টি গ. ২০টি ঘ. ২৪টি
উত্তর : ঘ

১৯. মানুষের ক্রোমোসোমের সংখ্যা কত?
ক. ২৫ জোড়া খ. ২৬ জোড়া
গ. ২৩ জোড়া ঘ. ২৪ জোড়া
উত্তর : গ

২০. মানুষের দেহকোষে কয় জোড়া ক্রোমোসোম থাকে?
ক. ২৩ জোড়া খ. ২৫ জোড়া
গ. ৩০ জোড়া ঘ. ২০ জোড়া
উত্তর : ক

২১. মানুষের দেহকোষে ক্রোমোসোম সংখ্যা কত?
ক. ৪৬টি খ. ৪৪টি গ. ৪২টি ঘ. ৪০টি
উত্তর : ক

২২. DNA অণুতে অনুপস্থিত—
ক. ইউরাসিল খ. গোয়ানিন গ. এডিনিন ঘ. সাইটোসিন
উত্তর : ক

২৩. কোন রাসায়নিক পদার্থটি ক্রোমোসোমের ভেতর থাকে না?
ক. ডিএনএ খ. আরএনএ গ. প্রোটিন ঘ. লিপিড
উত্তর : ঘ

২৪. জেনেটিক ইনফরমেশনের মূল একক কী?
ক. লুপ খ. অনুলিপন গ. ট্রিপলেট ঘ. অ্যান্টিকোডন
উত্তর : খ

২৫. বংশগতির দুটি সূত্র দিয়েছেন কোন বিজ্ঞানী?
ক. ডারউইন খ. হেকেল গ. মেন্ডেল ঘ. লিনিয়াস
উত্তর : গ

২৬. জোহান গ্রেগর মেন্ডেল ছিলেন একজন—
ক. ধর্মযাজক খ. সমাজবিজ্ঞানী
গ. জীববিজ্ঞানী ঘ. রসায়নবিদ
উত্তর : ক

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

গ্রাফিক পিপল ও সফটওয়্যার পিপলে চাকরির সুযোগ

বইঘর.কম

গ্রাফিক পিপল ও সফটওয়্যার পিপল ১৩ জন কর্মী নিয়োগ দেবে চলতি ঘটনার মাধ্যমে। এখানে পদের নাম ও আবেদনের যোগ্যতা দেওয়া আছে, সেটি দেখে আপনার সিভি নিচে থাকা ই-মেইলে পাঠান। সেই উত্তর থেকে গ্রাফিক পিপল ও সফটওয়্যার পিপল কর্তৃপক্ষ তাঁদের সিভি বাছাই করে প্রাথমিক নিয়োগের জন্য নির্বাচন করবে, পরে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিতদের ডাকা হবে। সেখান থেকে বাছাই করে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। চাকরি পাওয়ার এই সুযোগ আপনিও নিতে পারেন। **২০ অক্টোবর ২০২০-এর মধ্যে নিচের প্রশ্নের উত্তর পাঠিয়ে দিন নির্ধারিত ই-মেইলে।**

graphicpeople

এক নজরে গ্রাফিক পিপল ও সফটওয়্যার পিপল

ওয়ান্ডারম্যান থম্পসন নিউইয়র্কভিত্তিক একটি বৈশ্বিক বিপণন যোগাযোগ সংস্থা, যেখানে সারা বিশ্বের ৯০টি মার্কেটে ২০০ অফিস রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আছেন ২০ হাজার কর্মী। ওয়ান্ডারম্যান থম্পসন মাইক্রোসফট, ডেল, ইউনিলিভার, ফাইজার, ফোর্ড, এইচএসবিসিসহ এর বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্টগুলোকে যোগাযোগ, বাণিজ্য, পরামর্শ, সিআরএম, ডেটা, উৎপাদন, প্রযুক্তিসহ পুরো গ্রাহকদের নানা চাহিদার বিষয়ে সাহায্য করে।

বাংলাদেশেও এটি একটি বিতরণকেন্দ্র পরিচালনা করছে, যা ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডেটা অ্যানালিটিকস, ই-কমার্স, ডিজিটাল প্রোডাকশন, গ্রাফিক ডিজাইন পরিষেবা ইত্যাদির মতো প্রযুক্তি পরিষেবা সরবরাহকারী ২৫০ জনের বেশি কর্মী সঙ্গে রয়েছেন এবং এটি বাংলাদেশে অন্যতম বৃহত্তম আইটিইএস আউটসোর্সিং সংস্থা। বাংলাদেশে এটি গ্রাফিক পিউপল ও সফটওয়্যার পিউপল নামে পরিচিত।

ওয়েবসাইট :
www.wundermanthompson.com/bangladesh

নিচের তথ্য পূরণ করে উত্তরের সঙ্গে এটির ছবি তুলে ই-মেইল করুন নিচের ই-মেইলে
Sp.jobs@wundermanthompson.com

প্রার্থীর নাম
শিক্ষাগত যোগ্যতা
পাস করেছেন যে প্রতিষ্ঠান থেকে

মোবাইল নম্বর
ই-মেইল

Position : PowerBIDeveloper
Available positions:10
The BI Developer will work across an exciting range of areas, interacting with other BI professionals and closely working with the strategy, CX and planning teams. They will also have the chance to deliver insights to clients directly and contribute to a healthy client relationship.

What you'll do
Work across various international clients, from different countries, industries, and participate in the entire BI lifecycle, focusing on reporting, data migration and dashboards.

- Manage data for BI solutions and automate data collection and management.
- Assemble reporting insights and develop executive summaries and trend reports
- Work cross functionally across the project in an Agile methodology to complete user stories within the assigned sprint.

What you'll need
BSc in computer science, information system or equivalent working experience

Technical skills
Hands- on experience in writing Data Analysis Expressions (DAX) calculations, Intermediate or better

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

proficiency in DAX

Intermediate or better proficiency in Power Query

Experience with developing SQL Server Integration Services (SSIS) packages

3+ years of experience with any of the various computer languages, programs and scripting languages such as Python, MATLAB, Java, R, Bash etc.

Experience working with any database systems such as PostgreSQL, Mariah DB, SQL Server, Dynamo, Neptune, etc.

Soft skills

- A master at transferring data into insights as well as telling a compelling story
  A curious mindset with critical thinking, keep yourself on top of industry changes before they impact our clients
- Great presentation and delivery of insights through client- servicing, excellent verbal and written communication.
  A self- starter, proactive, who identifies milestones and potential blockers and is able to solve them with minimum supervision

Position: Power BI Data Analyst

Available positions: 3

What you'll do

Work across various international clients, from different countries, industries, to develop visual reports, dashboards and KPI scorecards using Power BI/ TableAU desktop or BI tool desktop.

- Understand the business requirements and develop custom dashboard and reports
- Contribute to training and roll out of BI solutions
  Assemble reporting insights and develop executive summaries and trend reports
- to complete user stories within the assigned sprint.

What you'll need

BSc in computer science, information system or equivalent working experience

Technical skills

- 5+ Years of experience with Business Intelligence Tools and reporting services
  Hands- on experience in writing Data Analysis Expressions (DAX) calculations,
  Intermediate or better proficiency in DAX
  Intermediate or better proficiency in Power Query
  3+ years of experience with SQL and can write complex query.
  Familiar to data warehouse and work with large volume of data.
  Familiarity with JavaScript, CSS and other JavaScript libraries.
- Coordinate with business, technology and support teams to ensure system solutions meet business requirements

Soft skills

- A master at transferring data into insights as well as telling a compelling story
  A curious mindset with critical thinking, keep yourself on top of industry changes before they impact our clients
- Great presentation and delivery of insights through client- servicing, excellent verbal and written communication
  Be a data ambassador, foster knowledge sharing across team members regionally as well as locally for more junior / interns
  A self- starter, proactive, who identifies milestones and potential blockers and is able to solve them with minimum supervision.

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

৪১তম বিসিএস প্রস্তুতি মডেল টেস্ট-৬

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

১. বাংলা সাহিত্যের কথা কার লেখা?
ক. দীনেশচন্দ্র সেন খ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. সুকুমার সেন ঘ. ওয়াকিল আহমদ

২. 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'—এখানে 'পঞ্চ বি ডাল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক. পঞ্চ ভূত খ. পঞ্চ ইন্দ্রিয়
গ. পঞ্চপাণ্ডব ঘ. পঞ্চশাখা

৩. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পরিসমাপ্তিতে কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?
ক. বৃন্দাবন খ. গোকুল
গ. মথুরা ঘ. মিথিলা

৪. 'এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর/ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর', কার রচনা?
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস

৫. চণ্ডীদেবী কিসের বেশে কালকেতুর গৃহে আগমন করেন?
ক. সিংহ খ. গুইসাপ
গ. কুমির ঘ. পাটুনি

৬. দৌলত উজির বাহরাম খান কোন শতকের কবি?
ক. পনেরো খ. ষোলো
গ. সতেরো ঘ. আঠারো

৭. মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের নাম কী?
ক. অভিষেক খ. অশোক বন
গ. বধ ঘ. সংক্রিয়া

৮. কৃষ্ণকুমারী নাটকের কাহিনি কোন অঞ্চলের?
ক. দিল্লি খ. বিহার
গ. উড়িষ্যা ঘ. রাজস্থান

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ লেখা কাব্যগ্রন্থে মোট কটি কবিতা আছে?
ক. ১১টি খ. ১৩টি
গ. ১৫টি ঘ. ১৭টি

১০. কাজী নজরুল ইসলামের কোন উপন্যাসের চরিত্র আনসার?
ক. বাঁধন-হারা খ. মৃত্যু-ক্ষুধা
গ. কুহেলিকা ঘ. ব্যথার দান

১১. কায়কোবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—
ক. মহাশ্মশান খ. অশ্রুমালা
গ. বিরহ বিলাপ ঘ. অমিয় ধারা

১২. জীবনানন্দ দাশ পেশায় ছিলেন—
ক. পোস্টমাস্টার খ. উকিল
গ. সাংবাদিক ঘ. অধ্যাপক

১৩. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রয়ী উপন্যাস—
ক. ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম
খ. কবি, কালিন্দী, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা
গ. চৈতালী ঘূর্ণি, জঙ্গলগড়, রাইকমল
ঘ. জলসাঘর, সপ্তপদী, মহাশ্বেতা

১৪. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্দির গল্পটি ছাপিয়েছিলেন কোন নামে?
ক. নীহারিকা দেবী খ. কাদম্বরী দেবী
গ. সুশীলা দেবী ঘ. অনীলা দেবী

১৫. 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', কোন প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ কথা বলেছেন?
ক. মানুষের ধর্ম খ. সভ্যতার সংকট
গ. আত্মপরিচয় ঘ. কালান্তর

১৬. কোন সম্পর্কটি সঠিক?
ক. বাংলার কাব্য—প্রবন্ধগ্রন্থ
খ. শেষের কবিতা—কাব্যগ্রন্থ
গ. বনফুল—গল্পগ্রন্থ
ঘ. বিষাদ-সিন্ধু—মহাকাব্য

১৭. নুরুল মোমেনের নেমেসিস নাটকের একমাত্র চরিত্র—
ক. নিমাই ভট্ট খ. অনিল বাগচী
গ. সুদীপ্ত শাহিন ঘ. সুরজিৎ নন্দী

১৮. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলন—
ক. আ-মরি বাংলা ভাষা খ. একুশে ফেব্রুয়ারী
গ. মোদের গরব মোদের আশা ঘ. মাতৃভাষা

১৯. জীবন থেকে নেয়া চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালক কে?
ক. জহির রায়হান খ. খান আতাউর রহমান
গ. আমজাদ হোসেন ঘ. শওকত আকবর

২০. 'মন আমার দেহ ঘড়ি সন্ধান করি' গানটির রচয়িতা—
ক. ফকির আলমগীর খ. কুদ্দুস বয়াতি
গ. আবদুর রহমান বয়াতি ঘ. শাহ আবদুল করিম

২১. বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি; এর মধ্যে কোনটি বর্ণমালায় নেই?
ক. ঋ খ. ৯
গ. অ্যা ঘ. অ

২২. প্রতি + এক = প্রত্যেক—এটি সন্ধির কোন সূত্রে হয়েছে?
ক. ই + অ = য্ + অ খ. ই + এ = য্ + এ
গ. ত্ + এ = য্ + এ ঘ. তি + এ = ত্য + এ

২৩. সমীভবনের নমুনা—
ক. মুলা > মুলো খ. চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র
গ. টপ + টপ = টপাটপ ঘ. অগ্নি > আগুন

২৪. ক্রিয়া থেকে তৈরি বিশেষণ পদ রয়েছে কোন উদাহরণে?
ক. বিশেষ যত্ন খ. দৈববাণী
গ. হারানো সম্পত্তি ঘ. ধীরে খেলা

২৫. নঞ্ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ—

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ক. আধোয়া খ. অতিলৌকিক
গ. অলৌকিক ঘ. নির্ঝঞ্ঝাট

২৬. 'ওরা বলেছে, ওরা আবার আসবে।'—এটি কোন ধরনের বাক্য?
ক. সরল বাক্য খ. জটিল বাক্য
গ. যৌগিক বাক্য ঘ. আশ্রিত বাক্য

২৭. চোরটি ধরা পড়েছে। কোন বাচ্যের উদাহরণ?
ক. কর্তৃবাচ্য খ. কর্মবাচ্য
গ. ভাববাচ্য ঘ. কর্মকর্তৃবাচ্য

২৮. 'ত্বরিত' শব্দের বিপরীত—
ক. প্রশম খ. প্রসন্ন
গ. শ্লথ ঘ. শীঘ্র

২৯. পঁচিশ বছর পূর্তি—
ক. রজতজয়ন্তী খ. সুবর্ণজয়ন্তী
গ. হীরকজয়ন্তী ঘ. প্লাটিনামজয়ন্তী

৩০. 'Payee' শব্দের বাংলা পরিভাষা—
ক. গ্রাহক খ. প্রাপক
গ. প্রদায়ক ঘ. দাতা

৩১. 'নিন্দক' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় কী?
ক. নিন্দ্ + অক খ. নিন্দা + উক
গ. নিন্দ্ + উক ঘ. নিন্দা + অক

৩২. কোন সম্পর্কটি ঠিক?
ক. সমুদ্র : অম্বুদ খ. মেঘ : বারিধি
গ. নদী : জলধর ঘ. জল : নীর

৩৩. 'জ্যাঠামি কোরো না', এখানে 'জ্যাঠামি' শব্দে ঘটেছে—
ক. অর্থের সংকোচন খ. অর্থের প্রসারণ
গ. অর্থের উৎকর্ষ ঘ. অর্থের অপকর্ষ

৩৪. বাংলা ক্যালেন্ডারে কোন মাস এক দিন বাড়িয়ে ৩১ দিনে করা হয়েছে?
ক. বৈশাখ খ. আষাঢ়
গ. আশ্বিন ঘ. ফাল্গুন

৩৫. শুদ্ধ বানানগুচ্ছ—
ক. পুরষ্কার, পরিস্কার খ. ঝর্না, ভ্লার
গ. লণ্ঠন, ঘণ্টা ঘ. পোষাক, আপোস

ইংরেজি সাহিত্য ও ব্যাকারণ

৩৬. Smita would rather— a Pepsi than a beer.
a. have b. has
c. had d. having

৩৭. Down went the Titanic. Here 'down' is—
a. noun b. preposition
c. adverb d. adjective

৩৮. He lives in a suburb of Dhaka. The undermined phrase is a/an —
a: noun phrase b. adjective phrase
c. adverbial phrase d. infinitive phrase

৩৯. We waited until the plane —
a. did not take off b. took off
c. had not taken off d. had taken off

৪০. The main idea of a paragraph lies in its —
a. first sentence b. topic sentence
c. body d. conclusion

৪১. The children were entrusted — the care of their uncle.
a. into b. for
c. to d. at

৪২. The Parthenon is said — erected in the Age of Pericles.
a. to have become b. to have begun
c. to have been d. to have had begun

৪৩. The Olympic games were watched by — billions of people all over the world.
a. exactly b. usually
c. truly d. literally

৪৪. No one can — that he is clever.
a. defy b. admire
c. deny d. denounce

৪৫. He fantasized ... winning the lottery.
a. with b. from
c. after d. about

৪৬. Anger, even when it is has one virtue, it overcomes ...
a. sinful– sloth
b. unnecessary– malice
c. inevitable – desire
d. intense – hate

৪৭. He stopped his car – when the light turned blue.
a. abruptly b. equitably
c. ambiguously d. incisively

৪৮. Choose the one word or phrase that best completes the sentence : – glass is, for all practical purposes, a solid, its molecular structure is that of a liquid.
a. If b. Because
c. Since d. Although

৪৯. If a substance is cohesive, it tends to –
a. bretain heat
b. bend without too much difficulty
c. stick together
d. break easily

৫০ All of the people at the AAME conference are ...
a. Mathematic teachers
b. Mathematics teachers
c. Mathematics teacher
d. Mathematic's teachers

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

৫১. If ruby is heated it ... temporarily loose its colour.
a. would b. will
c. does d. has

৫২. In spite of my requests, he did not ...
a. give in b. fall in
c. get off d. give forth

৫৩. Which of the following words can be used as a verb?
a. Mister b. Master
c. Mistress d. Mastery

৫৪. The noise level in Dhaka city has increased exponentially. Here the underlined word means—
a. amazingly b. shockingly
c. steadily d. rapidly

৫৫. Which is the correct sentence?
a. He insisted on seeing her
b. He insisted for seeing her
c. He insisted in seeing her
d. He insisted to be seeing

বইঘর.কম

৫৬. Climax is related to —
a. Prose b. Drama
c. Poetry d. Novel

৫৭. Melodrama is a kind of play of —
a. violent and sensational themes
b. historical themes
c. philosophical themes
d. pathetic themes

৫৮. What is catastrophe —
a. The comical end of dramatic events
b. The tragic end of dramatic events
c. The comic tragic end of the play
d. None of the above

৫৯. What is the meaning of 'Soliloquy'?
a. action of body
b. action of speech
c. to memorira part
d. long self speech by an actor

৬০. Who has written the play 'Volpone'.
a. John Webster
b. Ben Jonson
c. Christopher Marlowe
d. William Shakespeare

৬১. Who wrote 'The Spanish Tragedy'?
a. John Lyly
b. Thomas Kyd
c. Robert Green
d. Christopher Marlowe

৬২. Who wrote 'An Apology for Poetry'?
a. P. B Shelly b. Samuel Johnson
c. Sir Philip Sidney d. John Donne

৬৩. The Romantic Age began with the publication of—
a. Lyrical Ballads
b. My Last Duchess
c. A Tale of Two Cities
d. Canonization

৬৪. 'Paradise Regained' is an epic by—
a. John Keats b. P. B. Shelly
c. John Milton d. William Blake

৬৫. A work which has a meaning behind the surface meaning is —
a. an epic b. an allegory
c. a metaphor d. personification

৬৬. Wordsworth was inspired by —
a. the French Revolution
b. the American Revolution
c. the Russian Revolution
d. the Industrial Revolution

৬৭. 'Nature never did betray the heart that loved her' is a quotation.
a. Wordsworth b. J. Baryon
c. P. B. Shelly d. J. Keats

৬৮. Who wrote 'Biographia Literaria'?
a. Lord Byron b. P. B. Shelley
c. S. T. Coleridge d. Charles Lamb

৬৯. Who wrote the poem 'Ulysses'?
a. Robert Browning
b. Alfred Tennyson
c. George Eliot
d. Charles Dickens

৭০. Famous Irish poet and dramatist is —
a. H. G. Wells b. Alexander
c. Tolstoy d. W. B. Yeats

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

৭১. মধ্যযুগে কোন বিদেশি পরিব্রাজক প্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দটি ব্যবহার করেন?
ক. ইবনে বতুতা খ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্
গ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ ঘ. মুহম্মদ বিন তুঘলক

৭২. আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী?
ক. ত্রিপিটক খ. উপনিষদ
গ. বেদ ঘ. ভগবৎ গীতা

৭৩. বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কার আমলে?
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. সমুদ্রগুপ্ত
গ. কৌটিল্য ঘ. সম্রাট অশোক

৭৪. মুসলমান শাসক হিসেবে প্রথম দক্ষিণ ভারত জয় করেন কে?
ক. মুহাম্মদ বিন তুঘলক খ. আলাউদ্দিন খিলজি

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

গ. গিয়াসউদ্দিন বলবন ঘ. সুলতানা রাজিয়া

৭৫. শালবন বিহার প্রত্নস্থলটি কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক. বঙ্গ খ.পুরা
গ. সমতট ঘ. হরিকেল

৭৬ কোন মোগল সম্রাট 'Prince of Builders' নামে পরিচিত?
ক. হুমায়ুন খ. আকবর
গ. শাহজাহান ঘ. জাহাঙ্গীর

৭৭.কোন মোগল সুবেদার চট্টগ্রাম দখল করে পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন?
ক. কাশিম খান খ. দাউদ খান
গ. ইসলাম খান ঘ. শায়েস্তা খান

৭৮.বাংলায় ফকির আন্দোলন সংঘটিত হয় কোন শতাব্দীতে?
ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতাব্দী
গ. অষ্টদশ শতাব্দী ঘ. উনবিংশ শতাব্দী

৭৯.মুসলিম লীগ কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯০৬ সালে
গ. ১৯০৪ সালে ঘ. ১৯১১ সালে

৮০.১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন ?
ক. ইস্কান্দার মির্জা খ. মালিক গোলাম মোহাম্মদ
গ. খাজা নাজিমুদ্দিন ঘ. নুরুল আমিন

৮১. 'ছয় দফা কর্মসূচি' কিসের ভিত্তিতে রচিত?
ক. কাগমারী সম্মেলন খ. যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
গ. লাহোর প্রস্তাব ঘ. ভাষা আন্দোলন

৮২. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল কতটি?
ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

৮৩. মুজিবনগর সরকারের শিক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?
ক. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ. ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
গ. তাজউদ্দীন আহমদ
ঘ. এ এইচ এম কামারুজ্জামান

৮৪.বিবিসির শ্রোতা জরিপে কত সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' নির্বাচিত হন?
ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০৫ সালে
গ. ২০০৬ সালে ঘ. ২০০৭ সালে

৮৫.বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা কতটি?
ক. ২৯টি খ. ৩০টি
গ. ৩১টি ঘ. ৩২টি

৮৬.প্রথম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনসংখ্যা ছিল কতটি?
ক. ১০টি খ. ১৫টি
গ. ২০টি ঘ. ৩০টি

৮৭.সংবিধানের কত নম্বর ভাগে 'সরকারি কর্ম কমিশন'-এর উল্লেখ রয়েছে?
ক. ষষ্ঠ ভাগ খ. সপ্তম ভাগ
গ. অষ্টম ভাগ ঘ. নবম ভাগ

৮৮.বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে 'সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা' এই বিষয়টি উল্লেখ আছে?
ক. ২৩ নম্বর খ. ২৬ নম্বর
গ. ২৯ নম্বর ঘ. ৩১ নম্বর

৮৯.পল্লি অঞ্চলের নিম্নতম স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক. জেলা পরিষদ খ. ইউনিয়ন পরিষদ
গ. উপজেলা পরিষদ ঘ. পৌরসভা

৯০.বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বর্তমান বয়সসীমা কত বছর?
ক. ৬২ খ. ৬৫ বছর
গ.৬৭ বছর ঘ. ৬৯ বছর

৯১. নদী ছাড়া 'পদ্মা' কিসের নাম?
ক. তামাক খ. কলা
গ. তরমুজ ঘ. আম

৯২.কত সালে বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়?
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৫৬
গ. ১৯৫৭ ঘ. ১৯৫৮

৯৩.সুন্দরবনের কোন বৃক্ষ 'লুকিং গ্লাসট্রি' নামে পরিচিত?
ক. গরান খ. সুন্দরী
গ. গেওয়া ঘ. পশুর

৯৪.বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের কত শতাংশ বর্ষাকালে হয়?
ক. ৬০% খ. ৭০%
গ.৮০% ঘ. ৯০%

৯৫. বাংলাদেশের মোট ভূমির কত শতাংশ টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত?
ক. ৯% খ. ১০%
গ. ১১% ঘ. ১২%

৯৬.বর্তমানে পণ্য আমদানিতে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. ৪৫তম খ. ৪৮তম
গ. ৪৯তম ঘ. ৫১তম

৯৭. ২০১৯ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. চীন খ. যুক্তরাষ্ট্র
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. জাপান

৯৮.ব্যাংক সুদের সর্বোচ্চ হার ৯% কার্যকর করা হয় কবে?
ক. ৩০ মার্চ ২০২০ খ. ৩১ মার্চ ২০২০
গ. ১ এপ্রিল ২০২০ ঘ. ৩ এপ্রিল ২০২০

৯৯.বিশ্বব্যাংকের মানবসম্পদ সূচক ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কততম ?
ক. ১২৮তম খ. ১৩২তম
গ. ১৩৫তম ঘ. ১৩৬তম

১০০.বাজেটের আকারের দিক দিয়ে বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?
ক. ৫৮তম খ. ৬৪তম গ. ৬৫তম ঘ. ৬৮তম

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

১০১. ইতিহাসবেত্তার বিশ্লেষণে প্রস্তরযুগকে কতটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে?
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি

১০২. প্রাচীন সভ্যতাগুলো গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অবদান রেখেছিল কোনটি?
ক. নদী খ. পাহাড়
গ. বনাঞ্চল ঘ. তৃণভূমি

১০৩. বৃত্তকে প্রথম ৩৬০০-তে ভাগ করে কারা?
ক. সুমেরীয় খ. আসিরীয়
গ. ক্যালডীয় ঘ. ব্যাবিলনীয়

১০৪. কতগুলো রাষ্ট্র নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য গঠিত?
ক. ১৫টি খ. ১৬টি
গ. ১৭টি ঘ. ১৮টি

১০৫. বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত সীমানা কোনটি ?
ক. যুক্তরাষ্ট্র-কানাডার সীমান্ত
খ. চীন-ভারতের সীমান্ত
গ. দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী সীমান্ত
ঘ. ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত

১০৬. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় কত সালে?
ক. ১৯৫৬ খ. ১৯৫৭
গ. ১৯৫৮ ঘ. ১৯৫৯

১০৭. ১৯১৭ সালে সংঘটিত 'রুশ বিপ্লব' মূলত কয়টি বিপ্লবের মিলিত নাম?
ক.২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ.৫টি

১০৮. ব্রিটেনের বণিক সম্প্রদায় যুক্তরাষ্ট্রের কতটি অঙ্গরাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল?
ক. ১০টি খ. ১১টি
গ. ১২টি ঘ. ১৩টি

১০৯. এশিয়ার কতটি দেশের নিজস্ব কোনো সমুদ্রবন্দর নেই?
ক. ৮টি খ. ৯টি
গ. ১০টি ঘ. ১১টি

১১০. নীল নদ আফ্রিকার মোট কতটি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে?
ক. ৮টি খ. ৯টি
গ. ১০টি ঘ. ১১টি

১১১. বিশ্বের রাজধানী বলা হয় কোন নগরীকে?
ক. লন্ডন খ. নিউইয়র্ক
গ. প্যারিস ঘ. বেইজিং

১১২. শার্খালিন দ্বীপপুঞ্জ কোন দুটি দেশের বিরোধপূর্ণ দ্বীপ?
ক. চীন-জাপান খ. রাশিয়া-জাপান
গ. চীন-ভিয়েতনাম. ঘ. মরক্কো-স্পেন

১১৩. 'আকান' কোন দেশের ভাষা?
ক. অ্যাঙ্গোরা খ. ঘানা
গ. বুরুন্ডি ঘ. গায়ানা

Boighar.com

১১৪. ১৯৪৯ সালে সংঘটিত জেনেভা কনভেনশনে কতটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

১১৫. প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক. মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো
খ. কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক
গ. নাইরোবি, কেনিয়া
ঘ. বেইজিং, চীন

১১৬. আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কাকে?
ক. অ্যারিস্টটল
খ. জন লক
গ. নিকোলাস মেকিয়াভেলি
ঘ. অধ্যাপক গার্নার

১১৭. বিশ্ব প্রাণী দিবস কবে?
ক. ১২ আগস্ট খ. ৪ অক্টোবর
গ. ২৮ সেপ্টেম্বর ঘ. ২৯ জুলাই

১১৮. দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশ স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে?
ক. মালদ্বীপ খ. নেপাল
গ. ভুটান ঘ. ভারত

১১৯. ন্যাটোর বর্তমান সদস্যদেশ কতটি?
ক. ২৭টি খ. ২৮টি
গ. ২৯টি ঘ. ৩০টি

১২০. ২০২০ সালের মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে শীর্ষ দেশ কোনটি?
ক. আইসল্যান্ড খ. সুইডেন
গ. নরওয়ে ঘ. কানাডা

www.bdniyog.com

সাধারণ বিজ্ঞান

১২১. মানুষের রক্তের PH কত?
ক. ৭.০ খ. ৭.২
গ. ৭.৪ ঘ. ৭.৬
উত্তর : গ

১২২. হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কোন কোষ থেকে নিঃসৃত হয়?
ক. মিউকাস খ. গভলেট
গ. প্যারিটাল ঘ. চিফ
উত্তর : গ

১২৩. একটি জ্বলন্ত বৈদ্যুতিক বাতি গরম থাকে, কারণ, ভেতরের ফিলামেন্ট থেকে বাতির গায়ে তাপ যায়—
ক. বিকিরণ পদ্ধতিতে
খ. পরিচলন পদ্ধতিতে
গ. পরিবহন পদ্ধতিতে
ঘ. বিকিরণ ও পরিবহন পদ্ধতিতে
উত্তর : ক

১২৪. কাপড়ের যে রঙের তাপ বিকিরণ ও শোষণ করার ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, তা হলো—
ক. সাদা খ. হলুদ

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

গ. বেগুনি ঘ. কালো

উত্তর : ঘ

১২৫. কোন রঙের কাপে চা বেশিক্ষণ গরম থাকে?

ক. কালো খ. সাদা

গ. সবুজ ঘ. হলুদ

উত্তর : খ

১২৬. দেহের রচনতন্ত্রে সহায়তা করে কোন অঙ্গ?

ক. পাকস্থলী খ. যকৃত

গ. বৃক্ক ঘ. ফুসফুস

উত্তর : গ

১২৭. ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় কোন হরমোনের ফলে?

ক. অ্যাডরিনালিন খ. থাইরক্সিন

গ. পেনিসিলিন ঘ. ইনসুলিন

উত্তর : ক

১২৮. নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয় মানবদেহের—

ক. ফুসফুস খ. যকৃত

গ. কিডনি ঘ. প্লীহা

উত্তর : ক

১২৯. নিচের কোন ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয়?

ক. ভিটামিন সি ও বি খ. ভিটামিন এ

গ. ভিটামিন ডি ঘ. ভিটামিন ই

উত্তর : ক

১৩০. পিত্তের বর্ণের জন্য দায়ী কোনটি?

ক. বিলিরুবিন খ. জারক রস

গ. ভিটামিন সি ঘ. পিত্তরস

উত্তর : ক

১৩১. কোনো দ্রবণের H^+ আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে কী বলে?

ক. PH খ. PF

গ. Acid ঘ. Base

উত্তর : ক

১৩২. কোন ভিটামিনের অভাবে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয়?

ক. ভিটামিন বি২ খ. ভিটামিন বি৬

গ. ভিটামিন বি১২ ঘ. ভিটামিন সি

উত্তর : ক

১৩৩. যদি কোনো যৌগের জলীয় দ্রবণ নীল লিটমাসকে লাল করে, তাহলে সেটি—

ক. ক্ষার খ. ক্ষারক

গ. অম্ল ঘ. কোনোটিই নয়

উত্তর : গ

১৩৪. PH স্কেলের বিস্তৃতি কত?

ক. ৭-১০০ খ. ৬-১২

গ. ০-৭ ঘ. ০-১৪

উত্তর : ঘ

১৩৫. যদি পানির PH-এর মান ৭ হয়, তবে তা—

ক. ক্ষারীয় পানি গ. অ্যাসিডিক পানি

গ. নিরপেক্ষ পানি ঘ. ক ও খ উভয়ই

উত্তর : গ

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি

১৩৬. কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিশক্তিকে কী বলে?

ক. র‍্যাম খ. রম

গ. হার্ডওয়্যার ঘ. সফটওয়্যার

১৩৭. কম্পিউটার মেমোরি থেকে সংরক্ষিত ডেটা উত্তোলনের পদ্ধতিকে কী বলে?

ক. Read- out খ. Read from

গ. Read ঘ. ওপরের সবগুলোই

১৩৮. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে—

a) নলেজ বেজড সিস্টেম b) নলেজ সিস্টেম

c) কম্পিউটার সিস্টেম d) ইন্টারনেট সিস্টেম

১৩৯. ডেটা কমিউনিকেশন কয়টি বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে?

ক. ১টি খ. ২টি

গ. ৩টি ঘ. ৪টি

১৪০. ইন্টারনেট ব্যবহার করে অন্যের কম্পিউটার বা সিস্টেমে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করাকে বলা হয়—

ক. থামসিং খ. প্রাইরেসিং

গ. ক্র্যাকিং ঘ. হ্যাকিং

১৪১. শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় যার মাধ্যমে—

ক. টেলিকনফারেন্সিং খ. বুলেটিন বোর্ড

গ. রিজার্ভেশন সিস্টেম ঘ. ভিডিও কনফারেন্সিং

১৪২. নিচের কোনটি ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর এবং উদ্ধার করা যায়?

ক. ই-কমার্স খ. ই-মার্কেটিং

গ. ই-রিটেইলিং ঘ. ই-বিক্রয়

১৪৩. ইন্টারনেট ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকে কী বলে?

ক. ই-কমার্স খ. ই-বিজনেস

গ. আউটসোর্সিং ঘ. ই-গভর্নেন্স

১৪৪. কোন প্রটোকলটি ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়?

ক. TCP/IP খ. Novel Netware

গ. Net BEUI ঘ. Linux

১৪৫. Bluetooth কিসের উদাহরণ?

ক. Personal Area Network

খ. Local Area Network

গ. Virtual Private Network

ঘ. No all Above

১৪৬. নিচের কোনটি ৫২(১৬)-এর বাইনারি রূপ?

ক. 01010010 খ. 01110011

গ. 00001100 ঘ. 11110000

১৪৭. CPU কোন address generate করে?

ক. Physical Address

খ. Logical Address

গ. Both Physical & Logical

ঘ. None of Them

১৪৮. কোনটি মাইক্রোসফটের প্রথম প্রেগ্রাম?

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

ক. Windows XP খ. Windows 98
গ. MS DOS ঘ. Windows 7

১৪৯. ROM ভিত্তিক প্রোগ্রামের নাম কী?
ক. Malware খ. firmware
গ. Virus ঘ. lip- lop

১৫০. কম্পিউটার সিপিইউয়ের (CPU) কোন অংশ গাণিতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ করে?
ক. এএলইউ (ALU)
খ. কন্ট্রোল ইউনিট (control unit)
গ. রেজিস্টার সেট (Register set)
ঘ. কোনোটিই নয়

বইঘর.কম

গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা

১৫১. $2.5\times4.3\dot{5}$= কত
ক. 12.89 (প্রায়) খ. 10.89 (প্রায়) গ. 8.109 (প্রায়) ঘ. 9.8 (প্রায়)

১৫২. মৌলিক সংখ্যার সেট কোনটি?
ক. {3, 5, 9, 19} খ. {13, 17, 39}
গ. {13, 17, 29} ঘ. {7, 19, 57}

১৫৩. দুটি সংখ্যার লসাগু $x^3y(x+y)$ এবং গসাগু $x(x+y)$।একটি সংখ্যা x^3+x^2y হলে, অন্য সংখ্যাটি কত?
ক. $x^2y+x^2y^2$ খ. x^2y+xy^2
গ. $xy^2+x^2y^2$ ঘ. x^3-y^3

১৫৪. ২০০ টাকার ২% কত হয়?
ক. ১ টাকা খ. ২ টাকা গ. ৩ টাকা ঘ. ৪ টাকা

১৫৫. একটি দ্রব্য ১০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হলো। বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা বেশি হলে ১০% লাভ হতো। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?
ক. ৫০০ টাকা খ. ৮০০ টাকা গ. ১০০০ টাকা ঘ. 800 টাকা

১৫৬. দুটি সংখ্যার অন্তর তাদের সমষ্টির $\frac{১}{৭}$ অংশ। সংখ্যা দুটির অনুপাত কত?
ক. ৩ :২ খ. ২ :৫ গ. ২ :৩ ঘ. ৫ :২

১৫৭. সুদের হার ৭% থেকে কমে ৫% হলে, এক ব্যক্তির আয় ৫ বছরে ৭০০ টাকা কমে যায়, তার মূলধন কত টাকা?
ক. ৭০০০ টাকা খ. ৮০০০ টাকা গ. ৬০০০ টাকা ঘ. ৯০০০ টাকা

১৫৮. $x^4-x^2+1=0$ হলে, $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$-এর মান কত?
ক. 4 খ. 3 গ. 3 ঘ. 1

১৫৯. $ax^2+bx+c=0$ সমীকরণের মূল দুটি বাস্তব ও সমান হবে যদি—
ক. $b^2-4ac>0$ খ. $b^2-4ac<0$ গ. $b^2-4ac=0$ ঘ. কোনোটিই নয়

১৬০. $p<q$ এবং $r<0$ হলে, নিচের কোনটি সত্য?
ক. $pr>qr$ খ. $\frac{p}{r}=\frac{q}{r}$ গ. $\frac{r}{p}=\frac{r}{q}$ ঘ. $pr<qr$

১৬১. ১, ১, ২, ৩, ৫,.....ধারার দশম পদ কত?
ক. ৫৫ খ. ৮৯ গ. 88 ঘ. ১০৫

১৬২. $x+y=12$ হলে, xy-এর বৃহত্তম মান কত?
ক. 50 খ. 35 গ. 36 ঘ. 32

১৬৩. $\left(10x^2\right)^*$-এর মান কত?
ক. 0 খ. 10 গ. 100 ঘ. 1

১৬৪. $\log_2\left(\frac{1}{128}\right)$-এর মান কত?
ক. -12 খ. -7 গ. -6 ঘ. -8

১৬৫. $|x-1|<7$ হলে, নিচের কোনটি সত্য?
ক. $-7<x<8$ খ. $-8<x<-7$ গ. $-6<x<7$ ঘ. $-1<x<4$

১৬৬. ত্রিভুজ ABC এ, ABC কোণ= 90°, AB=5 সেমি, BC=12 সেমি। AC বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
ক. 13 সেমি খ. 9 সেমি গ. 15 সেমি ঘ. 18 সেমি

১৬৭. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 36 বর্গফুট। ত্রিভুজের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?
ক. $72\sqrt{3}$ ফুট খ. $48\sqrt{3}$ ফুট গ. $24\sqrt{3}$ ফুট ঘ. $18\sqrt{3}$ ফুট

১৬৮. একটি সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃস্থ কোণের পরিমাপ ১৬০° হলে, বহুভুজটির বাহুসংখ্যা কত?
ক. ১৬ খ. ১৪ গ. ২০ ঘ. ১৮

১৬৯. এক দিনে ঘড়ির মিনিট ও ঘণ্টার কাঁটাদ্বয় কতবার মিলিত হয়?
ক. ২৪ খ. ২৩ গ. ২২ ঘ. ২১

১৭০. একটি গোলকের ব্যাস ২০ সেমি হলে, গোলকের আয়তন কত?
ক. ৪১৮৮.৭৯ ঘন সেমি খ. ৩১২৪.৭৮ ঘন সেমি গ. ১৮৮২.২৩ ঘন সেমি ঘ. ৮১২.৭৩ ঘন সেমি

১৭১. ৬ উপাদানবিশিষ্ট একটি সেটের উপসেটের সংখ্যা কত হবে?
ক. ১৬ খ. ২৪ গ. ৩২ ঘ. ৬৪

১৭২. ১৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একজন অধিনায়কসহ ১১ জনের একটি ক্রিকেট দল কতভাবে বাছাই করা যায়?
ক. ১০১ খ. ১০০০ গ. ১০০১ ঘ. ২০১

১৭৩. 32 এবং 64-এর ভাজক সংখ্যার পার্থক্য কত?
ক. 3 খ. ২ গ. ১ ঘ. 0

১৭৪. ৫, ৮, ১৪, ২৬, ৫০, ...ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?
ক. ৭৪ গ. ৯৮. গ. ১২২ ঘ. ৮৪

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

১৭৫. বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল,—। শূন্যস্থানে কী লিখব?
ক. ইউরেনাস খ. শনি গ. বৃহস্পতি ঘ. নেপচুন

১৭৬. A বিন্দু B বিন্দুর দক্ষিণে এবং B বিন্দু C বিন্দুর পশ্চিমে। C বিন্দুর সাপেক্ষে A বিন্দুর অবস্থান—
ক. উত্তর-পূর্ব খ. দক্ষিণ-পশ্চিম গ. দক্ষিণ ঘ. পূর্ব

১৭৭. 45 থেকে 72-এর মধ্যে কতটি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে?
ক. 5 খ. 7 গ. 8 ঘ. 6

১৭৮. কোনটি সবচেয়ে বড়?
ক. 0.07 খ. 0.071 গ. 0.171 ঘ. 0.067

১৭৯. একটি শ্রেণিতে যতজন ছাত্র আছে, প্রত্যেকে তত টাকা করে চাঁদা প্রদান করলে মোট 6561 টাকা হয়। ঐ শ্রেণিতে ছাত্রসংখ্যা কত?
ক. 81 জন খ. 91 জন গ. 61 জন ঘ. 71 জন

১৮০. 5 জন শিশুর বয়সের সমষ্টি 50 বছর। শিশুরা 3 বছর অন্তর জন্মে। কনিষ্ঠ শিশুর বয়স কত?
ক. 4 বছর খ. 5 বছর গ. 6 বছর ঘ. 7 বছর

ভূগোল পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১৮১. ১৮০০ দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য কত ঘণ্টা?
ক. ৬ খ. ১২ গ. ৮ ঘ. ১০

১৮২. পৃথিবীর নিজের অক্ষের ওপর ঘূর্ণনকে কী বলা হয়?
ক. বার্ষিক গতি খ. আহ্নিক গতি
গ. ঘূর্ণন গতি ঘ. চক্রাকার গতি

১৮৩. কোন নদীটির সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের সংযোগ নেই?
ক. সিন্ধু খ. মেঘনা গ. কপোতাক্ষ ঘ. ব্রহ্মপুত্র

১৮৪. প্রথম পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—
ক. ১৯৬৮ খ. ১৯৮৭ গ. ১৯৯২ ঘ. ১৯৯৭

১৮৫. 'ব্যাসল্ট' কোন ধরনের শিলা?
ক. পাললিক খ. রূপান্তরিত গ. আগ্নেয় ঘ. অন্তর্জ

১৮৬. ৫ জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়—
ক. ১৯৬০ খ. ১৯৬৫ গ. ১৯৬৮ ঘ. ১৯৯২

১৮৭. জাতিসংঘের তথ্যমতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের কত শতাংশ তলিয়ে যাবে?
ক. ১৭% খ. ২০% গ. ২৩% ঘ. ২৭%

১৮৮. বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে উল্কারশ্মি বিরাজ করে—
ক. ট্রপোমণ্ডল খ. মেসোমণ্ডল
গ. আয়নমণ্ডল ঘ. এক্সোসফিয়ার

১৮৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের কোন অনুষঙ্গটি ব্যয়বহুল?
ক. পূর্বপ্রস্তুতি খ. দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ প্রশমন
গ. সাড়াদান ঘ. পুনরুদ্ধার

১৯০. বাংলাদেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণকারী কততম দেশ?
ক. ৫২তম খ. ৫৭তম গ. ৫৯তম ঘ. ৬৭.তম

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

১৯১. কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণা প্রথম দেন—
ক. সক্রেটিস খ. প্লেটো গ. অ্যারিস্টটল ঘ. রুশো

১৯২. 'The greatest good for the greatest number of peopleg'—এটি কোন মতবাদের মূল বক্তব্য?
ক. উপযোগবাদ খ. মানবতাবাদ
গ. প্রয়োগবাদ ঘ. যুক্তিবাদ

১৯৩. 'সমাজের কোনো বিষয় যদি কেউ যৌক্তিক বলে মনে না করেন, তখন আমরা বলি পাগলামি করছে', এটি কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. নৈতিক মূল্যবোধ খ. সামাজিক মূল্যবোধ
গ. বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ ঘ. শারীরিক মূল্যবোধ

১৯৪. নৈতিকতার দিক থেকে সামাজিক মূল্যবোধের ধারণা—
ক. সামাজিক খ. রাজনৈতিক গ. মানসিক ঘ. অর্থনৈতিক

১৯৫. সুশাসন হলো গণতান্ত্রিক শাসন এবং গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা—উক্তিটি কার?
ক. এডিবির খ. বিশ্বব্যাংকের
গ. ইউএনপিপির ঘ. পশ্চিমা তাত্ত্বিকদের

১৯৬. সুশৃঙ্খল ও স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনের শিক্ষা লাভ করেন—
ক. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি খ. প্রভাবশালী ব্যক্তি
গ. মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি ঘ. মূল্যবোধহীন ব্যক্তি

১৯৭. জাতীয় ঐকমত্য স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা কার?
ক. জনগণের খ. সরকারের
গ. বিরোধী দলের ঘ. আমলাদের

১৯৮. নৈতিকতার পরিধি—
ক. আইনের চেয়ে বড় খ. আইনের চেয়ে ছোট
গ. আইনের মতো ঘ. আইনের সমান

১৯৯. ব্যক্তির নিজস্ব সিদ্ধান্ত ও পছন্দ থেকে উদ্ভূত কোনটি
ক. নৈতিকতা খ. মূল্যবোধ গ. আত্মসংযম ঘ. সামাজিকতা

২০০. নিচের কোনটি রাজনৈতিক মূল্যবোধ নয়?
ক. দেশপ্রেম খ. আনুগত্য
গ. শ্রমের মর্যাদা ঘ. পরমতসহিষ্ণুতা

উত্তর দেখুন ৩৮ পৃষ্ঠায়

মডেল টেস্ট তৈরি করেছেন : বাংলা : তারিক মনজুর (শিক্ষক ঢাবি)। ইংরেজি : পার্থ বিশ্বাস (বিসিএস শিক্ষা)। গণিত : এ বি এম রেজাউল করিম, (বিসিএস শিক্ষা)। বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক : সাব্বির হোসেন ও লোটাস হাবিব (প্রাক্তন শিক্ষার্থী, ঢাবি)। ভূগোল ও নৈতিকতা : মাহামুদ আমিন (বিসিএস শিক্ষা)। কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি : রুমন সাজ্জাদ (আইসিটি বিশেষজ্ঞ)। সাধারণ বিজ্ঞান : জাহাঙ্গীর আলম (শিক্ষক)।

বইঘর.কম
Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক নিয়োগ পরীক্ষা

নাজমুল হুদা, বাংলাদেশ ব্যাংক

1. The family looked for a double bedroom _____ for three days.
a) suet b) suites c) suite d) sweet

2. Someone who is _____ is hopeful about the future.
a) optimistic b) stagnant
c) powerful d) shameful

3. It is necessary to _____ standards are maintained.
a) surely b) over sure
c) insure d) ensure

4. It is not _____ for a man to be confined to the pursuit of wealth.
a) easy b) healthy
c) not easy d) possible

5. Find out the correctly spelt word.
a) Surveillance b) Surveillence
c) Survillance d) Surveilance

(Select the pair that best expresses a relationship similar to that expressed in the original pair 6-8)

6. EYES: TEARS
a) Sea : Water b) Volcano : Lava
c) Heart : Artery d) Hunger : Bred

7. DOCTOR: HOSPITAL
a) spectator : cricket b) deer : farm
c) professor : college d) wheat : field

8. BADMINTON : SHUTTLECOCK
a) wicket : cricket b) bridge : billiards
c) stick : golf d) hockey : puck

9. Choose the correct sentence.
a) They willingly accepted the child.
b) They willingly accepted the child
c) They are willingly expected the child
d) They were willingly accepted the child.

10. The synonym of 'vigilant' is-
a) Oscillate b) Heedless
c) Villainous d) Observant

11. Find out the correctly spelt word.
a) Adventutious b) Adventitaous
c) Adventitious d) Advantitious

12. Choose the right meaning of 'Take off'
a) Leave the ground b) Stop sleeping
c) Stop driving d) Come in

13. If Roots : Root, then-
a) Goods : Good b) Moods : Mood
c) Boots: Boot d) Greens : Green

14. 'Mellifluous' means-
a) Loud b) Irritating
c) Sweet- sounding d) Slow

15. The synonym of the word 'Erratic' is-
a) Amenity b) Vague
c) Adore d) Irregular

16. The antonym of 'insipid'-
a) Dull b) Exciting
c) Reject d) Cold

17. The word 'skedaddle' is not related to-
a) Scamper b) Dash
c) Shroud d) Toddle

18. The incorrectly spelt word is-
a) pesimistic b) piteous
c) pilgrimage d) peasant

19. Complete shutdown (be) observed today against new law.
a) was been b) can be
c) is being d) is been

20. Choose the correct spelling.
a) sizophrenic b) schizophrenic
c) schijophrenic d) schazophranic

21. 'কারবালা ও শহরনামা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা কে?
a) শাহ মুহম্মদ সগীর b) জৈনুদ্দিন
c) আবদুল হাকিম d) দৌলত কাজী

22. সবচেয়ে প্রাচীন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা—
a) আলাওল b) শাহ মুহম্মদ সগীর
c) ভারতচন্দ্র d) বড়ু চণ্ডীদাস

23. নিচের কোনটি মৌলিক শব্দ?
a) গোলাপ b) বিদেশি c) সিংহাসন d) চাঁদনি

24. 'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'—কার কবিতার লাইন?
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) ভারতচন্দ্র
c) কাজী নজরুল ইসলাম d) জীবনানন্দ দাশ

25. 'চকলেট' কোন ভাষার শব্দ?
a) ফারসি b) আরবি c) হিন্দি d) মেক্সিকান

26. 'প্রাতিস্বিক' শব্দের অর্থ—
a) স্বনির্মিত b) স্বোপার্জিত c) স্বী d) স্বকীয়

27. সাধু> সাউধ—কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ?
a) অভিশ্রুতি b) অপিনিহিতি
c) সমীভবন d) বিষমীভবন

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

28. 'অগ্নি' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
a) অগ্নিষ্ঠ b) জলধি c) বৈশ্বানর d) জাতবেদা

29. 'Insomnia' শব্দের সঠিক পরিভাষা কোনটি?
a) অনিদ্রা b) দুশ্চিন্তা
c) বায়ুরোগ d) কর্কট রোগ

30. পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়াকে কী বলে?
a) হীরকজয়ন্তী b) রজতজয়ন্তী
c) সুবর্ণজয়ন্তী d) শতাব্দী

31. 'কারকিত' শব্দের অর্থ—
a) কৃষিকর্ম b) কৃষিজমি
c) নিষ্কর জমি d) জমিদার

32. শরৎচন্দ্রের আত্মজৈবনিক উপন্যাস কোনটি?
a) পথের দাবি b) দত্তা
c) শ্রীকান্ত d) পল্লীসমাজ

33. নিচের বিপরীত শব্দযুগলের মধ্যে অশুদ্ধ—
a) সিক্ত-রিক্ত b) স্বপ্ন-বাস্তব
c) আসমান-জমিন d) খাতক-মহাজন

34. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাসের রচয়িতা কে?
a) সেলিনা হোসেন b) রশীদ হায়দার
c) রাবেয়া খাতুন d) আহমদ ছফা

35. 'রোজা' কোন ভাষার শব্দ?
a) ফারসি b) আরবি c) বাংলা d) তুর্কি

36. 'দৃষ্টিপাত' ভ্রমণকাহিনির রচয়িতা কে?
a) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর b) যাযাবর
c) ইব্রাহীম খাঁ d) সৈয়দ মুজতবা আলী

37. How many integers from 1 to 1000 are divisible by 30 but not by 16?
a) 29 b) 31 c) 30 d) 38

38. The pair of co- prime number is-
a) 1, 2 b) 1, 4 c) 2, 3 d) 1, 8

39. The factor of $x^2 - 5x - 6$ are-
a) (x- 3) (x+2) b) (x- 6) (x+1)
c) (x- 1) (x+1) d) None of above

40. If $x^2 - 7xy + y^2$ is divided by (x - 2y), the result is-
a) 2x + 3y b) 2x - 3y
c) x - y d) x + y

41. If $xy = 2$ and $xy^2 = 8$, what is the value of x?
a) 1 b) $\frac{1}{2}$ c) 2 d) 3

42. The next number in the sequence 3, 6, 11, 18, 27.....is-
a) 54 b) 48 c) 32 d) 38

43. Which number logically follows the sequence? 4, 6, 9, 6, 14, 6...
a) 18 b) 12 c) 19 d) 27

44. If $x=y^a$, $y=z^b$ and $z = x^c$, then the value of abc is-
a) 1 b) .50 c) 2 d) 8

45. If $4^{2x+1} = 32$, then x =?
a) 2 b) ¾ c) 3/8 d) none of these

46. If $1 - 2x \geq -3$, then-
a) $x \geq -2$ b) $x \leq -1$
c) $x \leq -2$ d) $x \geq -1$

47. The average of the smallest and largest primes between 60 and 80 is -
a) 72 b) 78 c) 70 d) 60

48. The difference between two numbers is 5 and the difference between their squares is 65. What is the larger number?
a) 5 b) 8 c) 9 d) 2

49. Which of the numbers below is not equivalent to 4%?
a) 4/100 b) 0.04
c) 1/25 d) 0.40

50. Today is Aziz's 12th birthday and his father's 40th birthday. How many years from today will Aziz's father be twice as old as Aziz's at that time?
a) 16 b) 18 c) 24 d) 20

51. Which is the original price of a T- shirt, if the sale price after 16% discount is 264?
a) 300 b) 314 c) 308 d) 315

52. If $x : y = 5 : 3$, then $(8x - 5y) : (8x + 5y) = ?$
a) 5 : 6 b) 11 : 5
c) 5 : 11 d) 8 : 12

53. The ratio of two numbers is 3 : 4 and their sum is 630. The smaller one of the two numbers is-
a) 270 b) 250
c) 290 d) 230

54. The difference in taka between simple and compound interest at 5% annually on a sum of tk. 2000 after 2 years is-
a) 5 b) 2 c) -3 d) 8

55. How many permutations of seven different letters may be made?
a) 3 b) 7! c) 3! d) 4!

56. Suppose today is Friday. What day of the week will it be 65 days from now?
a) Friday b) Saturday
c) Sunday d) Monday

57. October 1986 corresponds to bangle year-
a) 1394 b) 1393
c) 1356 d) 1390

58. If 21215120 represents 'bloat' then 6121135 represents-

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

a) bald b) flame
c) castle d) voice

59. The one- third of the complementary angle to 30° is-
a) 90° b) 15°
c) 30° d) 20°

60. If an investor gets Tk. 19,500 as interest after 5 years on his savings of tk 13,000. What is the rate of interest?
a) 30% b) 40%
c) 50% d) 10%

61. How many full adders are needed to add two 4-bit number with a parallel adder?
a) 8 b) 4
c) 2 d) 16

62. The universal gate is-
a) X- OR b) AND
c) NOR d) NOT

বইঘর.কম

63. Which of the following types of menu shows the further sub- choice?
a) Reverse b) Template
c) Scrolled d) Pull- down

64. In general a window has ____ scrollbars.
a) 2 b) 3
c) 4 d) 1

65. Trojan horse is a kind of ____.
a) virus b) malware
c) spyware d) worm

66. Which short- cut key inserts a new slide in current presentation?
a) Ctrl + N b) Ctrl + M
c) Ctrl + S d) Ctrl + R

67. OTG cable is not related to__.
a) Smart Phone b) DSL
c) Camcorder d) Processor

68. An electronic path that sends signals from one part of computer to another is a___.
a) Logic Gate b) Modem
c) BUS d) Serial Port

69. NLP is a type of Language Processing, where 'N' stands for-
a) Neutral b) Natural
c) Nano d) Normal

70. The processing of erasing a disk is called____.
a) Formatting b) Rebooting
c) Wiping d) Defragmenting

71. The first parliament election in Bangladesh was held in:___.
a) 1970 b) 1971
c) 1975 d) 1973

72. The Uber cup is associated with which sports?
a) Badminton b) Cricket
c) Tennis d) Football

73. Bit coins uses____ Technology.
a) AI b) Neutral
c) P2P d) Modern

74. The Bangabandhu Satellite- 1 was launched by____
a) Ariane5 b) Spacebar
c) Falcon 9, Block 5 d) NASA

75. Bangladesh got the membership of UN in___
a) 1974 b) 1972
c) 1975 d) 1973

76. The Atrai flows through ____ district of Bangladesh.
a) Dhaka b) Sylhet
c) Bogra d) Dinajpur

77. Currency of China is-
a) rmb b) yuan
c) rmbm d) pound

78. Sumerian Civilization is a part of-
a) Mayan b) Mesopotamian
c) Hebrew d) Akkadian

79. The main source of income of Brunei is__
a) petroleum b) coal
c) iron d) tourism

80. The first Chinese traveler who came in Bangladesh is___
a) Huen Tsang b) Dzon Dong
c) Fa Hien d) It- sing

www.bdniyog.com

Answer:

1. c, 2. a, 3. d, 4. b, 5. a, 6. b, 7. c, 8. d ,9. b, 10. d,11. c,12. a,13. d,14. c,15. d,16. b, 17. c, 18. a, 19. c, 20. b, 21. c,22. b,23. a, 24. b, 25. d,26. d, 27. b, 28. c, 29. a, 30. b, 31. a, 32. c, 33. a, 34. a, 35. a, 36. b, 37. a, 38. c, 39. b, 40. b, 41. b, 42. d, 43. c, 44. a, 45. b, 46. d, 47. c, 48. c, 49. d, 50. a, 51. b, 52. c, 53. a, 54. a, 55. b, 56. c, 57. b, 58. b, 59. d, 60. a, 61. b, 62. c, 63. d, 64. a, 65. b, 66. b, 67. d, 68. c, 69. b, 70. a, 71. d, 72. a, 73. c, 74. c, 75. a, 76. d, 77. a, 78. b, 79. a, 80. c

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

১

প্রথম দল হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের পথে সব ম্যাচ জিতেছে বায়ার্ন মিউনিখ। এবার ১১ ম্যাচের ১১টিতেই জিতেছে বাভারিয়ান ক্লাবটি। চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা ১১ ম্যাচ জেতা প্রথম দলও বায়ার্ন।

২

মাত্র দ্বিতীয় দল হিসেবে দ্বিতীয়বার ইউরোপীয় 'ট্রিমুকুট' জিতল বায়ার্ন (ইউরোপিয়ান কাপ, ঘরোয়া লিগ ও কাপ)। প্রথম দলটি বার্সেলোনা।

৩

হান্সি ফ্লিকের (৫৫ বছর ১৮১ দিন) চেয়ে বেশি বয়সে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন তিন কোচ—স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন (১৯৯৯ সাল—৫৭ বছর, ২০০৮—৬৬ বছর), ইয়ুপ হেইঙ্কেস (২০১৩—৬৮ বছর) ও রেমোঁ গুটালস (১৯৯৩@—৭৩ বছর)।

৬

ষষ্ঠবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে লিভারপুলের পাশে বসল বায়ার্ন। ইউরোপিয়ান কাপ বা চ্যাম্পিয়নস লিগে তৃতীয় সফল দল লিভারপুল ও বায়ার্ন।

চ্যাম্পিয়নস লিগ/ ইউরোপিয়ান কাপে সফল ৫ দল

রিয়াল মাদ্রিদ (স্পেন)	১৩
এসি মিলান (ইতালি)	৭
লিভারপুল (ইংল্যান্ড)	৬
বায়ার্ন মিউনিখ (জার্মানি)	৬
বার্সেলোনা (স্পেন)	৫

৭

পিএসজিসহ প্রথমবার ফাইনালে ওঠা সর্বশেষ সাতটি দলকেই রানার্সআপ হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। প্রথমবার ফাইনালে উঠেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া সর্বশেষ দল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (১৯৯৭)।

১৫

এবারের সর্বোচ্চ গোলদাতা রবার্ট লেভানডফস্কির গোলসংখ্যা। ২০০৭-০৮ মৌসুমের (ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, ইউনাইটেড) পর রিয়াল মাদ্রিদ বা বার্সেলোনার বাইরে অন্য কোনো ক্লাবের কেউ সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন।

২০০৬-০৭ মৌসুমের (কাকা, এসি মিলান) পর চ্যাম্পিয়নস লিগ মেসি-রোনালদোর বাইরে এককভাবে কাউকে সর্বোচ্চ গোলদাতা হতে দেখল। মাঝে একবার নেইমার মেসি-রোনালদোর সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ হয়েছিলেন (২০১৪-১৫)।

৩৫

চ্যাম্পিয়নস লিগে গোল পার্থক্যের নতুন রেকর্ড গড়েছে বায়ার্ন। এই মৌসুমে ৪৩ গোল করা দলটি খেয়েছে ৮ গোল। পেছনে পড়েছে ২০১৩-১৪ মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের রেকর্ড (+৩১)।

৫০০

কিংসলি কোমানের গোলটি চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্নের ৫০০তম গোল। এর চেয়ে বেশি গোল আছে শুধু রিয়াল মাদ্রিদ (৫৬৭) ও বার্সেলোনার (৫১৭)।

www.bdniyog.com

উয়েফা নেশনস লিগ ২০২০-২১

একনজরে

গ্রুপ পর্ব : ৩ সেপ্টেম্বর-১৮ নভেম্বর ২০২০
ফাইনালস : সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর ২০২১
মোট দল : ৫৫
লিগ : ৪
গ্রুপ : এ, বি ও সি লিগে ৪টি গ্রুপ, ডি লিগে ২টি গ্রুপ

উয়েফা নেশনস লিগ কেন?

অর্থহীন প্রীতি ম্যাচ না খেলে ইউরোপের জাতীয় দলগুলোর ম্যাচকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে, দলগুলোর মান বাড়াতে নেশনস লিগ চালু করেছে উয়েফা। ২০১১ সাল থেকে টানা তিন বছর আলাপ-আলোচনার পর ২০১৪ সালের ২৭ মার্চ নতুন এ টুর্নামেন্টের অনুমোদন দিয়েছে উয়েফা কংগ্রেস। প্রথম লিগ হয়েছে ২০১৮-১৯ সালে।

লিগের ফরম্যাট

- ইউরোপের ৫৫টি জাতীয় দলকে উয়েফার নিজস্ব র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। লিগ 'এ'তে শীর্ষ দলগুলো, লিগ 'ডি'তে সবচেয়ে নিচের দলগুলো খেলে।
- প্রথম তিনটি বিভাগ চারটি গ্রুপে বিভক্ত। ডি বিভাগে গ্রুপ দুটি।
- প্রথম পর্ব শেষে প্রতি বিভাগের (লিগ 'ডি' বাদে) চার গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার তলানির দল অবনমিত হবে নিচের বিভাগে। যেমন লিগ 'এ'র চার গ্রুপের

Downloaded from www.bdniyog.com

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

তলানির চার দল পরের আসরে টুর্নামেন্টে খেলবে লিগ 'বি'তে।

একইভাবে প্রতিটি বিভাগের (লিগ 'এ' বাদে) প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষ দল উঠবে ওপরের বিভাগে।

- লিগ 'এ'র চার গ্রুপের শীর্ষ চার দল আগামী বছর খেলবে চূড়ান্ত পর্ব (সেমিফাইনাল, তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ও ফাইনাল)।

প্রীতি ম্যাচ কি মোটেও হবে না?

হবে, তবে সংখ্যাটা খুবই কম। যে রাউন্ডে যে দলের ম্যাচ থাকবে না, তারা প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারবে।

লিগ 'এ'

গ্রুপ ১ : ইতালি, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, বসনিয়া
গ্রুপ ২ : বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড
গ্রুপ ৩ : পর্তুগাল, ফ্রান্স, সুইডেন, ক্রোয়েশিয়া
গ্রুপ ৪ : স্পেন, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন

লিগ 'বি'

গ্রুপ ১ : রোমানিয়া, অস্ট্রিয়া, নরওয়ে, উত্তর আয়ারল্যান্ড
গ্রুপ ২ : স্কটল্যান্ড, চেক প্রজাতন্ত্র, ইসরায়েল, স্লোভাকিয়া
গ্রুপ ৩ : রাশিয়া, হাঙ্গেরি, তুরস্ক, সার্বিয়া
গ্রুপ ৪ : ওয়েলস, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, বুলগেরিয়া

লিগ 'সি'

গ্রুপ ১ : মন্টেনেগ্রো, লুক্সেমবার্গ, আজারবাইজান, সাইপ্রাস
গ্রুপ ২ : উত্তর মেসিডোনিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, এস্তোনিয়া
গ্রুপ ৩ : গ্রিস, স্লোভাকিয়া, কসোভো, মলদোভা
গ্রুপ ৪ : কাজাখস্তান, আলবেনিয়া, বেলারুশ, লিথুয়ানিয়া

গ্রুপ 'ডি'

গ্রুপ ১ : ফ্যারো আইল্যান্ড, লাটভিয়া, মাল্টা, অ্যান্ডোরা
গ্রুপ ২ : লিখটেনস্টেইন, জিব্রাল্টার, সান মারিনো

অনুশীলন

১. উয়েফা নেশনস লিগ চালু হয়েছে কত সালে?
ক) ২০১৪ খ) ২০১৬ গ) ২০১৮ ঘ) ২০২০
উত্তর : ২০১৮।

২. উয়েফা নেশনস লিগের প্রথম চ্যাম্পিয়ন কারা?
ক) জার্মানি খ) নেদারল্যান্ডস
গ) স্পেন ঘ) পর্তুগাল
উত্তর : পর্তুগাল

৩. উয়েফা নেশনস লিগের প্রথম ফাইনাল কোন দেশে হয়েছে?
ক) পর্তুগাল খ) ইতালি গ) ফ্রান্স ঘ) ইংল্যান্ড
উত্তর : পর্তুগাল

৪. উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে সবচেয়ে বেশিবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন দল?
ক) লিভারপুল খ) বার্সেলোনা
গ) রিয়াল মাদ্রিদ ঘ) বায়ার্ন মিউনিখ
উত্তর : রিয়াল মাদ্রিদ

৫. ইউরোপিয়ান কাপ বা উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ শুরু হয় কত সালে?
ক) ১৯৫৫ খ) ১৯৫৭ গ) ১৯৪৭ ঘ) ১৯৫০
উত্তর : ১৯৫৫

৬. ইউরোপিয়ান কাপ বা উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম চ্যাম্পিয়ন কারা?
ক) রিয়াল মাদ্রিদ খ) বেনফিকা
গ) এসি মিলান ঘ) সেল্টিক
উত্তর : রিয়াল মাদ্রিদ

৭. ইউরোপিয়ান কাপের নাম চ্যাম্পিয়নস লিগ হয়েছে কোন মৌসুমে?
ক) ১৯৯০-৯১ খ) ১৯৯১-৯২
গ) ১৯৯২-৯৩ ঘ) ২০০০-২০০১
উত্তর ১৯৯২-৯৩

www.boighar.com

জেমস অ্যান্ডারসনের ৬০০ উইকেট

ইতিহাসের চতুর্থ বোলার হিসেবে টেস্টে ৬০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ইংল্যান্ডের পেসার জেমস অ্যান্ডারসন।

টেস্টে সবচেয়ে বেশি উইকেট (শীর্ষ ৫)

	ম্যাচ	উইকেট	সেরা	গড়
মুত্তিয়া মুরালিধরন	১৩৩	৮০৫	৯/৫১	২২.৭২
শেন ওয়ার্ন	১৪৫	৭০৮	৮/৭১	২৫.৪১
অনিল কুম্বলে	১৩২	৬১৯	১০/৭৪	২৯.৬৫
জেমস অ্যান্ডারসন	১৫৬	৬০০	৭/৪২	২৬.৭৯
গ্লেন ম্যাকগ্রা	১২৪	৫৬৩	৮/২৪	২১.৬৪

Boighar.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

সবচেয়ে কম বলে ৬০০ উইকেট

মুত্তিয়া মুরালিধরন	৩৩৭১১
জেমস অ্যান্ডারসন	৩৩৭১৭
শেন ওয়ার্ন	৩৪৯২০
অনিল কুম্বলে	৩৮৪৯৪

১৫৬

৬০০ উইকেট পেতে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলতে হয়েছে অ্যান্ডারসনকে।

কোন দলের বিপক্ষে কত উইকেট

ভারত	১১০
অস্ট্রেলিয়া	১০৪
দ. আফ্রিকা	৯৩
উইন্ডিজ	৮৭
পাকিস্তান	৭৪
নিউজিল্যান্ড	৬০
শ্রীলঙ্কা	৫২
জিম্বাবুয়ে	১১
বাংলাদেশ	৯

কোথায় কত উইকেট

ঘরের মাঠে	৩৮৩
প্রতিপক্ষের মাঠে	১৯৪
নিরপেক্ষ মাঠে	২২

কোন বছরে কত উইকেট

২০০৩	২৬
২০০৪	৭
২০০৫	২
২০০৬	৮
২০০৭	১৯
২০০৮	৪৬
২০০৯	৪০
২০১০	৫৭
২০১১	৩৫
২০১২	৪৮
২০১৩	৫২
২০১৪	৪০
২০১৫	৪৬
২০১৬	৪১
২০১৭	৫৫
২০১৮	৪৩
২০১৯	১২
২০২০	২৩

কোন ম্যাচে কত উইকেট

জয়ী ম্যাচে	৩২৩
হারা ম্যাচে	১৫১
ড্র ম্যাচে	১২৬

কীভাবে কত উইকেট

ক্যাচ	৩৯৬
বোল্ড	১১৬
এলবিডব্লু	৮৮

প্রিয় শিকার

পিটার সিডল	১১
মাইকেল ক্লার্ক	৯
ডেভিড ওয়ার্নার	৯
শচীন টেন্ডুলকার	৯
আজহার আলী	৯
শেন ওয়াটসন	৮
শান মাসুদ	৮

মাইলফলক উইকেট

	ব্যাটসম্যান	বিপক্ষ	ভেন্যু	সাল	ম্যাচ
১ম	মার্ক ভারমিউলেন	জিম্বাবুয়ে	লর্ডস	২০০৩	১ম
১০০	জ্যাক ক্যালিস	দ. আফ্রিকা	ওভাল	২০০৮	২৯
২০০	পিটার সিডল	ইংল্যান্ড	পার্থ	২০১০	৫৫
৩০০	পিটার ফুলটন	নিউজিল্যান্ড	লর্ডস	২০১৩	৮১
৪০০	মার্টিন গাপটিল	নিউজিল্যান্ড	হেডিংলি	২০১৫	১০৪
৫০০	ক্রেগ ব্রাফেট	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	লর্ডস	২০১৭	১২৯
৬০০	আজহার আলী	পাকিস্তান	সাউদাম্পটন	২০২০	১৫৬

আন্তর্জাতিক ফুটবলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর ১০০ গোল

আন্তর্জাতিক ফুটবল ইতিহাসে দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ১০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ৮ সেপ্টেম্বর উয়েফা নেশনস লিগে সুইডেনের বিপক্ষে জোড়া গোল করার পথে মাইলফলক ছুঁয়েছেন রোনালদো। ১০১ গোল করা পর্তুগিজ তারকার ওপরে আছেন শুধু ইরানের আলী দাইয়ি (১০৯ গোল)।

বইঘর.কম

www.bdniyog.com

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

www.boighar.com

আন্তর্জাতিক ফুটবলে সবচেয়ে বেশি গোল (শীর্ষ পাঁচ)

	ম্যাচ	গোল	গোল/ম্যাচ
আলী দাইয়ি, ইরান	১৪৯	১০৯	০.৭৩
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পর্তুগাল	১৬৫	১০১	০.৬১
ফেরেঙ্ক পুসকাস, হাঙ্গেরি	৮৫	৮৪	০.৯৯
গডফ্রে চিতালু, জাম্বিয়া	১১১	৭৯	০.৭১
হুসেইন সাঈদ, ইরাক	১৩৭	৭৮	০.৫৭

এখনো যাঁরা খেলছেন, তাঁদের শীর্ষ পাঁচ

বইঘর.কম

	ম্যাচ	গোল	গোল/ম্যাচ
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, পর্তুগাল	১৬৫	১০১	০.৬১
সুনীল ছেত্রী, ভারত	১১৫	৭২	০.৬৩
লিওনেল মেসি, আর্জেন্টিনা	১৩৮	৭০	০.৫১
আলী মাবখুত, আরব আমিরাত	৮৩	৬৩	০.৭৬
নেইমার, ব্রাজিল	১০১	৬১	০.৬০
রবার্ট লেভানডফস্কি, পোল্যান্ড	১১২	৬১	০.৫৪

কোন বছরে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কত গোল

সাল	ম্যাচ	গোল
২০০৩	২	০
২০০৪	১৬	৭
২০০৫	১১	২
২০০৬	১৪	৬
২০০৭	১০	৫
২০০৮	৮	১
২০০৯	৭	১
২০১০	১১	৩
২০১১	৮	৭
২০১২	১৩	৫
২০১৩	৯	১০
২০১৪	৯	৫
২০১৫	৫	৩
২০১৬	১৩	১৩
২০১৭	১১	১১
২০১৮	৭	৬
২০১৯	১০	১৪
২০২০	১	২

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোন টুর্নামেন্টে কত গোল

ইউরো বাছাই	৩১
বিশ্বকাপ বাছাই	৩০
প্রীতি ম্যাচ	১৭
ইউরো	৯
বিশ্বকাপ	
নেশনস লিগ	৫
কনফেডারেশনস কাপ	২

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো কোন দলের বিপক্ষে কত গোল

(কমপক্ষে ৫ গোল)

লিথুয়ানিয়া	৭
সুইডেন	৭
লুক্সেমবার্গ	৫
অ্যান্ডোরা	৫
আর্মেনিয়া	৫
লাটভিয়া	৫

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কীভাবে ১০১ গোল

ডান পায়ে	৫৫
বাঁ পায়ে	২২
মাথায়	২৪
বক্সের ভেতর থেকে	৮০
বক্সের বাইরে থেকে	২১

৪১

রোনালদো গোল পেয়েছেন ৪১টি দেশের বিপক্ষে।

৯

আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনালদোর হ্যাটট্রিক। ইউরোপিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হ্যাটট্রিকের রেকর্ডটা সুইডেনের সভেন রিডেলের সঙ্গে ভাগাভাগি করেছেন সিআর সেভেন।

৩০-এর আগে-পরে রোনালদো

আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের প্রায় অর্ধেক গোলই রোনালদো করেছেন ৩০তম জন্মদিনের পরে।

৩০-এর আগে		৩০-এর পরে
৫২	গোল	৪৯
১১৮	ম্যাচ	৪৭
০.৪৪	গোল/ম্যাচ	১.০৪

Boighar.com

গ্রন্থনা : **মোহাম্মদ সোলায়মান**

www.bdniyog.com

Downloaded from www.bdniyog.com

বইয়ের তাকে বইঘুম

যদিও পড়ুয়াদের জন্য বই পড়তে পড়তে সেই বই নিয়েই ঘুমিয়ে পড়াটা নতুন কিছু নয়, টোকিওর একটি প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য করে দিচ্ছে বইয়ের তাকেই ঘুমানোর ব্যবস্থা। ২০১৫ সালে জাপানের রাজধানীর ইকেবুকুরো এলাকায় প্রথমবারের মতো খোলা হয় 'বুক অ্যান্ড বেড' নামের বুকশেলফ হোটেল। ধীরে ধীরে হোটেলটি এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে জাপানের আরও ছয়টি এলাকায় বুকশেলফ হোটেল চালু করে প্রতিষ্ঠানটি। হোটেলটিতে প্রতিটি ঘর দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট ও প্রস্থে চার ফুট, যেগুলোকে ঘিরে আছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সহস্রাধিক বইয়ের সমৃদ্ধ ভাক।

বইঘর.কম

চুমুর খেসারত

সার্জিও লোপেজ কি কখনো ভেবেছিলেন, একটি চুমুর জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে, গুনতে হবে জরিমানা! ফুটবলে চুমু খাওয়ার জন্য ১ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার জরিমানা গুনতে হচ্ছে আর্জেন্টিনার এই ফুটবলারকে। আর এর মাধ্যমে ইকুয়েডরের ফুটবলে একটি ইতিহাসই গড়েছেন আর্জেন্টাইন এই মিডফিল্ডার। করোনাভাইরাস মহামারির কারণে ইকুয়েডরের ফুটবলে জারি হওয়া নতুন নিয়মের প্রথম শাস্তি পাওয়া ফুটবলার তিনি। নিশ্চিত বলা যায়, এমন ইতিহাস না হলেই খুশি হতেন লোপেজ।

নরকের দরজা

মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তানে অবারিত হয়ে আছে 'নরকের দরজা'। শুনে একটু ধাক্কা লাগলেও ব্যাপারটা ঠিক মিথ্যা নয়। ৪০ বছর আগে তুর্কমেনিস্তান যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ ছিল, তখন কারাকুম মরুভূমির

দারভেজ অঞ্চলের একটি গ্যাসকূপের জন্য মাটি খননের সময় পুরো কূপ বেশ নিচে দেবে যায়। পরে বিজ্ঞানীদের পরামর্শে পুরো কূপেই আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। সেই আগুন ৪০ বছর পরও এমনভাবে জ্বলছে যেন সামনে থেকে দেখলে মনে হয় সাক্ষাৎ নরক। তাই এই স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে নরকের দরজা!

ভ্যান গঘ তাঁর পুরো কান কাটেননি

চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের (১৮৫৩-১৮৯০) নিজের বাঁ কান কেটে ফেলার গল্প নিয়ে কম হইচই হয়নি। কোনো কাঁচি চালিয়েছিলেন বলে কোনো সূত্রের দাবি, মানসিক অস্থিরতার মধ্যে বন্ধু পল গগাঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে জেদ

নিশ্চিত হওয়া যায়। তবে পুরো কান নয়, বরং কানের নিচের একটি অংশ কেটে ফেলেছিলেন তিনি!

ফ্রান্সের স্পাইডারম্যান

অলেইন রবার্টকে অনেকে ডাকেন ফরাসি স্পাইডারম্যান বলে। কারণটা সহজেই অনুমেয়। দড়ি বা অন্য কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই সুউচ্চ সব দালান বেয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে রবার্টের। এই অসাধ্য সাধনে তাঁর একমাত্র সঙ্গী হচ্ছে চকের গুঁড়া। এখন পর্যন্ত রবার্ট একে একে উঠেছেন ১৬০টি উঁচু ভবনে, যার মধ্যে

রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভবন সংযুক্ত আরব-আমিরাতের বুর্জ খলিফা, তাইওয়ানের তাইপে ১০১ ভবন এবং লন্ডনের লয়েড ভবন। অবশ্য এই পাগলামি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হওয়ার অভিজ্ঞতাও হয়েছে তাঁর। ২০১৮ সালে লন্ডনের ২১২ মিটার উচ্চতার সেলসফোর্স টাওয়ারে ওঠার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে যুক্তরাজ্য পুলিশ।

বইঘর.কম

গ্রন্থনা : গোলাম রাব্বানী

Downloaded from www.bdniyog.com

www.bdniyog.com